চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 150 Tuesday, 30 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৫০ সংখ্যা ❋ ১৭ বৈশাখ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সোমবার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে বাগনানে এক নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গীতা হাতে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। এদিন সকালেই প্রাচীন এক্তেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মঙ্গলবার চাঁচল বিধানসভার তুলসীহাটায় নির্বাচনী জনসভায় আসছেন মমতা ব্যানার্জি। তার আগেই পুরসভা ইস্যু নিয়ে চাঁচল সদরে ব্যাকফুটে তৃণমূল। ...বিস্তারিত পাতা ৭

বিরাট কোহলি এ বারের আইপিএলে অনবদ্য ছন্দে রয়েছেন। এই নিয়ে সপ্তম বার আইপিএলের ইতিহাসে ৫০০ রানের রেকর্ড গড়লেন কিং কোহলি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

চাকরি বাতিলের নির্দেশে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট

পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ ওএমআর শিট সব নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যোগ্য অযোগ্য নির্ধারণ করা যাবে কী ভাবে? এসএসসির চাকরি বাতিলের মামলায় প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির। এতজনের চাকরি বাতিল নিঃসন্দেহে বড় সিদ্ধান্ত। তবে যদি কোনও উপায় না থাকে, তাহলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। দুর্নীতির সুবিধা ভোগী কারা, এঁদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ অতিরিক্ত পদ তৈরি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে তার ওপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সোমবার এই অংশের ফের শুনানি হবে। তবে চাকরি বাতিলের নির্দেশর ওপরে সুপ্রিম কোর্ট কোনও স্থগিতাদেশ এদিন দেয়নি। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্তে নিয়ে সিবিআই তদন্তে কি ভোটের মধ্যে জেলে যাবে মন্ত্রিসভা, প্রশ্ন করেন বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের আইনজীবী। আদালত তো নিয়োগ কর্তা নয়, তাহলে চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় কী করে প্রশ্ন করেন আইনজীবীরা। এদিনের শুনানি ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে অতিরিক্ত শূন্য পদ নিয়ে তদন্তের ওপরেই শুধু অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তদন্তের আর কোনও অংশের ওপরে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবার ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের নজিরবিহীন রায়ে বাতিল হয়ে যায় ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি। যার জেরে ভোটের মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় ধাক্কা খায় রাজ্যের তৃণমূল সরকার। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের

পাশেই রয়েছে। তারপরেই রাজ্য সরকার, এসএসসি এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করে। কলকাতা হাইকোর্ট ২৫ হাজার ৭৫৩ জনকে নিয়োগপত্র বাতিল করে প্রায় ২৩ লক্ষ ওএমআর শিট পূনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছিল। নির্দেশ দিতে গিয়ে হাইকোর্ট বলে, তাদের হাতে তিনটি বিকল্প ছিল। তার মধ্যে চাকরি বাতিলকেই ঠিক বলে মনে করেছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সরকারি সিদ্ধান্তেই যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদেরকে চার সপ্তাহের মধ্যে টাকা ১২ শতাংশ সুদসহ ফেরত দিতে হবে আর ছয় সপ্তাহের মধ্যে এব্যাপারে ডিআই ও জেলাশাসকদের রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের আপত্তির পরেও আদালত হার্ড ডিস্ককে তদন্তের বৈধতা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী চাকরি বাতিল নিয়ে আদালত, বিজেপি ছাড়াও সিপিআইএমকেও নিশানা করেন। পাল্টা বিরোধী দলনেতা বলেন, পাঁচ হাজার চারশোজনকে বাঁচাতে বাকি কুড়ি হাজারকে বলি দিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আদালতে মামলা শুরু হয় ২০২১-এ। তারপর থেকেই তা বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেয়। এসএসসির গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় প্রথমে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে যায়। তবে ডিভিশন বেঞ্চে সেই নির্দেশ বহার থাকে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেলেও সেই মামলা হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়। পরে কার্যত অভিজিৎ গাঙ্গুলির অবস্থানই বজায় রাখে হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের তরফে বারে বারে চারটি ক্ষেত্রের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের তদন্তের বিরোধিতা করেছে। পরে আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়ে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। প্রথমে নিয়োগ দুর্নীতির কথা অস্বীকার করলেও, পরে কয়েকজনের জন্য সমগ্র প্রক্রিয়াকে দোষারোপ করা উচিত নয় বলেও মত প্রকাশ করে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে রয়েছেন, তৎকালীন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য, তৎকালীন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা, এসএসসির তৎকালীন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য। জেলে রয়েছেন যুব তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ এবং কালীঘাটের কাকু অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

বড়বাজারের আগুন নিয়েও তৃণমূল-বিজেপি বচসা, তাপস যেতেই হাতাহাতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ অগ্নিকাণ্ড ঘিরেও তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বড়বাজারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় পৌঁছতেই ছড়াল উত্তেজনা। বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে বচসা বাধে। হাতাহাতিও হয় দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। তাপস রায়ের অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর এক বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন। কাউন্সিলরের গ্রেফতারির দাবিও জানান তিনি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিমও। সোমবার সকালে পৌনে ছ'টা নাগাদ আগুন লাগে বড়বাজারের একটি পিচবোর্ডের গোডাউনে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় এবং গোডাউনের ভিতরে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের দুটি বাড়ির নীচের তলেও আগুন ছড়িয়ে যায়। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। সকালেই ঘটনাস্থলে আসেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিকে, আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। তিনি দীর্ঘসময় বড়বাজারের বিধায়কও ছিলেন। ঘটনাস্থলে তিনি পৌঁছতেই উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা, হাতাহাতি বেধে যায়। তৃণমূল কর্মীরা দাবি করেন, বিজেপি এখানে নোংরা রাজনীতি করতে এসেছে। তৃণমূলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এক বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত তোলারও অভিযোগ উঠেছে। তাপস রায় বলেন, "তাপস রায় কখনও নোংরা রাজনীতি করে না। বড়বাজারের বিধায়ক ছিলাম আমি, সবাই জানে। আমায় এটা বলতে হবে না। মানুষ জানে কারা নোংরা। তৃণমূল এইসব করছে কারণ ওদের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আসেনি।" তিনি আরও বলেন, "শামিম আমাদের কর্মী। কাউন্সিলর ওর গায়ে হাত দিয়েছে। আমি তখন ভিতরে ছিলাম। কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করতে হবে। আমি নির্বাচন কমিশন, সিপি, ওসিকে চিঠি লিখছি।" এরপরই ঘটনাস্থলে আসেন মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিমও। তিনি এসে কাউন্সিলরের সঙ্গে কথা বলেন। কী ঘটেছিল, তা জানার চেষ্টা করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, "আমি কাউন্সিলর মহেশ শর্মা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানাই। তারাই প্রথমে ছুটে এসেছিলেন। পরে দমকল আসে। পাশের বাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার পুরসভার তরফ থেকে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।" তাপস রায়ের প্রসঙ্গে ফিরহাদ ববি হাকিম বলেন, "যখন কেউ নতুন নতুন নির্বাচনে দাঁড়ায়, তখন বেশি বলেন। তাপসদা ভয় পেয়ে ওদিকে গিয়েছে, ওরা যদি এবার রেগে যায়, উনি যাবেন কোথায়। আমরা আমাদের কাজ করব।"

বাংলায় বিজেপির দুই চোখ সিপিএম ও কংগ্রেস!

খড়গ্রামে মোদিকে চ্যালেঞ্জ মমতার

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গিপুর, ২৯ এপ্রিলঃ আয়নায় নিজের মুখ দেখুন তারপর বলুন তৃণমূল চোর। একশো দিনের কাজের টাকা তৃণমূল চুরি করেছে একটা প্রমাণ দিন। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কেন্দ্রের খড়গ্রামে দলের প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থনে হওয়া সভায় এই ভাষাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ফের নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, "ছাব্বিশ

হাজারের চাকরি খেয়ে উল্লাস করছে। সেখানে গদ্দার নেতা বলছে বোমা ফাটাবে"। নিজের টাকা বাঁচাতে সে (শুভেন্দু) বিজেপিতে গিয়েছে বলে এদিন ফের একবার দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রায় ২৬ হাজারজনের নিয়োগ বাতিল করেছে। এঁদের মধ্যে প্রায় ৫৩০০ জনের নিয়োগ অনিয়ম স্বীকার করে নিলেও এসএসসি এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি বলেও জানিয়েছে হাইকোর্টে। এদিন গত সোমবার ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "দু-একটা ভুল থাকলে শুধরে নেবো। তাই বলে সবার চাকরি খেয়ে নেবে?" তিনি এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "যেই সেখানে তদন্তে গিয়েছে, তাঁকে খুন করা হয়েছে।" তিনি নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে বলেন, "চোখ দেখে আতঙ্ক হচ্ছে, কখন না কামড়ে দেয়!" মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মুখে উঠে এসেছে এনআরসি ও সিএএর কথা। তিনি বলেছেন, গায়ের জোরে এনআরসি করতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা করতে দেননি। সিএএ করতে গিয়েছিল, তিনি বাধা দিয়েছে। এরপর বিজেপি তাদের ইস্তেহারে অভিন্ন দেওয়ানি আইনের প্রসঙ্গ রেখেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ফের একবার সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "রাজ্যে বিজেপির দুই চোখ। সিপিআইএম এবং কংগ্রেস।" তৃণমূলের পাকা আসনে জল ঢালতে মুর্শিদাবাদে মহঃ সেলিম এবং রায়গঞ্জে আলি ইমরান রামজকে প্রার্থী করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি সভায় আসা সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপি বিরোধী ভোট যাতে না ভাগ হয়, তার জন্য আবেদন করে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, "যদি বিজেপিকে হারাতে চান, একশো দিনের কাজ চান, বংলার বাড়ি চান, রাস্তাঘাট চান, তাহলে তৃণমূলকেই ভোট দিতে হবে।" তৃণমূলই বাংলাকে আগলে রাখবে বলে মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রশ্ন করেন, মা-বোনেরা কি সিপিআইএমের অত্যাচারে কথা ভুলে গিয়েছেন? সঙ্গে তিনি বলেন, সিপিএমের সময়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁকে আঘাত করা হয়েছিল। তারপরেও তিনি জিন্দা লাশের মতো বেঁচে রয়েছেন। কংগ্রেস-সিপিআইএম বারে বারে অভিযোগ করে, রাজ্যে বিজেপিকে ঢেকে নিয়ে এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার পাশাপাশি সেই মন্ত্রিসভাতেও ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অটলজি ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁকেও হারতে হয়েছিল।"

জোড়া নয়, একটিই সভা মঙ্গলে! বঙ্গে শাহি কর্মসূচি আংশিক বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে মঙ্গলবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামিকাল বাংলায় জোড়া সভা করার কথা ছিল নরেন্দ্র মোদির সেনাপতির। একটি সভা নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। দ্বিতীয়টি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। তবে সভার ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের শাহি কর্মসূচি আপাতত বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্য কারণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে কৃষ্ণ নগরের সভা বাতিল হলেও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে থাকবেন অমিত শাহ। উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে বিজেপি শিবির। দিল্লির প্রথম সারির তাবড় পদ্ম নেতারা সভা করছেন বাংলায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ আরও অনেকে। এমনকী বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও বাংলায় ভোটের ময়দানে প্রচারে নামছেন। আগামিকাল ফের এবার ভোটের প্রচারে বাংলায় আসছেন অমিত শাহ। সভা করবেন পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার রসুলপুরে। আপাতত কৃষ্ণনগরে শাহি কর্মসূচি বাতিল করা হলেও, অমৃতা রায়ের হয়ে ভোটের প্রচারে শীঘ্রই বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ৩ মে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে আসার কথা রয়েছে মোদির। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তেহট্টে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর আগামী ৭ মে আবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও আসার কথা রয়েছে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রচারে।

সন্দেশখালির জমি দখলের টাকা গেছে মন্ত্রীদের কাছেও! দাবি ইডির, জেল হেফাজতেই শাহজাহান

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ জেলেই থাকতে হবে শেখ শাহজাহানকে। সোমবার সন্দেশখালি মামলার মূল অভিযুক্তকে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি। আদালত তাঁকে ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে সন্দেশখালির অস্ত্রভাণ্ডার এবং জমি দখলের টাকার ইস্যুতে বিস্ফোরক দাবি করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্য, সন্দেশখালির জমি দখলের বেআইনি টাকা রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর কাছে গেছে! অন্তত ২-৩ জন মন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছে ইডি। এই বেআইনি টাকার একটা অংশ দিয়েই অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি হচ্ছিল বলে মনে করছে গোয়েন্দা সংস্থা। তাঁদের অনুমান, সন্দেশখালিতে উদ্ধার হওয়া বিপুল অস্ত্রের সঙ্গেও এই টাকার সংযোগ আছে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইডির অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। আদালতে তাঁরা এও দাবি করেছে, টেন্ডার নিয়ে বেনিয়ম করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ফেরি সহ বিভিন্ন সরকারি টেন্ডার অবৈধভাবে নিজের অনুগামীদের টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছেন তিনি। এই অভিযোগ করেই শাহজাহান সহ বাকি ধৃতদের জামিনের বিরোধিতা করেছে ইডি। সোমবার আদালতে শাহজাহান ছাড়াও তোলা হয়েছিল তাঁর ভাই আলমগির, অনুগামী দিদার বক্স মোল্লা এবং শিবপ্রসাদ হাজরাকে। প্রত্যেকের জন্যই ১৪ দিনের জেল হেফাজত চাওয়া হয়। এদিন অবশ্য জামিনের আবেদন করেননি সন্দেশখালির 'মুকুটহীন বাদশা'। গত শুক্রবার বাংলায় যখন ভোট চলছে সেই সময়ই সন্দেশখালিতে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ পাওয়া গেছে। আসলে সন্দেশখালিতে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের আত্মীয়ের বাড়ির মেঝে খুঁড়ে বিপুল অস্ত্রের হদিশ মেলে। তল্লাশি চালিয়ে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণ বোমা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। দেশি বিদেশি অস্ত্রের সঙ্গে শাহজাহানের একাধিক পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। সিবিআই-এনএসজির অভিযানে বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের পর ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে শাহজাহানের সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক অস্ত্রপাচার চক্রের যোগ ছিল? অন্যদিকে সন্দেশখালি মামলার শুনানি আপাতত মুলতুবি হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানি গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর জুলাই মাসে হবে। ফলে আপাতত খুব একটা স্বস্তি হল না রাজ্যের। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি শুনানি পিছনোর আবেদন জানান সোমবার। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে যা শুনানিতে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে বলে জানান। আপাতত দু' সপ্তাহ শুনানি পিছনোর আবেদন জানান তিনি। তবে সিংভির আবেদনের বিরোধিতা করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তাঁরা বলেন, সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন এই বিষয়কে কাজে লাগিয়ে হাইকোর্টে যেন মামলা প্রভাবিত করার চেষ্টা না হয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর জুলাই মাসে পরবর্তী শুনানি হবে। ফলে এখন সিবিআই তদন্তই চলবে।

তাপপ্রবাহের দহন জ্বালার মধ্যেও হতে পারে অতিভারী বৃষ্টি! বাংলাসহ কয়েকটি রাজ্যে সতর্কতা আবহাওয়া দফতরের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেশের বেশিরভাগ অংশ তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে। আবহাওয়া দফতর এব্যাপারে সতর্কতা জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এছাড়াও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি রয়েছে অনেক জায়গাতেই। তীব্র গরমের মধ্যেও বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ-হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঘূর্ণাবর্ত রূপে আফগানিস্তান ও সংলগ্ন এলাকার ওপরে অবস্থান করছে। এছাড়াও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান ও সংলগ্ন এলাকার ওপরে। এর ফলে ২৯-৩০ এপ্রিল বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ-গিলগিট-বালতিস্তান-মুজফফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে। এদিন শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের কোনও কোনও জায়গায়। এদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, জম্মু-কাশ্মী-লাদাখ-গিলগিট-বালতিস্তান-মুজফফরাবাদ, হিমাচল প্রদেশে। এদিন বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি, ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে পঞ্জাব-হরিয়ানা-চণ্ডীগড়ের কোথাও কোথাও। উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও এদিন বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩৫-৪৫ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। পঞ্জাবে বিচ্ছিন্নভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে এদিন। বিদর্ভের পূর্ব অংশ থেকে একটি অক্ষরেখা উত্তর কেরল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়াও আরও একটি অক্ষরেখা উত্তরপূর্ব ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষিণ ছত্তিশগড় পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে সোমবার পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়ের কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। আগামী চার থেকে পাঁচ দিন বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে কেরল ও মাহেতে। এদিনের পাশাপাশি মঙ্গলবারেও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানামে। উত্তর-পূর্ব অসমের ওপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এর প্রভাবে অসম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরায় ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেদে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। আগামী ১ ও ২ মে অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ২ মে নাগাদ। ২ মে নাগাদ অসম ও মেঘালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী রবিবার অর্থাৎ ৫ মে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্পের কারণে দক্ষিণবঙ্গের রাজ্যগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। যা চলতে পারে ছয় মে-তেও। তবে এব্যাপারে আবহাওয়া দফতরের তরফে নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের অনেক জায়গাতেই আগামী ৪৮ ঘণ্টা তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যা পয়লা মে পর্যন্ত চলতে পারে। এরপর দোসরা মে নাগাদ উল্লিখিত এলাকার কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহ থেকে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এছাড়াও রায়সীমার কিছু অংশ, ইন্টেরিয়র কর্নাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কোথাও কোথাও আগামী চার দিন, তেলেঙ্গানায় পয়লা মে-র মধ্যে এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশে ২৯-৩০ এপ্রিলের মধ্যে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

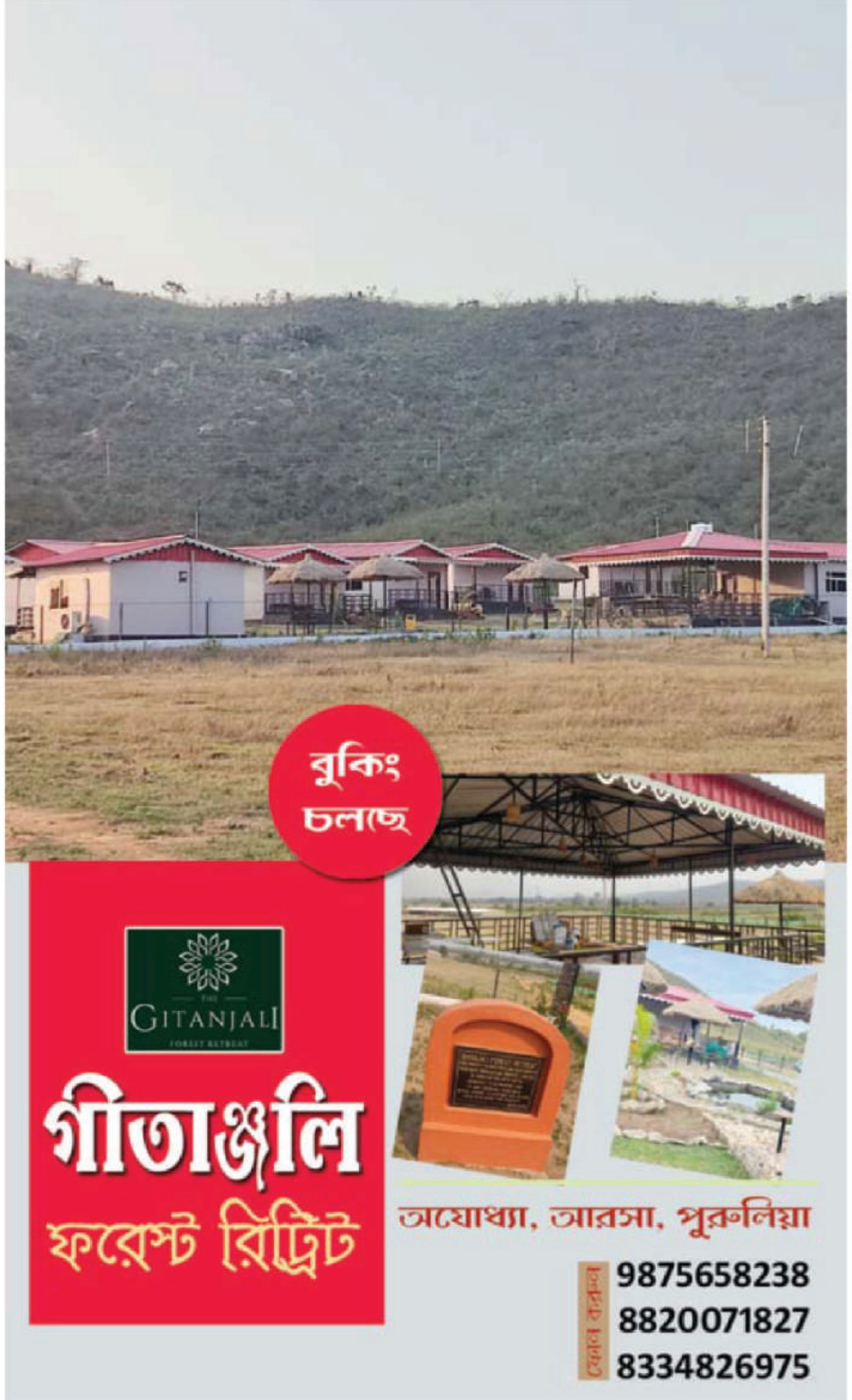

ভারতের নির্বাচনের প্রভাব বাংলাদেশের ওপরে পড়বে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রাজনৈতিক প্রভাবটাই বেশি চোখে পড়ছে। বিএনপি দলীয়ভাবে এ প্রচারে যোগ না দিলেও ফেসবুকে বিএনপির যত পেজ আছে সেগুলোতে ভারতীয় পণ্য বয়কট ও ভারতবিরোধী প্রচুর প্রচারণা চালাও হচ্ছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতাই রুহুল কবির রিজভী আহমেদ নিজের গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রচারে যোগ দিয়েছেন।ওবায়দুল কাদের তো বলেছেন যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচালিত ‘ আউট ক্যাম্পেইন’ সমীচীন নয়। আরও অনেক নেতা মন্তব্য করেছেন। মন্তব্য করতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, যে বিএনপি নেতারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন, তাদের স্ত্রীদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে এবং সেগুলো কেন পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সাড়ে তিন মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ভারতের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজের আগ্রহ অনেক। যদিও নির্বাচনে মোদির জয়লাভ নিশ্চিত জেনে সাধারণ মানুষের আগ্রহে কিছুটা হলে ভাটা পা।ছে, বাস্তবতা হলো-এরপরও মানুষ সেদিকে নজর রাখছে।ভারতে সংখ্যালঘু নিপীড়নের খবরে বাংলাদেশে উদ্বেগ বাড়ে এবং তার কিছু প্রতিফলনও দেখা যায় এ দেশে। ভারতের নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদি সরকার বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর করার জন্য সক্রিয় হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সেখানকার মুসলমানরা যে অবস্থায় নিপতিত হবেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা কীরকম পরিস্থিতিতে পড়বেন সেটাও বিবেচনার মধ্যে আসছে। উভয় দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজে বিষয়টি আলোচনায় থাকছে। সিএএ বাস্তবায়নের পর ‘ বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বাস্তবায়নেরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এই এনআরসি কার্যকর হলে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বহু মুসলিম ভারতের নাগরিকত্ব হারাতে পারেন, যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশ সীমান্তে। ভারতের এ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটি (সিএএ) অতি সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে করা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ওই তিন দেশের যেসব হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পারসিদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ভারতে চলে এসেছিলেন, তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ফলে স্বাভাবিক কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, ২০১৪ সালের পর থেকে যারা গত প্রায় সাড়ে ৯ বছরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের ফেরত আসতে হবে।২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে, তখন ভারতের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ঐতিহ্যগতভাবে মূলত কংগ্রেসের সঙ্গেই আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসার পর সেই সরকারেরও জোরালো সমর্থন পেয়েছে আওয়ামী লীগ। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় তখন বিএনপি ও জামায়াত সেই বিজয়কে উদযাপন করেছিল এটা ভেবে যে, আওয়ামী লীগের প্রতি বিজেপির সমর্থন এতটা নিরঙ্কুশ হবে না। কিন্তু গত দশ বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে।বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অনেক অমীমাংসিত ইস্যু রয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অভিন্ন নদীর জল বণ্টন। দুই দেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর জলবণ্টনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তিস্তাসহ আলোচনায় থাকা আটটি নদীর জল ভাগাভাগির ব্যাপারে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি। বেশি জলঘোলা হয়েছে তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে। চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতায় তা আর বাস্তবায়ন করা যায়নি।একটি বড় ইস্যু সীমান্ত হত্যা। বারবার আশ্বাস দিয়েও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা বন্ধ করছে না। এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসেও দুজনকে হত্যা করেছে বিএসএফ। বিএসএফ বাহিনী কেন এত হত্যা প্রিয় সেটা ভারত সরকারেরই বলা দরকার। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শান্তিতে রেখেও বাংলাদেশের নাগরিকরা ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারছে না।বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক সুবিধা নিচ্ছে ভারত। ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে আমাদের সরকার। ভারতকে সেই সুযোগ দেওয়া হলেও স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে নেপাল কিংবা ভুটানে পণ্য রপ্তানি করার জন্য এখনো অনুমতি পায়নি বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ মনেই করে যে, ‘ অনেক কিছু দেওয়া হলেও তার বিনিময়ে বাংলাদেশ ‘কোনও কিছু’ পায়নি ভারত থেকে। তাই এসব নানা সমীকরণে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভারতীয় লোকসভা নির্বাচন ব্যাপক আগ্রহের একটা বিষয়। নরেন্দ্র মোদি আবার আসেন বা অন্য কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে কি বাংলাদেশের বিষয়গুলো ভিন্নভাবে দেখা হবে। নানা কারণে ভারতের নির্বাচনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে এবং বাংলাদেশ ভারতের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে একটি কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, ইন্ডিয়া জোট বা বিজেপি বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোন অবস্থানগত পরিবর্তন হবে না। ইতোমধ্যে কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। আর বিজেপি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটাকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে সেটি প্রমাণিত। ফলে ভারতের নির্বাচনে জয় বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে না। তবে যদি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি নির্বাচনে পরাজিত হয়, যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিশেষ করে বিজেপির বিরুদ্ধে এখন যেমন বিএনপি এবং মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো একটা অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হয়তো সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে। কারণ কংগ্রেসের বাংলাদেশ নীতি বিজেপির চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। বিজেপি যেমন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। তারা আওয়ামী লীগের বাইরে কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। কংগ্রেসের বিষয়টি একটু ভিন্ন রকম। তারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।

সামাজিক ন্যায়বিচারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ ভি শ্রীনিবাস প্রসাদের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উসর্গ করেছিলেন তিনি। সোমবার ভোররাত ১.২৭ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরু একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ভি শ্রীনিবাস প্রসাদের। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ভি শ্রীনিবাস প্রসাদের প্রয়াণে শোকের আবহ কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানিয়েছেন, সমাজসেবার বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।

দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার দূরদৃষ্টি বিজেপিরই রয়েছেঃ নাড্ডা

কোথাগুডেম, ২৯ এপ্রিল ঃ ভারতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার দূরদৃষ্টি, মিশন ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিজেপিরই রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সরকার দিতে চাই আমরা। সোমবার তেলেঙ্গানার কোথাগুডেমে এক জনসভায় ভাষণ রাখেন জে পি নাড্ডা। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, এই গরম আবহাওয়ার মধ্যেও আমাদের সমর্থনে এখানে আসার জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাদের এই সংকেত আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, আপনারা আমাদের প্রার্থীকে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাড্ডা বলেছেন, একটি শক্তিশালী সরকার মানেই, যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পূরণ হওয়া! রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল প্রসঙ্গও এদিন তুলে ধরেন নাড্ডা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজী ২২ এপ্রিল ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১০ বৈশাখ, চান্দ্র ১৪ মধুসুধন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ৯ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২ বৈশাখ ১৯৪৬, মৈতে ১৪ শজিবু, আসাম ৯ বহাগ, মুসলিম ১৩-শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫১২০৯ এবং অস্ত বিকাল ০৫৫৭২৯। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪৪১৩৭(২২) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৪৩৪৫০(২২)। শুক্ল পক্ষ । তিথি চতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত নক্ষত্র হস্তা রাত্রি ০৭৪০০৪ দং ৩৬৯৩৫ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ গর দুপুর ঘ ০২৪৮৪২ দং ২১৩১১০ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত পরে বিষ্টি যোগ হর্ষণ অমৃতযোগ দিন ০৫১২১৪ থেকে - ০৬৫৪২৭ পর্যন্ত, তারপর ১০১৮২২ থেকে - ১২৫১২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৪২৩৩ থেকে - ০৮৫৭২৯ পর্যন্ত, তারপর ১১১২২৫ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ দিন ০৩২৪৩১ থেকে - ০৫০৬৩৩ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০২৩৩২৯ থেকে - ০৩২৪৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০১২৭২১ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০২৪৬১৫ থেকে - ০৪২১৫৫ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৬৪৭৫৪ থেকে - ০৮২৩৩৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১০১০৩৫ থেকে - ১১৩৪৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ০৮৫৪৪৭ (১) ৩ পদ, চন্দ্র ৫২৬৫৬৫ (১৪) ২ পদ, মঙ্গল ১০২৬৫৩৪১ (২৫) ৩ পদ, বুধ ১১১৮৪৬৩৬ (২৭) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২৮১৫২৬ (৩) ১ পদ, শুক্র ১১২৭৪৬২৮ (২৭) ৪ পদ, শনি ১০১৮৫৯১০ (২৪) ৪ পদ, রাহু ১১২২৫৯২৭ (২৭) ২ পদ, কেতু ৫২২৫৯২৭ (১৩) ৪ পদ বুধ বক্রি। লগ্ন মেষ রাশি সকাল ০৬২৪৪৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ০৮২৩১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১০৩৬২৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ১২৫২১২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি দুপুর ০৩০৩২৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৫১৩৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি বিকাল ০৭২৭৫৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ০৯৪৩৩৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি রাত্র ১১৪৮৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০১৩৫৫১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৩০৯১৫ পর্যন্ত।

রাঁচি থেকে হাওড়াগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন-আতঙ্ক

রাঁচি, ২৯ এপ্রিল ঃ রাঁচি থেকে হাওড়াগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন-আতঙ্ক! সোমবার সকালে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই বি-টু কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডের জনহা স্টেশনের কাছে এদিন সকাল ৬.২০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। যদিও রেলের দাবি, আগুন নয়, ব্রেকে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই ধোঁয়া বেরিয়েছিল। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

দেশ ও বিশ্বের সামনে কংগ্রেসের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ এপ্রিল ঃ সিএএ-র প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার যোগী বলেছেন, দেশ ও বিশ্বের সামনে কংগ্রেসের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনায়ও সরব হয়েছেন যোগী। সোমবার সকালে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, দেশ ও বিশ্বের সামনে কংগ্রেসের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) কোনও ব্যক্তি, কোনও জাতি অথবা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এটি মানবতার প্রতি ভারতের বার্তা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং তাঁরা উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আসে। সেই তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার পক্ষে। কংগ্রেসের এটা নিয়ে এতো এলার্জি কেন, যারা মানবতার শত্রু তাঁদের চাপে কেন থাকছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর

সমালোচনা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, যারা ভারতের ইতিহাস এবং ভূগোল জানেন না, তারা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করবেন। ভারতের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রযেছে এবং আমাদের ঋষি, মহারাজারা এবং প্রত্যেকেই সমাজের একটি অংশ। তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন...রাহুল জি কখনও মুঘলদের নৃশংসতার কথা মনে রাখেননি, যারা ভারতকে ইসলামীকরণের জন্য কোনও খামতি রাখেনি...এটা দুর্ভাগ্যজনক যে যারা নিজেদের দুর্ঘটনাবশত হিন্দু বলে তারা ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে না।

বঙাইগাঁওয়ে পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ এপ্রিল ঃ বঙাইগাঁওয়ে পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় জনৈক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার পরিচয় এ খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি। ঘটনা আজ সোমবার সকালে নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ২ নম্বর গেটের কাছে সংঘটিত হয়েছে।জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ঘটনাটি আজ সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। নিউ বঙাইগাঁও গ্রামের বুক চিরে ধাবিত রেল লাইনে সংঘটিত এ ঘটনায় স্থানীয়. এবং রেল কর্তৃপক্ষ হতবাক।এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেযে.রেল পুলিশের একটি দল দ্রুত অকুস্থলে ছুটে যায়। রেলওয়ে পুলিশের দল প্রাথমিক এনকুয়েস্ট শেষে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্তের জন্য বঙাইগাঁওয়ে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এছাড়া মহিলার মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

ফের কোটায় বছর কুড়ির এক পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

কোটা, ২৯ এপ্রিল ঃ ফের কোটায় বছর কুড়ির এক পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। রবিবার হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া না গেলেও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মঘাতীই হয়েছেন ওই ছাত্র। এই নিয়ে চলতি বছরে ৮ জন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল কোটায়। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট)-এর প্রস্তুতি নিতে বছরখানেক আগে রাজস্থানের কোটায় গিয়েছিলেন হরিয়ানার রোহতকের এক পড়ুয়া। কোটারই এক কোচিং সেংটারে নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। থাকতেন ওই কোচিং সেন্টারের আশপাশের এক হস্টেলে। কিন্তু পরীক্ষায় বসার আগেই নিজের জীবন শেষ করে দিলেন বছর ২০-র ওই ছাত্র। হস্টেলের ঘর থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজস্থানের কোটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা কোটায় গিয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ-এর চাপ সহ্য করতে পারেন না। চলতি বছরে কোটায় এই নিয়ে ৮ জন পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২৯।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত অসম বিধানসভার স্পিকারের কনভয়, আহত পুলিশ

বঙাইগাঁও (অসম), ২৯ এপ্রিল ঃ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে অসম বিধানসভার স্পিকার বিশ্বজি দৈমারির কনভয়। দুর্‌ঘটনায় এসকর্টের জনৈক পুলিশ অফিসার আহত হয়েছেন। ঘটনা আজ সোমবার বঙাইগাঁওয়ের রাখালডুবি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজি দৈমারি কোকরাঝাড় থেকে বাকসা জেলার শালবাড়ি যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শালবাড়ি যাওয়ার পথে রাখালডুবি এলাকায় এসকোর্টের ২৫ টি ৯৪৮৫ নম্বরের মাহিন্দ্র স্করপিওর সঙ্গে এএস ০১ এলসি ৯১৫৬ নম্বরের একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে স্করপিওর আরোহী আসাম পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই) হেমন্ত গোস্বামী আহত হয়েছেন। এছাড়া গাড়ির চালক সহ অন্য আরোহীরা অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহত এএসআই গোস্বামীর মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাশিফল

মেষ-গুরুজনের শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

বৃষ-আজ শুরুটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে।

মিথুন-সাফল্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে।

কর্কট- শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে।

সিংহ-কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কন্যা-সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চলতে হবে।

তুলা-কিছু সমস্যা নিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা হারাবেন না।

বৃশ্চিক- অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

ধনু-আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।

মকর-শুভানুধ্যাযীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন।

কুম্ভ-শুরুটা কিছু সমস্যা দিয়েই কাটবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটু বেশি দৌড়াতে হতে পারে।

মীন-কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং কোনও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝে সই করবেন না।

কাশ্মীরের গুরেজ উপত্যকায় নতুন করে তুষারপাত, জনজীবন বিপর্যস্ত

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল ঃ নতুন করে আবারও তুষারপাতের সাক্ষী হল জম্মু ও কাশ্মীরের গুরেজ উপত্যকা। সোমবার উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজ উপত্যকায় ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে, পাহাড়, রাস্তাঘাট বরফের চাদরে ঢাকা প।ড়েছে। একইসঙ্গে শ্রীনগর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলভূমিতে বৃষ্টিও হয়েছে। বৃষ্টি ও তুষারপাতের সৌজন্যে কাশ্মীর উপত্যকায় পারদের পতন হয়েছে বেশ কিছুটা। অসময়ের তুষারপাত স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছে। কাশ্মীর উপত্যকায় এক ফুটেরও বেশি তুষারপাত হয়েছে, যার ফলে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

ফের অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রাচ্য, গুলি করে মার্কিন ড্রোন ধ্বংস হাউথিদের

২৯ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যে আবারও যুদ্ধের মেঘ দেখা গেল। গ রবিবার মার্কিন রিপার ড্রোন গুলি করে নামাল ইয়েমেনের হাউথি জঙ্গিরা। সেই সঙ্গে মিসাইল হামলা করল ব্রিটেনের তেলবাহী জাহাজেও। এই নিয়ে তৃতীয়বার মার্কিন ড্রোন গুলি করে নামাল হাউথিরা। গত অক্টোবরে হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বারবার পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের জঙ্গি গোষ্ঠীটি। গত শনিবারও ভারতগামী তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল হামলা চালিয়েছে হাউথিরা। পরের দিন আবারও ব্রিটিশ সংস্থার মালিকানাধীন জাহাজ লক্ষ্য করে আক্রমণ শানায় তারা। জানা গিয়েছে, হাউথিদের জো।। মিসাইল আছড়ে পড়ে তেলবাহী জাহাজটিতে। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাহাজটি আপাতত নিজের গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই মার্কিন ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে বলে দাবি করে হাউথি। রবিবার হাউথি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, মার্কিন সেনার

ব্যবহৃত এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে। ইয়েমেনের আকাশসীমায় ওই ড্রোন ঢুকে প।ছিল বলেই দাবি হাউথি সেনা মুখপাত্রের। তবে এই বিষয়ে আমেরিকা এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কিন্তু মার্কিন সংবাদমাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ড্রোনটির ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকার অন্দরে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও খবর।

উল্লেখ্য, এই নিয়ে তৃতীয়বার আমেরিকার ড্রোন গুলি করে নামাল হাউথিরা। গত নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি মাসেও হাউথির গুলিতে ভেঙে পড়েছিল মার্কিন ড্রোন। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হাউথিরা। যার হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন, সমুদ্রের গভীর থেকেও হামলাকারীদের খুঁজে বের করবে ভারত। তার পর থেকে ভারতগামী জাহাজে আক্রমণ শানিয়েছে হাউথিরা। ফলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিলে এবার ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে একজোট হতে পারে নয়াদিল্লি।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রযেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৯৭ ডলার বা ১.০৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৮.৫৩ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৮২ ডলার বা ০.৯৮ শতাংশ কমে ৮৩.০৯ ডলারে লেনদেন করছে।

শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বিমানবন্দরের দায়িত্ব ভারত ও রাশিয়ার

২৯ এপ্রিল ঃ বিশ্বের ‘সবচেয়ে ফাঁকা বিমানবন্দর’ হিসেবেই পরিচিত হাম্বানটোটা। উচ্চ সুদে চিনের থেকে ঋণ নিয়ে যে বিমানবন্দর নির্মাণ করেছিল শ্রীলঙ্কা প্রশাসন। কেবল ভারত নয়, রাশিয়াও নিচ্ছে এই বিমানবন্দরের দায়িত্ব। দুই দেশের সংস্থাকেই এবার এই বিমানবন্দর লিজ হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৩ সালে উদ্বোধন হওয়া এই বিমানবন্দরের নির্মাণ খরচের সিংহভাগই দিয়েছে চিন। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের নামে নামাঙ্কিত বন্দরটি তৈরি করতে খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬ হাজার কোটি টাকাই দিয়েছিল চিনের এক ব্যাঙ্ক। চড়া সুদে ওই অর্থের জোগান দিয়েছিল তারা। কিন্তু সেই ঋণ শোধ করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে ঋণে জর্জরিত দেশটি। ২০১৬ সাল থেকেই এই বন্দরের দেখভালের জন্য বাণিজ্যিক সঙ্গী খুঁজছিল শ্রীলঙ্কা। এদিকে উদ্বোধনের পর থেকেই আর্থিক লাভের মুখ দেখেনি এই বিমানবন্দর। এহেন পরিস্থিতিতে এবার বিমানবন্দটির দায়িত্ব পেল ভারত ও রাশিয়ার দুই সংস্থা। ভারতীয় সংস্থাটির নাম শৌর্য অ্যারোনটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড। রুশ সংস্থাটির নাম এয়ারপোর্টস অফ রিজিয়নস ম্যানেজমেন্ট। দুই সংস্থার সঙ্গে ৩০ বছরের চুক্তি হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। তবে ঠিক কত টাকার চুক্তি হয়েছে,তা এখনও জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, এই চুক্তির অর্থের সাহায্যেই চিনের ঋণ শোধ করার দিকে এগোবে শ্রীলঙ্কা। দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষতির মুখে পড়ে রয়েছে হাম্বানটোটা বিমানবন্দর। প্রথমদিকে অবশ্য ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিমান ওঠানামা করত। যদিও সংখ্যায় সেগুলো কমই ছিল। কিন্তু অচিরেই সেই সংখ্যা কার্যত শূন্য হয়ে পড়ায় বিমানবন্দরটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। আর তাতেই জোটে সবচেয়ে ফাঁকা বিমানবন্দর’ তকমা। এখন দেখার, ভারত ও রাশিয়ার সংস্থার তত্ত্বাবধানে ‘ ফেরে কিনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির।

এয়ারটেল তার গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে

এয়ারটেল তার গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছেনিরবিচ্ছিন্ন সংযোগের জন্য অতিরিক্ত সাইট স্থাপন করে ১৭৬৫টি গ্রাম জুড়ে এর নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করে উত্তর ২৪ পরগনা ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী, ভারতী এয়ারটেল আজ ঘোষণা করেছে যে এটি তার নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অতিরিক্ত সাইট স্থাপন করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ প্রকল্পটি ১৭৬৫টি গ্রাম জুড়ে ৪৮.৩ লক্ষ গ্রামীণ জনসংখ্যাকে পরিষেবা প্রদান করে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত হাবড়া - ১, বনগাঁ, গাইঘাটা, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, বসিরহাট - ১ এবং স্বরূপনগর-এর তহসিলের গ্রাহকরা সরাসরি এই নেটওয়ার্ক বর্ধনের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। সম্প্রসারণ উচ্চ-গতির সংযোগে বিরামহীন পরিষেবা সক্ষম করবে যা উত্তর ২৪ পরগনার গ্রামীণ এলাকায় কাজ, অধ্যয়ন এবং বিনোদনের জন্য নির্ভরযোগ্য মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করবে। শুধু এই বছরেই, এয়ারটেল রাজ্যের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি দ্বিগুণ করেছে এবং ৪জি, ৫জি, ব্রডব্যান্ড এবং ফাইবার-এ নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য নেটওয়ার্ক সংযোগ বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করেছে। রাজ্যের গ্রামীণ গ্রামে কভারেজ প্রসারিত করতে এবং গ্রাহকদের উচ্চ-গতির সংযোগের শক্তি উপভোগ করাতে, গ্রামীণ বর্ধন প্রকল্প আলিপুরদুয়ার,

বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, হাওরা, হুগলি, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুর সহ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রয়েছে।এয়ারটেল এই গ্রামীণ বর্ধিতকরণ প্রকল্পটি জাতীয়ভাবে চালাচ্ছে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের ৬০,০০০ গ্রাম জুড়ে নেটওয়ার্ক সংযোগ বাড়াবে। পশ্চিমবঙ্গ কোম্পানির জন্য একটি বড় লক্ষ্য বাজার এবং এই উদ্যোগের সাথে, কোম্পানি ইতিমধ্যেই সমগ্র রাজ্য জুড়ে ৩৭,৬৬১ টি গ্রামে তার নেটওয়ার্ক কভারেজ বাড়িয়েছে।নেটওয়ার্ক ক্ষমতা বাড়ানো এবং গ্রামীণ ও সংযোগহীন এলাকায় আরও গভীরে পরিষেবা নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। এয়ারটেল অতিরিক্ত ক্ষমতা স্থাপন করে রাজ্যে তার ফাইবারের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। নতুন ফাইবার ক্ষমতা যুক্ত করা এই অঞ্চলে উচ্চ-গতির ডেটা পরিষেবাগুলির চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই অঞ্চলে এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক ছাতা এখন মহাসড়ক, পর্যটন গন্তব্য এবং বাণিজ্য কেন্দ্র সহ সমস্ত প্রধান শহুরে, আধা-শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকাগুলিকে কভার করে।

মৈপীঠ নগেনাবাদে সুন্দরবনের মানুষদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা তুলে দিলো সুন্দরবন প্রেস ক্লাব

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ২৯ এপ্রিল ঃ নানা ঘাত প্রতিঘাতকে সামনে রেখে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের মানুষেরা বিকল্প কর্মসংস্থান না পেয়ে জঙ্গলে মধু সংগ্রহ,মাছ ধরা,মীন শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আর এই কাজে প্রায় দিন বাঘের মুখে পড়ে তাদের প্রাণ ও চলে যাচ্ছে।এক পরিসংখ্যানে দেখা গেল, গত জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে চারজনের মৃত্যু ও দুজন আহত হয়েছে। আর এই সব গরীব মানুষের সারাদিন নদীতে থেকে, জঙ্গলে ঘুরে বিভিন্ন ধরনের রোগের কবলে পড়ছে। কান কম শোনা,চর্ম রোগ, মেয়েলি জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। আর তাদের পাশে এবার এগিয়ে এলো সুন্দরবনের সাংবাদিক সংগঠন সুন্দরবন প্রেস ক্লাব। মূলত কোনো সাংবাদিক সংগঠনের উদ্যোগে গ্রাউন্ড জিরো পয়েন্টের মানুষের চিকিৎসায় এগিয়ে এলো তাঁরা। সুন্দরবন প্রেস ক্লাব মাত্র দেড় বছর বয়সে রক্তদান শিবির, সাংবাদিক কর্মশালার মত একাধিক কর্মসূচি পালন করে এবার তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ নগেনাবাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কোলে রবিবার সারাদিন ধরে বিনাব্যয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করলো। এদিন সুন্দরবন প্রেস ক্লাব ও গান্ধী গ্লোবাল ফ্যামেলির যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের পরিচালনায়

মৈপীঠ নগেনাবাদের সুনীল মন্ডলের বাড়িতে একটি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কলকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এসে এদিন গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনীয় ওষুধ তুলে দেন। কানের সমস্যা জনিত রোগের চিকিৎসা, স্ত্রীরোগের চিকিৎসা ও সাধারণ রোগের চিকিৎসা পরিষেবা তুলে দেওয়া হয় এদিন।এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রনীল বর্গী, জসমিত সিং অরোরা, বিবেক ভৌমিক, গান্ধী গ্লোবাল ফ্যামেলির পক্ষে এই রাজ্যের ইনচার্জ সৌম্য শেখর বসু, তিয়াসা বসু, সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক অপূর্ব চক্রবর্তী, সদস্য শংকর নাথ হালদার, লাবনী নস্কর সহ আরো অনেকে।প্রখর দাবদহকে উপেক্ষা করে এই শিবিরে রোগীদের আগমন ছিলো চোখে পড়ার মতন। এদিন সাধারণ ও গাইনো বিভাগে ১৩৬ জন রোগীর ও কানের বিভাগে ৬০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন চিকিৎসকেরা। এছাড়া বিনাব্যয়ে একটি কিশোর সহ ৩০ জনের কানের সমস্যার মেশিন তুলে দেওয়া হয়। আর এই ধরনের উদ্যোগে পুরোপুরি সহায়তা করেন গাঙ্গেয় সুন্দরবন বার্তা, টাইমস বাংলা ও সুনীল মন্ডলের পরিবার। আর তাদের গ্রামে এই ধরনের একটি স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নিয়ে খুশি গ্রামের মানুষজন। আর সন্দরবন প্রেস ক্লাবের পরিচালনায় এই ধরনের শিবিরে এসে আনন্দিত গান্ধী গ্লোবাল ফ্যামেলির এ রাজ্যের ইনচার্জ সৌম্য শেখর বসু। তিনি বলেন,সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আগামী দিনে আবার তাঁরা সুন্দরবনে এসে এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে সুন্দরবনের মানুষের পরিষেবা দেবেন। সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সু ন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় এই শিবির তাঁরা নিয়মিত করতে চায় সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে।

বড়বাজারে প্লাস্টিকের গুদামে আগুন দমকলের চেষ্টায় আয়ত্তে, ঘটনাস্থলে মন্ত্রী সুজিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ কলকাতার বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি প্লাস্টিকের গুদামে। সোমবার ভোররাতে বড়বাজারের নাখোদা মসজিদের কাছে অবস্থিত ওই গুদামে আচমকাই আগুন লাগে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিঃদারা বেরিয়ে আসেন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং পুলিশকে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। একে একে দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়াতে পরে আরও কয়েকটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর যোগ দেয়। গুদামে দাহ্য পদার্থ এবং প্লাস্টিকের সামগ্রী থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গুদামে রাসয়নিক পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। গুদামের পাশের

একটি বহুতলেও সেই আগুন ছড়ায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলর এবং দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। মন্ত্রী সুজিত বলেন, ‘ কর্মীদের ঘণ্টা দু’য়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কী ভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখতে হবে। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

ভোট দানের হার বাড়াতে উদ্যোগী হচ্ছে নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি রাজ্যের শহর এলাকাতেও যাতে ভোট দানের হার বাড়ে সেজন্য নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হচ্ছে। বিশেষ করে শহুরে ভোটারদের সচেতন করতে কমিশনের তরফে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে একটি বিশেষ ট্রাম আজ রাস্তায় নামল। কলকাতা উত্তর জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের উদ্যোগে ওই ট্রামটি আগামী কাল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এসপ্লানেড থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে । আজ ধর্মতলার ট্রাম ডিপো থেকে ওই ট্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের হারে সার্বিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চলতি লোকসভা নির্বচনের প্রথম দফাতেও ভোটদানের নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এরাজ্য। আগামী দফার ভোটগুলিতেও যাতে এই প্রবণতা অক্ষুন্ন থাকে। তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল বলেন, নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দেওয়ার কাজেরই একটি অংশ ভোটের সময় সাধারণ ভোটারদের সুরক্ষা দেওয়া। ভোটগ্রহণের দিন কলকাতার সাধারণ নাগরিক যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিজিত ধর, কলকাতা উত্তরের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শুভাঞ্জন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যবাসীকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুত পরিষেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যুত বন্টন নিগমকে নির্দেশ

দরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ প্রবল দাবদাহে বিদ্যুতের চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যবাসীকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুত পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুত বন্টন নিগমকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিদ্যুমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুত বন্টন নিগমের আধিকারিক, বিদ্যুত সচিব ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। সেখানে কোথাও বিদ্যুত পরিষেবা বিঘ্নিত হলে আপদকালীন পরিস্থিতিতে সিইএসসি কে তাদের হাতে থাকা একশোটি ও নিগমের হাতে থাকা সা।: চারশোটি জেনারেটর চালিয়ে পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দ্রুততার সঙ্গে ফল্ট সারানোর কথা বলা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বাম-কং জোটের দুই প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এদিন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আজহার মল্লিক তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেন। সোমবার হাওড়ার জেলাশাসকের অফিসে দুই প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন সকাল দশটায় কদমতলা বাস স্ট্যান্ড, শিবপুর ট্রাম ডিপো এবং উত্তর হাওড়ার পিলখানায় জমায়েতের পর বাম কর্মী সমর্থকদের তিনটি মিছিল আসে হাওড়া ময়দান ফ্লাইওভার চত্বরে। উলুবেড়িয়ার কংগ্রেস প্রার্থীর অনুগামীরাও সেখানে এসে পৌঁছান। এরপর সেখান থেকে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং আজহার মল্লিক যৌথ মিছিল করে বাম-কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে জেলাশাসকের কার্য্যালয় চত্বরে আসেন। এরপর দুই প্রার্থী তাঁদের

মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়। এটা দলের বিরুদ্ধে দলের লড়াই। আমরা রাজনৈতিকভাবে লড়ব। এই লড়াই বিজেপিকে পরাস্ত করার লড়াই। এর সঙ্গে তৃণমূলকেও পরাস্ত করার লড়াই। সমস্ত বিরোধী ভোটকে এক জায়গায় আনতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে হবে। সংবিধান বাঁচাতে হবে। হাওড়াবাসীরা পুরনো দিনে থাকতে চাইছেন না। এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। নির্বাচন লড়ছি ভবিষ্যতের জন্য। পেছনে গিয়ে তাকানোর জন্য না।

সন্দেশখালি মামলার শুনানি মুলতুবি রাখল সুপ্রিম কোর্ট, জুলাই পর্যন্ত পিছলো শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ সন্দেশখালিতে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলার শুনানি মুলতুবি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। জুলাই পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার মামলার শুনানি চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির সওয়াল ছিল, এই মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি রাজ্যের হাতে এসেছে। মামলাটি ২-৩ সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রাখার আবেদনও জানান তিনি। এর পর বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ রয়েছে। মহিলাদের উপর নির্যাতন, জমি কেড়ে নেওয়ার মতো অভিযোগও রয়েছে। শীর্ষ আদালত এ-ও জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত করা যাবে না।

আগামী জুলাই মাসে এই মামলার শুনানি হবে বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের পাশাপাশি শীর্ষ আদালতে ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন রাজ্য পুলিশের আইজি, জেলা পুলিশ সুপার। মামলা করেছে স্থানীয় থানাও।

পকসো মামলায় জোড়া রায়দান হাওড়া আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ পকসো মামলায় জোড়া রায়দান হলো হাওড়া আদালতে। একটি মামলায় মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বাবার, রায় দেন হাওড়া জেলা আদালতের পকসো কোর্টের স্পেশাল বিচারক। অপরদিকে, অন্য একটি পকসো মামলায় এদিন সাজা হয় এক যুবকের।আদালত সূত্রের খবর, নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা হলো বাবার। সোমবার হাওড়া জেলা দেওয়ানী, ফৌজদারী ও দায়রা আদালতের পকসো কোর্টের স্পেশাল বিচারক এই রায় দেন। দোষী চন্ডীদাসকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ছাড়াও কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও দু’বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপাশি নির্যাতিতা মেয়েটিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ লাখ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। এই মামলায় আসামীকে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন গৌতম দে ও রঞ্জন নায়েক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার লিলুয়া এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে ১৫ বছরের ছোট মেয়ের সঙ্গে থাকতেন চন্ডী দাস। তার স্ত্রী নেই। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ২০১৮ সালের ২১জানুয়ারি। ঐদিন বাড়িওলার স্ত্রী ঘরে মেয়েটি গোঙানির আওয়াজ শুনতে পান। পরে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে আসল সত্যি জানতে পারেন। নাবালিকা মেয়েটি জানায় তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে তাকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনা জানার পর ওই মহিলা মেয়েটির বাবার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ২৩ জানুয়ারি অভিযুক্ত চন্ডীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর শুরু হয় বিচার পর্ব। এই মামলায় মোট ৭ জন সাক্ষ্য দেন। তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। সোমবার সেই মামলার রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক।অন্যদিকে, হাওড়া জেলা দেওয়ানী ফৌজদারী ও দায়রা আদালতে অন্য একটি পকসো মামলায় এদিন সাজা হলো সুব্রত দাস নামের এক যুবকের। এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার দায়ে সোমবার ওই যুবকের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় এক মাসে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন আদালতের পকসো কোর্টের স্পেশাল বিচারক সৌরভ ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি নির্যাতিতা নাবালিকাকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। এই মামলায় সরকারি পক্ষে ছিলেন মুখ্য সহকারী আইনজীবী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ৯ আগস্ট। ঐদিন দুপুর প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহের মনসাতলায় যাচ্ছিল ওই নাবালিকা। বৃষ্টির জন্য একটি গাছতলায় ছিল সে। সেখানে সুব্রত এলে চলে যাচ্ছিল ঐ নাবালিকা। তখন সে মেয়েটিকে বাধা দেয়। বাধা দিলে সে পড়ে যায়। তখন সুব্রত ওই নাবালিকাকে মারধর করে এবং পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সেই সময় ওই নাবালিকার চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন এবং অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। এই ঘটনার পর ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। এরপর চলে বিচার পর্ব। এই মামলায় তাকে পকসো কেসের ৮ নম্বর ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষ্য দান করেন। প্রায় দশ বছর ধরে চলা এই মামলার ঘোষণা হয় সোমবার।

ভোররাত থেকে চলছে ধান কাটা সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৯ এপ্রিল ঃ বৈশাখের তীব্র দাবদহে পু।ছে বাংলা।পিছিয়ে নেই সুন্দরবন ও। আর সু ঃদরবনে এই সময় চলছে ধান কাটার মরশুম।আর এই তীব্র দাবদহে ধান কাটতে পারছে না কৃষকেরা। এই গরমের ফলে বিপাকে পড়েছেন সুন্দরবনের চাষীকূল। প্রচন্ড গরম থাকায় হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা সেই ভয়ে ধানকাটতে পারছেন না কৃষকরা। তাই তারা বাধ্য হয়ে ভোরের বেলা এবং বিকালকেই বেছে নিয়েছে। চিকিৎসকদের মতে এই গ্রীষ্মের দাবদাহ তে যদি এই কাঠফাটা রোদে কৃষকরা তাদের জমিতে ধান কাটে তাহলে হিট স্ট্রোকের প্রবল সম্ভাবনা। এই ধরনের বিপদ এড়াতেই সময়ের পরিবর্তন এনেছে তাঁরা। মূলত চাষের জমিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই বোরো ধানের চাষ অনেকটাই ভালো হয়েছে এবারে। তবে বিপত্তির একটা কারণ যে ধান পাকার পরেও অনেকেই ধান কাটার কাজে আসতে চাইছে না এই গরমের জন্য। তাই বাধ্য হয়ে কৃষকেরা রাতে তাদের সময়ের পরিবর্তন এনেছে।এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা.ূজে এন হালদার বলেন, এই গরমে কৃষকরা যদি সঠিক সময়ে জমিতে ধান কাটার কাজ করে তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকতে পারে। তবে সময়ের পরিবর্তন আনলেও প্রত্যেক কৃষকদের ধান কাটার সময়ে সঙ্গে রাখতে হবে পানীয় জল এবং বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর যেকোনো এক জায়গায় ছায়ায় বিশ্রাম নিতে হবে।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে আগুন, ব্যাহত শিয়ালদহ শাখার ট্রেন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ সোমবার বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ড। তার জেরে ব্যাহত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল। জানা গেছে, এদিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বালিগঞ্জ স্টেশন এবং ঢাকুরিয়া স্টেশনের মাঝের একটি ঝোপে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু’টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পূর্ব রেলের তরফে জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে শিয়ালদহ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। দুপুর ১২টা নাগাদ ট্রেন পরিষেবা সচল হয় বলে খবর।

মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে দেবাশিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপির বীরভূম লোকসভা কেঃেদ্রর প্রার্থী দেবাশিস ধর। মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এই প্রাক্তন আইপিএস। সোমবার মামলাটি নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এদিনই দ্রুত শুনানির আবেদন করেছেন দেবাশিসের আইনজীবী। সব পক্ষকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে শতাব্দী রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের নাম ঘোষণা করে চমক দিয়েছিল বিজেপি। লাগাতার ভোট প্রচারও করতে থাকেন তিনি। তবে এরইমধ্যে গত ২৫ এপ্রিল দেখা যায় বীরভূম জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন দেবতনু ভট্টাচার্য নামে আরেক বিজেপি নেতা। তখনই জল্পনা শুরু হয়, তবে কি দেবাশিসের মনোনয়ন বাতিল হতে চলেছে। ঠিক তার পরদিনই প্রাক্তন আইপিএসের মনোনয়ন বাতিলের কথা সামনে আসে। কমিশনের তরফে জানানো হয়, ‘ ডিউ সার্টিফিকেট’ না দেওয়ায় দেবাশিসের প্রার্থী পদ বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে গত ২৬ এপ্রিল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন এই পুলিশ কর্তা।কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এই মামলাটি গ্রহণ করেনি। এরপরই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি।

রচনা ব্যানার্জি ও মিতালী বাগ আজ মনোনয়নপত্র পেশ করলেন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ২ এপ্রিল ঃ চুঁচুড়া খাদিনা মোড় থেকে এক বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য এর দপ্তরে গিয়ে আজ মনোনয়ন জমা দিলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি। তার সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার, তপন দাশগুপ্ত, বেচারাম মান্না ও অসীমা পাত্র। অন্যদিকে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালী বাগ হুগলি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তার সঙ্গে ছিলেন হুগলি সংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং তারকেশ্বরের বিধাযক় রামেন্দু সিংহ রায় সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ববৃন্দ।। মিতালী বাগ আজ তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিতালী বাগ জানান এই কেন্দ্র থেকে আমি প্রায় লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করব।

উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে জামাকাপড়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে একটি জামাকাপড়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো। সোমবার দুপুরে ওই দোকানের এসি মেশিনে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে অনুমান। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কাপড়ের দোকানে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। তারফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কাপড়ের দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

লোকসভা নির্বাচনে কে মাথায় রেখে এক অভিনব প্রচার শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কলকাতার প্রাচীনতম জান ট্রাম এর মধ্যে দিয়ে। আজ উদ্বোধন করেন নির্বাচন কমিশনার ডঃ আরিজ আবতাব ও পুলিশ কমিশনার ভিনিত কুমার গোয়াল উপস্থিতিতে ধর্মতলার ট্রাম ডিপোতে । ছবি সুবল সাহা

হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে কলকাতার প্রধান গন্তব্য, ক্রিস্টাল স্কুল অফ্ এক্সসেলেন্স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ ক্রিস্টাল স্কুল অফ এক্সসেলেন্স (কেএসই) হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ক্যারিয়ার চাইছেন তাদের জন্য প্রধান গন্তব্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ-স্তরের শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য কলকাতায় বিখ্যাত, কেএসই বিভিন্ন আগ্রহ এবং কর্মজীবনের লক্ষ্যগুলির জন্য বিস্তৃত কোর্স অফার করে। ব্যবহারিক দক্ষতা এবং শিল্প অংশীদারিত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কেএসই নিশ্চিত করে যে প্রতিটি শিক্ষার্থী আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনার গতিশীল বিশ্বে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে সজ্জিত। একটি প্রশস্ত প্রশিক্ষণ রান্নাঘর, ভাল মজুদকৃত লাইব্রেরি এবং ফ্রন্ট অফিস ল্যাব সহ অত্যাধুনিক সুবিধাগুলি একটি নিবিড় শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করে। কেএসই-তে, ITC, Marriott , Taj-এর মতো বিখ্যাত হোটেল ব্র্যান্ডের সাথে একচেটিয়া প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়। উপরন্তু, সমৃদ্ধ করা ফিল্ড ট্রিপ এবং ভ্রমণ অমূল্য শিল্প অভিজ্ঞতা প্রদান করে, শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে

আরও বাড়িয়ে তোলে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি সহ, কেএসই ভারতে এবং বিদেশে উভয়ের স্নাতকদের জন্য ১০০ শতাংশ চাকরির স্থান নির্ধারণের হার নিয়ে গর্ব করে। গ্র্যাজুয়েটেরা সেন্ট রেজিস মরিশাস, রিটজ কার্লটন আবুধাবি এবং ডব্লিউ হোটেল আটলান্টার মতো প্রতিষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সহ বিশ্বব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানগুলি সুরক্ষিত করে। ভর্তি এখন উন্মুক্ত এবং কোর্সগুলি জুলাই ২০২৪ এর শেষ সপ্তাহে শুরু হবে। বিশেষ অফার-প্রথম ৫০টি আসনের জন্য ১০ আর্লি বার্ড স্কলারশিপ পানভর্তির মানদণ্ডঃ ডিপ্লোমা কোর্স-ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা-১০ শ্রেণী ডিগ্রি, প্রোগ্রামঃ ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা-বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজি সহ ১২ শ্রেণীভর্তি প্রক্রিয়াঃ আবেদনটি পূরণ করতে হবে এবং নিম্নলিখিত লিঙ্কে জমা দিতে হবে https:admissions.krystaledu.inap-plication-form ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পর ভর্তি বিভাগ থেকে একটি নির্বাচন কল করা হবে, শেষ তারিখ-সীমিত আসন উপলব্ধ, আসন পূরণ হলে আবেদন বন্ধ হয়ে যাবে কোর্সগুলো হল ১. হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে স্নাতক কোর্স (মেয়াদকাল ৩ বছর এবং ৪ বছরের কোর্স) ২. রন্ধনশিল্পে ডিপ্লোমা (সময়কাল ১ বছর ৬ মাস ইন্টার্নশিপ) ৩. বেকারি, কনফেকশনারি এবং প্যাটিসারিতে ডিপ্লোমা (সময়কাল ৯ মাস ৩ মাস ইন্টার্নশিপ) ৪. রন্ধনশিল্প এবং প্যাটিসারিতে দ্বৈত ডিপ্লোমা (সময়কাল ১ বছর ৬ মাস ইন্টার্নশিপ) ৫. হসপিটালিটি এবং হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা (সময়কাল ১ বছর ৩ মাস ইন্টার্নশিপ)

ভাগলপুর-দাহোদ গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ ভাগলপুর-দাহোদ সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর মাধ্যমে ১৪০০টি বার্থ তৈরি হয়েছে। রেল যাত্রীদের আরাম এবং সুবিধার অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে গ্রীষ্মের মরসুমের মতো বর্ধিত চাহিদার সময়ে। সক্রিয়ভাবে যাত্রীদের চাহিদা মোকাবেলা করার মাধ্যমে এবং এই বিশেষ ট্রেনটি চালু করার মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ে মানসম্পন্ন পরিবহন পরিষেবা প্রদান এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি ইতিবাচক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য তার উৎসর্গ পুনঃ নিশ্চিত করে। গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্তের লক্ষ্য যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমানো এবং মসৃণ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করা। অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ের লক্ষ্য হল যাত্রীদের পর্যাপ্ত পরিবহণ সুবিধার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা, যার ফলে তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা। ০৯০৬৮ ভাগলপুর - দাহোদ সামার স্পেশাল ভাগলপুর ছাড়বে ১৭,০০ টায়। ০১.০৫.২০২৪ তারিখে (০১ ট্রিপ) দাহোদ পৌঁছাতে ০২,৩০ টায়। ৩য় দিনে। ট্রেনটি সুলতানগঞ্জ এবং জামালপুর স্টেশনে পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে থামবে। ট্রেনে সাধারণ স্লিপার ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে।০৯০৬৮ ভাগলপুর - দাহোদ সামার স্পেশালের বুকিং PRS এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপলব্ধ।

কিশনগঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল ঃ বিহারের পূর্ণিয়ার সদর থানার পুলিশ গোলাপ বাগের আয়নামহল মহল্লার বাড়িতে হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার ওই যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ ইমতিয়াজ(২৪)। তার বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে ওই যুবক পলাতক ছিল। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি মুঙ্গেরি পিস্তল, চার রাউন্ড কার্তুজ ও একটি বাইক উদ্ধার করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৭ বৈশাখ, ১৪৩১

আন্তর্জাতিক আদালত

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনার চেষ্টা করছে প্যালেস্টাইনপন্থীরা। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে তুরস্ক, ইরান, ইকার সহ বিভিন্ন ইসলামিক দেশগুলি। এমনকী পাকিস্তানও হামাসের পক্ষে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শুধু ভারত হামাসের হামলার নিন্দা করেছে এবং জঙ্গি নিধনে ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করেছে ভারত। তার ফলে ভারতের ওপরে বেশ কয়েকটি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র অখুশি। যদিও ইজরায়েলের ব্যাপারে রাশিয়া এবং চিন চুপ করে বসে রয়েছে। কিন্তু চিন ফাঁক খুঁজতে শুরু করেছে। তারা ইজরায়েলের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে তাদের আস্থা রয়েছে। তবুও চিন রাশিয়ার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। এদিকে তাইওয়ানের ওপরে চিন খবরদারি করা চেষ্টা করছে। অরুণাচল প্রদেশে চিন প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। যদিও আমেরিকা তাকে বাধা দিচ্ছে। তাইওয়ানের ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আমেরিকা। ইজরায়েলকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে আমেরিকা। ইজরায়েলের গাজা ভূখণ্ডের ওপরে হামলা নিয়ে এবং রাফাতে ইজরায়েল সেনাদের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের স্বর শুনতে পাওয়া যেতে শুরু করেছে। এদিকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট গ্রেফতারের তালিকা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োও গ্যালান্ট এবং সেনার চিফ অব দ্য স্টাফ হার্জি হালেভি-র। তবে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলে হানা অব্যাহত। যে কোনও মুহূর্তে রাফায় হামলা করতে পারে ইজরায়েলে সেনারা। রাফাতে দশ লক্ষ মানুষ ঠাসাঠাসি করে বসবাস করতে শুরু করেছে। এদিকে ইজরায়েল বলতে শুরু করেছে ঘর হারা লাখো মানুষ রয়েছে রাস্তায় শুয়ে। ইজরায়েল দাবি করতে শুরু করেছে যে ঘরহারা লাখো মানুষের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হামাসের জঙ্গিরা। ইজরায়েল এখন মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাঁচার অধিকার তাদের রয়েছে। তাদেরকে মেরে ফেলে প্যালেস্টাইন কবজা একেবারে সম্ভব নয়। এদিকে ইজরায়েল বলতে শুরু করেছে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববাসীরা কেন ভাবছে না। ইজরায়েল তো আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইজরায়েল ধ্বংস করে প্যালেস্টাইন গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইজরায়েলের পক্ষে রয়েছেন। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন জেরুজালেমে হাত পড়লে সেই হাত ভেঙে দেওয়া হবে। হামাস জঙ্গিরা জেরুজালেম অধিকার করার চেষ্টা করছে। ইজরায়েলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তা ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখন ইজরায়েলের বিরোধিতার আওয়াজ তুলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইজরায়েলদের সমর্থনে আমেরিকার ইহুদিরা সোচ্চার হতে শুরু করেছে। তার ফলে সেখানে একটি সংঘর্ষ দেওয়ার দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে শুরু করেছে। আমেরিকার পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশকে কোনঠাসা

পশ্চিমী শক্তিগুলি বাংলাদেশকে আর্থিক দিক দিয়ে কোনঠাসা করতে চায়। এটা করতে পারলে বাংলাদেশে আগামি দিনে মৌলবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করবে। উদার আবহাওয়া আর থাকবে না। আওয়ামি লিগ বাংলাদেশের উদার হাওয়া যাতে থাকে তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখানকার সংখ্যালঘুরা এবারে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে করতে পেরেছে। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে নববর্ষ পালন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব হচ্ছে নববর্ষ উৎসব। এই উৎসবকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য মৌলবাদী শক্তিরা তৎপর হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। আগে রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণ হয়। তাতে হতাহতের সংখ্যা ছিল। তার ফলে নববর্ষ উৎসব পালন করাটা একটি আতঙ্ক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। আওয়ামি লিগ সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবারে নববর্ষ উৎসবকে সফল করতে পেরেছে। বাংলাদেশের দুর্গাপুজোর ওপরে কোনও হামলা হয়নি। সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে দুর্গা উৎসব পালন করতে পেরেছে। এমনকী বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পেরেছে। এবারে নির্বাচনে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলাম ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল। তবুও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়েছে। তবুও কিন্তু পশ্চিমী শক্তিগুলি বাংলাদেশ বিরোধী কথা বলতে শুরু করেছে। তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপরে নাকি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কিন্তু এবারে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পেরেছে। কোনও রকম ঝামেলা করতে পারেনি মৌলবাদী শক্তিরা। এবারে বাংলাদেশে বৌদ্ধ জম জয়ন্তী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে উৎসুক বৌদ্ধরা। অতীতে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বহু বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে মৌলবাদী শক্তিরা তাণ্ডব নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে বেশ কিছু বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস হয়। বাংলাদেশী সরকার সরকারে পরে সেই সব বৌদ্ধ মন্দিরকে সংস্কার করে। নতুন করে বৌদ্ধ মন্দির করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সব উদাহরণ তুলে বাংলাদেশের ওপরে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করার চেষ্টা করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়েছেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশ করতে হবে

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

করে থাকে। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। মা কালীকে প্রমাণ করলে দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। সাধক বামাক্ষ্যাপা মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা কালী তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সাধনা করতে হবে। সত্যের সাধনা করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অজ্ঞানকে দূর করতে হবে। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তবেই বাংলা সব অপশক্তি থেকে মুক্তি পাবে। মা কালীর ভালোবাসা জীবনকে মহৎ করে থাকে। মহান

১৬৯০ সালে সুতানুটিতে জব চার্নকের হাত ধরে বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজ কলকাতায় উপস্থিত

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলার নবজাগরণে গুলেদানন্দজির অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় এখনও পর্যন্ত কেউ লেখেনি। কোথাও তাঁর নাম গন্ধও পর্যন্ত কেউ করেনি। সবাই গুলেদানন্দের অবদানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তারকের চায়ের দোকানের রোয়াকে বসে গুলেদানন্দজি বাবা মনে করতে শুরু করে দিলেন সেই সব ফেলে আসা দিনের কথা। আড্ডা জমে উঠেছে। গুলেদানন্দ বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। তারকের চায়ের দোকানে ছোট্ট রোয়াকটা বেশ ভিড়। গুলেদানন্দজি বাবাজির সব সদস্যরা উপস্থিত। বাংলার নবজাগরণ নিয়ে বহু পণ্ডিতেরা বই লিখেছেন। ইতিহাস রচনা করেছেন। ডক্টর অমলেন্দু দাশগুপ্ত, যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, ডক্টর শঙ্করী প্রসাদ বসু, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়. তপন রায়চৌধুরী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলার নবজারণ নিয়ে গবেষণামূলক বই লিখেছেন। সেখানে কোথাও গুলেদানন্দের নাম কেউই করলেন না! সেই কারণে আমাদের প্রেসটিজ একেবারে পাংচার বলা যেতে পারে। বউবাজারের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস খুঁজতে তাবড় তাবড় পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এলাকায় এসে উপস্থিত হয়। এই তো সেদিন এসে উপস্থিত হলেন স্বনামধন্যা লেখিকা সোমা মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার বউবাজারের দেব দেবীকে নিয়ে ‘দারুশিল্প’ নামে একটি গবেষণামূলক বইও লিখেছেন। সাহিত্য জগতে তাঁর নাম রয়েছে। সেখানেও তিনি গুলেজানন্দের কোনও নাম করেননি। আমাদের অবহেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। সবাই বলতে শুরু করেছে এখন যে বউবাজার সেটা তো একটি বাঈজিখানা। সেখানে আবার ভদ্রলোকেরা কবে বাসবাস করেছিল? এইভাবে বলাটা ভারি অন্যায়। একেবারে নেকলেটেড করা আর কি? এর প্রতিবাদ করতে হবে আমাদের। তবে সান্ত্বনা কেউ বউবাজরের নাম না করুক গুলেদানন্দ ঠিক বউবাজারের নাম করবেন-করবেনই। ইজ্জত ক্যা সাওয়াল। সেই কারণে গুলেদানন্দের দিকে তাকাতেই তিনিও উদাসীন হয়ে আকাশের দিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। কোনও সাড়া শব্দ নেই। সবাই চুপ করে বসে রয়েছি। হঠাৎ গুলেদানন্দ বলে উঠলেন, তোরা হচ্ছিস একেবারে বোকা হাঁদারাম। আরে ইতিহাসে পাতায় আমার নাম থাকলো না গেল তা নিয়ে তোদের এতো মাথা ব্যথা কেন বলতো? বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। তবে আমি যা বলবো তা সব সময়ে স্মরণ করবি তাহলেই ইতিহাসের সত্যটাকে দেখতে পাবি। গুলেদানন্দ কাগজের কাপের চায়ে এক চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করলেন, জানিস, রাধানগর থেকে রাজা রামমোহন রায়কে কলকাতায় কে নিয়ে এসেছিল? জব চার্নক কিছুতেই কলকাতায় আসতে চাইছিলেন না। আমি জব চার্নককে কলকাতার রাস্তা দেখাতে শুরু করলাম। তিনি তো আগেই সুতানুটিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ১৮৯০ সালে। তখন সুতানটিতে তৈরি হতো সুতো। আজকে যেখানে বাগবাজার ঘাট সেখানেই নোঙর ফেলেছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক। আমি কানে কানে গিয়ে বললাম, সাহেব, জায়গাটাকে কিনে নিন সাহেব। এখ্যানেই ব্যবসা করতে শুরু করে দিন। খুব লাভ হবে। আমার কথা কানে লাগল চার্নক সাহেবের আমার কথা শুনেই জব চর্নক সাহেব বলেন, ‘টোমার কথা আমি শুনবো। টুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। টোমার কথা শুনলে দেখতে পাচ্ছি কোম্পানির লাভ হচ্ছে। কোম্পানি লাভ হলে আমার চাকরি থাকবে। টোমার লাভ হবে। টুমি আমার সেক্রেটারি হয়ে থাকবে।’ আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। সুতানুটি গ্রামটাকে দেখেই জব চার্নকের কাছে গ্রামটা পচ্ছন্দ হয়ে গেল। তারপরে জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর এবং কলকাতা তিনটি গ্রাম গ্রামটি কিনে নিলো সাহেব ব্যবসা করবে বলে। শহর তৈরি হতে শুরু করলো। তবে কালীঘাটের কালী মন্দির দেখেই দূর থেকে সাহেব চার্নক একটি প্রেণাম ঠুকে দিলেন। তখন কালীঘাট একেবারে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাতের বেলায় বাঘ ডাকে। জলে কুমির

থাকে। আদি গঙ্গার ধার ধরে গভীর জঙ্গল। বিষধর সাপ বসবাস করছো কেউটে, চন্দ্রবোড়া, কালনাগিনীরা সব দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন বউবাজার কোথায়? তার দেখা পাওয়া ভার। পরে চার্নক সাহেব যখন বৈঠকখানায় এসে গড়গড়া টানতে টানতে ব্যবসা শুরু করলেন তখন ধীরে ধীরে বউবাজার তৈরি হতে থাকলো। বাগবাজার আগেই তৈরি হয়ে গেল। তবুও সেখানে সন্ধ্যা হলেই শিয়াল ডাকে। সাপ, ব্যাঙ বের হয়। রাতের বেলায় আবার বুনো ভল্লুক ডাকতো কোথাও কোথাও। সাহেব খুব সাবধানে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতার ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলো ডাচ, পর্তুগিজ এবং ফরাসিরা। তারা আবার ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলে দেওয়ার জন্য বাংলার নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করতে লাগল। কোনও সুবিধা করতে পারেনি। তাতে লাভও হয়নি। বরং উল্টে ওদের ক্ষতি হল। কলকাতায় ওরা ব্যবসা ধরে রাখতে পারলো না। তার ফলে শ্রীরামপুরে চলে গেল ডাচেরা। চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হলো ফরাসিরা আর ব্যাণ্ডেলে গিয়ে উপস্থিত হলো পর্তুগিজেরা। কলকাতায় ব্রিটিশ রাজ শক্তি কায়েম হতে শুরু করলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তখন রমরমা বাজার। সারা ইউরোপ জুড়ে কোম্পানি ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার বিভিন্ন মশলা থেকে শুরু করে মসলিন কাপড়, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, ধনেখালির জামদানি সবই ইংরেজরা করতলগত করে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে ব্যবসা চুক্তি করে এই সব পণ্য ইউরোপে পাঠাতে শুরু করেছে ফরাসিরা। নাহলে একেবারে খালি হাতে ঘরে ফিরতে হতো তাদেরকে ইংরেজরা একচেটিয়া ব্যবসা করতে শুরু করে দিল। বরফ চাপা দিয়ে রুই, কাতলা, ট্যাংরা, পার্সে, কই, ভেটকি, ইলিশ বিলাতে গিয়ে উপস্থিত। এতো মিষ্টি মাছ ইংরেজ সাহেবরা আগে কোনও চেখে দেখে নি। বাংলার মাছ আর চাল দেখে রানি এলিজাবেথ খুবই খুশি। ‘ভেরি গুড’ বলে উঠলেন। কলকাতা তখন ক্যালকাটা নামে পরিচিত হতে থাকলো। কলকাতা শব্দটা সাহেবটা উচ্চারণ করতে পারতো না। তারা কলকাতাকে বলতো ক্যালকাটা। সেই থেকে কলকাতা ক্যালকাটা হয়ে গেল। সপ্তগ্রাম থেকে বাঙালি বণিকেরা জমিদাররা এসে কলকাতায় উপস্থিত হলো। মল্লিক, শীল, দত্ত, সিংহ, মুর্শিদাবাদ থেকে জগৎ শেঠ কলকাতায় ব্যবসা কুটির তৈরি করতে শুরু করলো। মল্লিক, শীল, লাহা, দত্ত পরিবারের কর্তারা কলকাতায় এসে বিরাট খিলান দেওয়া বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে সুতানুটি গোবিন্দপুর এবং কলকাতা শহরের আকার ধারন করতে থাকলো। ঠনঠনিয়াতে এসে উপস্থিত হলো লাহারা। তারা সেখানে বাড়ি করতে শুরু করে দিল। মল্লিক, দত্তরা এসে উপস্থিত হলো পাথুরিঘাটাতে। তারা সেখানে বিশাল বাড়ি গড়ে তুললো। বাদ কেন থাকবেন খিলাৎ ঘোষ। তিনিও কোমর বেঁধে পাথুরিয়াঘাটাতে বিশাল রাজপ্রসাদ নির্মাণ করলেন। ঘড়ি মল্লিকেরা কুমোরটুলির কাছে নুতন বাজারের এসে উপস্থিত হলো। তৈরি হলো বৈঠকখানা। উদয়নারায়ণপুরের জমিদার চট্টোপাধ্যায়রা এসে উপস্থিত হলো শিয়ালদহ’তে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ রায়চৌধুরীর পূর্বপুরুষরাও এসে শিয়ালদহ অঞ্চলে জমিদারি পত্তন করলো। উত্তর কলকাতায় এসে উপস্থিত হলো সেন পরিবার। কলুটোলায় এসে উপস্থিত হলো শীল পরিবার। তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন থেকেই কলকাতা গমগম করতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা ধীরে ধীরে শিক্ষিত হতে শুরু করেছে। আধা সাহেবি বোল দিতে শুরু করেছে নেটিভ বাঙালিরা। সাবেহরা প্রথমে বাঙালিদের বেশি পাত্তা দিত না। তারপরে দেখলো বাঙালিদের পাত্তা না দিলে কোম্পানির ক্ষতি। সেই কারণে বাঙালিদের চাকরি দিতে শুরু করলো। সাহেব কোম্পানিতে কাজ করে বাঙালিরা তখন পয়সা রোজগার করতে শুরু করেছে। আবার কোনও কোনও বাঙালি কোম্পানির ব্যবসার পরামর্শদাতা হতে শুরু করেছে। মাস গেলে মোটা মাইনে। সাবেরা তখন কলকাতার আদি বাসিন্দাদের নিয়ে একটি ছোট পাহারার বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। তাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া হতো।সেই তলোয়ার দিয়ে তার সাহেবদের পণ্য গুদামে রাত জেগে পাহারা দিত। এটাই ছিল প্রধান কাজ। তারপরে সাহেবদের পণ্যের হিসাব রাখতে শিখল বাঙালিরা। খাতা কলমের ব্যবহার করতে শিখল। সাহেব পাদরীরা এসে উপস্থিত হলো। তারা বুঝতে পারলো বাংলা খুবই রিচ কান্ট্রি। লেখাপড়া শেখানোর জন্য গির্জার মধ্যেই স্কুল খুললো। ভগবান যিশু সেই সময় থেকে উপস্থিত হলেন। বাঙালিরা তো সাহেবদের যিশুকে মেনে নিতে পারছে না। বাঙালিদের কালী রয়েছে। কলকাতায় তখন বেশ কয়েকটি বিখ্যাত কালী মন্দির রয়েছে। দেখতে পাওয়া গেল যে কোম্পানির হয়ে কাজ করতে আসা চিনেরা কালী ভক্ত হয়ে পড়েছে। কালী ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। জব চার্নকের স্ত্রী ছিলেন হিন্দু। তিনি ঘরের মধ্যে কালী পুজোর আয়োজন করতেন। চার্নক তবে স্ত্রীর কালী পুজোর ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেননি। বরং তিনি উৎসাহ দিতেন। সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে চার্নক সাহেব কি কালী ভক্ত হয়ে গেলেন? তবে বাঙালিদের কাছ থেকে তামুক টানা শিখেছিলেন চার্নক সাহেব। লম্বা পাইপওয়ালা গুড়গুড়ায় দিয়ে তামকু সেবন করতেন। ধুতী পরতে শুরু করেছিলেন। গমর কালে ফতুয়া পরতে শুরু করেন। সপ্তগ্রামী জমিদারদের দেবতা ছিলেন উদ্ধারণ ঠাকুর। কলকাতার অধিকাংশ বাঙালি মল্লিক, দত্ত, শীল, লাহারা সপ্তগ্রামী। আদি সপ্তগ্রাম থেকে তারা কলকাতায় এসেছিল ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করবে বলে। শুধু কলকাতায় নয়. টাকিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল রায়চৌধুরীরা। সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী জাঁদরেল জমিদার ছিলেন। ধান্যকুড়িয়াতে গুঁইন, বল্লভরা এসে রাজপ্রাদ তৈরি করে ব্যবসার পত্তন করতে শুরু করে দিল। টাকি, ধান্যকুড়িয়ার সঙ্গে কলকাতায় ব্যবসায়িক সংযোগ তৈরি হলো। তার ফলে পূর্ব বাংলার সঙ্গে কলকাতার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকলো। এই সব ইতিহাস গুলেদানন্দের খাতায় পরিস্কার করে জলজল করে লেখা রয়েছে যা কোনও কালে হারিয়ে যাবে না। তবে যতই গুল কি না কেন গুলেদানন্দের গল্পের মধ্যো খানিকটা তো সত্য রয়েছে। গুলের মধ্যে দিয়ে সত্যের আহিস্কার করতে হবে। চরম সত্যকে সন্ধ্যান করা চাই। গুলেদানন্দ যতই গুল মারুক না কেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মধ্যে দিয়ে গুল দিতে শুরু করলেও তা ইতিহাস সত্য। তার ফলে সবাই অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে এক মনে গল্প শোনে। সেটাও একটি অলিখিত সত্যের ইতিহাস। অস্বীকার করার উপায় নেই। ‘যতই দেখিবে ছাই, উড়িয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।’

বেনারসের যতই বয়স বাড়ছে ততই সে সকলের প্রেমিক হতে শুরু করেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালির পর্যটন মানচিত্রে যে দুটি নাম চলে আসে, তাহল হরিদ্বার ও বেনারস। বেনারস বেড়ানোর যে কটা আকর্ষণ আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা আকর্ষণ হল বেনারসের গলি। এক অদ্ভুত গোলক ধাঁধা, কোন গলির কোথায় যে শুরু কোথায় যে শেষ এসব ভাবতে গেলে আপনার মাথাই নষ্ট। গলি তো সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু বেনারসের গলি যেন সবার ওপরে। গলির গলি, তস্য গলিও এখানে আছে। তাই বলা যেতে পারে, গলির গোলক ধাঁধা, বেনারসে সামলে দাদা! ভনিতা শেষ।। এবারে মান্না দে’র গানটা দিয়ে শুরু করি.. সেই গলিতে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে এ কি!! না, বেনারসের গলিতে বিপদ নয়, বরং রকমারী পদের সমাহার। বেনারস, যে সব কারণে বিখ্যাত বা আমাদের মনের কোণে জায়গা করে নিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম হলো, বেনারসের গলি। যা সারা বেনারস শহরটা জুড়ে মাকড়সার জালের মতন ছড়িয়ে রয়েছে। কত রকমের যে গলি আছে তার ঠিক নেই। সোজা গলি, সাপের মতন আঁকাবাঁকা গলি, জ্যামিতিক জিগজাগ গলি, সরু গলি চওড়া গলি, মোটকথা এখানে গলির অন্ত নেই, অসংখ্য গলি। ভুলভুলাইয়ার মতন। এই গলিতে পথ হারানো অতি সাধারণ ব্যাপার, যদি চেনা না থাকে। আবার প্রত্যেকটা গলিই গিয়ে শেষ হয়েছে কোনো না কোনো ঘাটে বা মন্দিরে। অসংখ্য ঘাট, অসংখ্য মন্দির আর তার সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য গলি। আর আছে বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দিরকে ঘিরে জিলিপির প্যাঁচের মতন গলি। পুরনো, স্যাঁতসেঁতে, আবহমানকালের ঐতিহ্যের ধারাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। সে

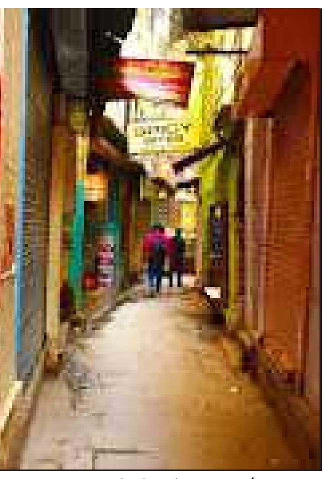

আরও ভয়ংকর! আর আছে গোধুলিয়া মোড় কে কেন্দ্র করে হরেক রকম গলি। আর এই যে নানা গলির কথা বললাম, এইসব বেশীর ভাগ গলি পথে দুজনে পাশাপাশি হাঁটা যাবে না। এত সংকীর্ণ। গানের সাথে সঙ্গতি রেখে যেমন অসংখ্য নানা বাদ্যযন্ত্র থাকে সঙ্গীতে শ্রুতিমধুর করার জন্য। এখানেও অনেকটা তাই। গলির চেহারা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আছে, জল, কাদা, মানুষ জন, সাধু সন্ন্যাসী, মাতাল, নেশায় বেহুঁশ হয়ে গলিতে শুয়ে থাকা নেশারু, ভিখিরি, রকমারী দেবতার নানা আকারের বহুবিধ মন্দির, দোকান-পাট, ষাঁড়, গোবর, গলির মধ্যেই মাটিতে লাগানো সব্জিসহ নানা দোকান, পশরা শোভিত ঠেলাভ্যান, স্তূপাকৃতি আবর্জনা, অগণিত কুকুর আর যেখানে সেখানে তাদের মল, অন্য মনস্ক হলেই তাদের মাড়াতে হবে, গলির দুপাশে ঝুপড়ির ঘর থেকে সুদৃশ্য, ঐশ্বর্যমণ্ডিত হাভেলি, সবই গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে, আর সেইসব বাড়ির ভিতের নীচের অংশটা পানের পিক আর গুট খার পিক মিলেমিশে মোটা চাদরের মতন হয়ে লেপ্টে আছে, বেশীরভাগ গলি এত ঘিঞ্জি যে বলার নয়, যেসব গলির মাটিকে সূর্যের আলোও স্পর্শ করতে পারে না, গলির লাগোয়া রকে নানা ধর্মীয় পুস্তক সাথে নিয়ে, মাথায় জটা, কপালে তিলক কাটা, গেরুয়া কাপড় চোপড় পরা বৃদ্ধ সাধু, অনেক কষ্টে বুঝলাম, তিনি ওই কথক ঠাকুরের মতন, কেউ তার কাছে শুনতে চাইলে, তার পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধম পুস্তক থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান, তার বিনিময়ে হয়তো বা সামান্য অর্থ পান, এতে পাঠক ও শ্রোতা বা শ্রোতাদের দুপক্ষেরই পুণ্যলাভ হয়। এছাড়াও হাত দেখা বা পাথর বেচার ব্যাপারটাও আছে। এছাড়াও ভাঙ্গা-চোরা, উঁচু নীচু পথ, দুর্গন্ধযুক্ত পথ চলার অগম্য গলিপথের কথা বাদই দিলাম। এখানে গলিগুলির গলাগলি দেখলে বড্ড হিংসে হয়। হবে নাই বা কেন। আজীবনকালের বন্ধুত্ব যে! এই গলিপথেই বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ, জমা হয়ে থাকা জঞ্জালের দুর্গন্ধ, গোবর আর পশুর মলের দুর্গন্ধ, গরম দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ, চায়ের দোকানে চা পাতা ফোটানোর গন্ধ, পুরনো স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ইতিহাসের গন্ধ, ঐতিহ্যের গন্ধ, নোনাধরা দেওয়ালের গন্ধ সব কিছু মিলেমিশে একাকার!! গলি দিয়ে হাঁটলেই গন্ধের গন্ধমাদন যেনো নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ের ওপর ধাক্কা মারে! তবুও তারই মধ্যে দিয়ে বছরের পর বছর বহু মানুষের আনাগোনা, চলাফেরা, সাইকেল, মোটর সাইকেলের চলাচল। ভীড় বাঁচিয়ে, গাড়ীর ধাক্কা বাঁচিয়ে, নোংরা বাঁচিয়ে! অভ্যস্ত হয়ে গেছে সবাই। আর হ্যাঁ, ওইসব গলিপথে বিভিন্ন পণ্যের দোকান ছাড়াও রয়েছে রকমারী স্বাদের, লোভনীয়, উপাদেয় সব খাদ্যসমৃদ্ধ দোকান। এই দোকানের কচুরি তো ওই দোকানের রাবড়ি। এই দোকানের মালাই তো ওই দোকানের ঠাণ্ডাই। এই দোকানের প্যাড়া তো ওই দোকানের পান। এই দোকানের শাড়ী তো ওই দোকানের কাঁচের চুড়ি। এই দোকানের চাট তো ওই দোকানের চমচম। এই দোকানের পাথরের জিনিসপত্র তো অন্য আর এক দোকানের রুদ্রাক্ষ। এক দোকানের কাঠের খেলনা তো আর এক দোকানের দেব দেবীর মূর্তি। এক দোকানের শিব লিঙ্গ তো আর এক দোকানে গাঁজার কলকে। এক দোকানের আতর তো আর এক দোকানের জর্দা। এক দোকানের বেনারসি তো আর এক দোকানের ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্র। গলির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, গলির দুটো প্রান্তে বাঁধা দড়িতে শুকাতে দেওয়া ভিজে জামা কাপড়ের কোণাটা আপনার মাথায় এসে ঠেকতে পারে। কারণ ঘিঞ্জি গলির দুধারেই তো গা ঘেঁষাঘেষি করা উঁচু উঁচু বাড়ি। আর সেখানে প্রচুর লোকের বসবাস। যেখানে গলি পথেই ঠিক সেইভাবে আলো বাতাস ঢোকে না, সেখানে এইসব বাড়ির ভিতরের ঘরগুলোতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস যে ঢুকবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এটা অনেকটা আমাদের বড় বাজারের মতন অবস্থা। গলির ভেতরের উঁচু উঁচু বাড়ির এক তলায়, দোকানগুলো যেমন একদিকে ছোট ছোট আবার এক একটা দোকান, অনেকটা জায়গা জুড়ে, এক দম ঝাঁ চকচকে। তার সাথে আচার, পাঁপড়, ফুল-মালা, গরম দুধ, চা, জলেবী, কুলফি, লস্যি , রাবড়ি, মালাই, প্যাঁড়া, ঠাণ্ডাই, কচুড়ি ইত্যাদি দোকানের কথা আর আলাদা করে বললাম না। তার কারন, বলে শেষ করা যাবে না। শুধু নোনতা খাবারের দোকান

সম্পাদক সমীপেষু,

মাখানা-ভারতীয় খাবার

কয়েক বছর আগে, মাখানা একটি ভারতীয় খাবার ছিল যেটির প্রতি কেউই মনোযোগ দেয়নি। তাদের সম্পূর্ণ শক, এটি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে চাওয়া-পাওয়া সুপার ফুড, ৪০০০ লাভ মার্জিনে বিক্রি হচ্ছে! ভারতের মাখানা কীভাবে বিশ্বের আকর্ষনীয় খাদ্য ফক্স নাট হয়ে উঠেছে, দেওয়া হল তারই একটি বিবরণ । মাখানা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের খাদ্য এবং পুষ্টির ঐতিহ্যের অংশ। এগুলি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় এবং উপবাসের সময় খাওয়া হয়। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে যা আপনাকে দীর্ঘক্ষণ পুষ্টিযুক্ত রাখে। এখন, বিহারের জলাবদ্ধ পুকুর থেকে আসা মাখানা সুপারফুড হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এগুলি ফক্স নাটস, ইউরিয়াল ফেরক্স, লোটাস সিডস এবং গর্গন নাট ব্র্যান্ড নামে পরিচিত। মাখানা সব সময়ই জনপ্রিয় ছিল , কিন্তু তেমন একটা বড় ব্যাপার ছিল না। মাখানা সর্বদাই দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যেমন- ভারত, চীন, নেপাল, বাংলাদেশ, জাপান, রাশিয়া, কোরিয়া ইত্যাদি স্থানে জনপ্রিয়। চীনে, কাঁচা মাখনার বীজের গুঁড়া শিশুর খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। তারপরে এটি চীনা পেস্ট্রি এবং জাপানি মিষ্টান্নগুলিতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে গত ৫ বছরে মাখানার চাহিদা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি মহাদেশ অতিক্রম করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্সিকোর অভিজাত বাজারে পৌঁছেছে। জনপ্রিয়তার পিছনে একটি প্রাথমিক কারণ হল স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। মহামারী এবং লাইফস্টাইল বৃদ্ধির সাথে, লোকেরা খাদ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা মাখানার মতো পুষ্টিকর-ঘন স্ন্যাকস বেছে নিচ্ছে, যা শুধুমাত্র তাদের ক্ষুধা মেটায় না বরং তাদের পর্য্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করে। মাখানা এখন সুস্বাস্থ্যের পতাকাবাহী। এটিতে ক্যালোরি এবং চর্বি কম অথচ এটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ডায়েটারি ফাইবার এবং খনিজে সমৃদ্ধ যা শরীরের ওজন, স্বাস্থ্যকর ত্বক এবং স্ট্রেস লেভেলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যারা নিরামিষভোজী এবং সামগ্রিক জীবনযাপনে আগ্রহী, তারা মাখানাকে স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে দেখেন - পপকর্ন, চিপস এবং কুকিজের মাধ্যমে । তবে মাখানা চিপসের মতো সুস্বাদু নয় বা কেনার জন্য সর্বত্র ব্যাপক ভাবে উপলব্ধ নয়। আসলে, এটির একটি খুব নিরপেক্ষ প্রায় চরিত্রহীন স্বাদ রয়েছে। আপনি মনে করতে পারেন আপনি একটি ফেনাযুক্ত থার্মোকলের মধ্যে কামড় দিচ্ছেন। কিন্তু এর স্বাদহীনতা একটি সম্পদ কারণ এটি আপনার যোগ করা যেকোনো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

দোহমনি রেল জংশনে পড়ে রয়েছে জমি, হাসপাতাল-ট্যুরিজমের দাবি তুলে শুরু আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, দোহমণি, ২৯ এপ্রিল ঃ ১৯৬৮ সালের বন্যার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের রেলের মানচিত্রে ময়নাগুড়ির দোহমনি রেল জংশন ছিল উল্লেখযোগ্য। দোহমনি থেকে বাংলাদেশ গামী রেল যোগাযোগ ছিল দুটি রুটে। কিন্তু ধীরে ধীরে এনজেপি স্টেশনকে গুরুত্ব দেওয়া দোহমনির গৌরব ও ঐতিহ্য হারিয়েছে। বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকটি লোকাল ট্রেনের স্টপেজ। যার ফলে প্রায় রেলের ১২০০ বিঘা (৪০০ একর) জমি পড়ে রয়েছে। সেই জমির সৎ ব্যবহার সহ দোহমনি রেলের গৌরবময় দিন ফেরানোর দাবিতে পথে নামলো ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চ। দোহমনি রেল স্টেশনের কাছে ন্যাশনাল হাইওয়ের নিকটে রেলের পড়ে থাকা পতিত সেই জমিতে এইমস হাসপাতাল ও রেলের যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা স্থাপন, দোহমনি থেকে ডুয়ার্সের জঙ্গলে টয় ট্রেন চালু ও দোহমনির পাশ্ববর্তী তিনটি স্টপেজ কে একত্রি করে কেন্দ্র জংশন করার দাবিতে ময়নাগুড়ি স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন ও দোহমনিতে একটি পথসভার আয়োজন করল ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চ। এদিন উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চের সম্পাদক অপু রাউত সহ ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চের সদস্যরা। স্বাধীনতার আগে তিস্তা পারের ময়নাগুড়ি ব্লকের দোহমনিতে ছিল বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার। এখানেই ছিল ডিআরএম অফিস। ছিল স্টিম ইঞ্জিনের শেড। সেইসময় ডুয়ার্সের মালবাজার থেকে দোহমনি হয়ে মেখলিগঞ্জ পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতরে থাকা বুড়িমারি হয়ে লালমনি হাট, সেখান থেকে পার্বতীপুর হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত অত্যন্ত কম সময়ে চলে যেত একাধিক ট্রেন। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থা থাকায় এখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করতেন। তারা এই অঞ্চলেই থাকতেন। খুব স্বাভাবিক ভাবে এই এলাকা অত্যন্ত জমজমাট ছিল। ১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তা নদীতে বিধ্বংসী বন্যা হয়। সেই সময় এই অঞ্চল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। এরপর ৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর বাংলাদেশ তৈরী হওয়ার পর এই এলাকা আরও গুরুত্ব হারায়। রেলের যাবতীয় পরিকাঠামো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে একসময়ের জমজমাট দোহমনি স্টেশন ফাঁকা হয়ে যায়। বহু একর জমি বর্তমানে পড়ে আছে। একসময় এই স্টেশন দিয়ে দিনে আট জোড়া ট্রেন চলাচল করতো। এখন এই স্টেশন দিয়ে মাত্র দুই জোড়া ট্রেন চলাচল করে। এর পাশাপাশি দোহমনি স্টেশন থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে তিনটি স্টেশন করা হয়েছে। দোহমনি, নিউ দোহমনি এবং ওয়াই লেগ স্টেশন। খুব কাছাকাছি এই তিনটি স্টেশন হওয়ায় কোনও স্টেশন থেকেই তেমন মানুষ ওঠানামা করেনা। কিন্তু এই তিনটি স্টেশন রক্ষনাবেক্ষনের জন্য রেলের প্রচুর পরিমানে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এইবার এই এলাকার গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষে একজোট হয়েছে ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা। তাঁরা নাগরিক চেতনা নামে একটি মঞ্চ গড়েছেন। সেই মঞ্চের সদস্যরা এখন রেলের এই পড়ে থাকা জমিতে রেলের ওয়ার্কশপ, AIMS-এর ধাঁচে হাসপাতাল, তিনটি স্টেশনকে মিলিয়ে ওয়াই লেগ স্টেশনকে জংশনে পরিনত করার পাশাপাশি রেলের পড়ে থাকা কোয়ার্টার ও অন্যান্য পরিকাঠামোগুলিকে কাজে লাগিয়ে ইকো টুরিজম হাব গড়ে তোলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন। একইসঙ্গে দোহমনি স্টেশন মাস্টারের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিলেন তাঁরা। স্থানীয় এক যুবক জানিয়েছেন দোহমনির গৌরব ফিরিয়ে আনার দাবীতে জন চেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এখানে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। এক পর্যটন ব্যাবসায়ী জানিয়েছেন, 'রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থা উন্নত হলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হবে। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই দোহমনি স্টেশন। এখান থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে গরুমারা জাতীয় উদ্যান। মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে রামশাই। মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে জল্পেশ ও জটিলেশ্বর মন্দির। এখান থেকে খুব কাছেই সামসিং, সুন্তালেখোলা সহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্র। তাই এই স্টেশনের উন্নতি হলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হবে'। দোহমনি স্টেশন ম্যানেজার সৌরভ চৌধুরী জানিয়েছেন, এই দাবীপত্র তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বিজেপির ডাকা বন্ধে মাটিগাড়ায় বন্ধ দোকানপাট, হামলার ঘটনায় ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় অশান্তি শিলিগুড়ির মাটিগাড়াতে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন শেষ হলেও ভোট পরবর্তী হিংসায় রক্ত ঝরল মাটিগাড়ার খোলাইবকতরি এলাকায়। রবিবার রাতে

একদল দুস্কৃতী হামলা চালায় বিজেপির বুথ সভাপতি নন্দকিশোর ঠাকুর সহ আরও কয়েকজন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক মহিলা সহ কমপক্ষে ১০ জন। এই ঘটনায় তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। এরই প্রতিবাদে মাটিগাড়ায় ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডেকেছে বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে মাটিগাড়া থানা ঘেরাও করে বিজেপি। সোমবার সকালে মাটিগাড়ায় বিভিন্ন দোকানপাট বন্ধ থাকতে দেখা যায়। বেলা বাড়তেই মাটিগাড়ায় বন্ধ সফল করতে পথে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ বালাসন ব্রিজের কাছে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করে বিজেপি। ফলে জাতীয় সড়কের দুদিকে দাঁড়িয়ে পড়ে বহু গাড়ি। ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে এই অবরোধ। বিজেপির ডাকা বন্ধে সাড়া পড়েছে মাটিগাড়া বাজার এলাকায়। সিংহভাগ দোকান বন্ধ থাকলেও যানচলাচল একপ্রকার স্বাভাবিক ছিল। যে কোনও প্রকার অশান্তি এড়াতে মাটিগাড়া এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। গতকাল রাতে বিজেপি নেতা কর্মীদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুই জনকে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বিজেপি নেতা মিঠুন প্রামাণিক বলেছেন, সমগ্র মাটিগাড়া এলাকায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বিজেপির বুথ সভাপতি নন্দকিশোর, তাঁর পরিবার এবং আরও কয়েকজন দলীয় কর্মী 'জয় শ্রী রাম' বলার জন্য তাঁদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। তাই আমরা বন্ধের ডাক দিয়েছি। গতকাল প্রায় ১৫ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কর্মীদের ওপর হামলার পর আমরা থানা ঘেরাও করেছিলাম।

তিস্তার জল সম্পর্কিত তথ্য জানার প্রস্তুতি শুরু করলো সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ আসছে মনসুন সিজিন। আর এই উপলক্ষ্যে ২৪ ঘন্টা ধরে তিস্তার জল সম্পর্কিত বিশদ তথ্য জানার প্রস্তুতি শুরু করলো সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন। ১ মে থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে মনশুন পিরিয়ড। সেই সময় থেকে তিস্তার জল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের জন্য তিন শিফট ধরে দিবারাত্রি কাজ করেন সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীরা। তিস্তার জলের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা। পাশাপাশি গতকাল তিস্তার ২০০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। নদীতে আজ তার কি প্রভাব রয়েছে সেই সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেন কর্মীরা। কমিশনের কর্মী সুধাংশু মল্লিক বলেন, তিস্তার জল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমরা সংগ্রহ করি। যেমন জলের পরিমান কতো। স্রোত কেমন। জলে কতটা বালি মিশে আছে ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি। পাশাপাশি যখন সতর্কতা জারি হয় তখন জল কত পরিমান রয়েছে তা আমরা বাংলাদেশকে জানিয়ে দেই। এমনিতে সারাবছর দিনে একবার জল মাপা হয়। কিন্তু মে মাস থেকে মনসুন সিজিন এলে ২৪ ঘন্টা ধরে এই কাজ করা হয়।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল গাড়ি ও বাইক

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৯ এপ্রিল ঃ বালুরঘাটে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল একটি বাড়ির গ্যারেজে থাকা একটি গাড়ি ও বাইক। সোমবার সকালে বালুরঘাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের চকভৃগু শিমুলতলীতে একটি বাড়ির গ্যারাজে আগুন লাগে। সকাল ৭টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে শিমুলতলীর বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য মুন্সি ও শিলাদিত্য মুন্সির বাড়িতে। একই বাড়িতে বসবাস করেন তাঁরা। এদিন সকালে এই বাড়ির গ্যারেজের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গ্যারেজের ভিতরে থাকা একটি চার চাকার গাড়িতে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গ্যারেজ লাগোয়া দুটি ঘরেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। প্রায় দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায় চার চাকার একটি গাড়ি, একটি বাইক ও একটি সাইকেল। পরিবার ও দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বাড়িতে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা।

নেশার টাকা না পেয়ে লোহার রড দিয়ে মেরে মাকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে মাকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। অবশ্য একই ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে মৃতার স্বামীকেও। ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের গৌরি পাড়া এলাকায়। জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম সোভিয়া রবিদাস। তাঁর বয়স ৪০ বছর। গতকাল বিকেলবেলায় এলাকায় একটি মেলা থেকে ছেলে মিঠুন রবিদাস বাড়ি ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে বচসা করে। তাতে যোগ দেয় স্বামী পূর্ণ রবিদাস। সেই ঝগড়া সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে বলে জানা যায়। আত্মীয়দের অভিযোগ মিঠুন রবিদাস বিভিন্ন ধরনের নেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। মাঝে মাঝেই নেশার টাকার জন্য চাপ দিত বাবা - মাকে। স্বামী পূর্ণ রবিদাস কৃষিকাজ করেন। আর্থিকভাবে দুর্বল এই পরিবার। নেশার টাকা চেয়ে না পাওয়ায় গতকাল বিকালে ঝামেলার সুত্রপাত হয় বলে জানা গেছে। রাতের দিকে বাড়িতে থাকা শাবল দিয়ে গৃহবধূর মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। বাড়িতে থাকা একটি নিম গাছের তলায় অনেক রক্ত পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে দাবি আত্মীয়দের। সোমবার সকালবেলা স্বামী পূর্ণ রবিদাস ঘটনা জানাজানি হবার পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাশাপাশি মিঠুন রবিদাস বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করলে এলাকার লোকজন ধরে ফেলে এবং তাকে আটকে রাখে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় বংশীহারী থানার পুলিস। সেই সময়ে মৃতের ছেলে মিঠুন রবিদাসকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি শাবল উদ্ধার করে বংশীহারী থানার পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে বংশীহারী থানার পুলিস। মৃত গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত মিঠুন রবিদাসকে তোলা হবে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে।

যন্ত্র যখন যন্ত্রণা, তখন উপশম অনাবৃষ্টি, গাছে বেঁধেছে দানা, ভয় নেই হিট শকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ এপ্রিল ঃ হিট শক! তীব্র দহনে সমস্ত প্রাণী কুলের মতো ধানের ক্ষতি হয়। এই তীব্র দাহে ধানের গাছে ফুল এলে ঘটতে পারে শীষ ব্লাস্ট। অর্থাৎ ফুল ফেটে যেতে পারে। তবে ধানে দানা বাঁধলে সে ভয় থাকে না। এখন সেই সময়। ধানে দানা বেঁধেছে। এবার সোনালী ফসল ঘরে তোলার পালা। আরেকটি সুখের পর সুখ হলো। এখন ধান কাটার যন্ত্র দানব মাঠে দাপাদাপি করতে পারছে না। ফলে এই মুহূর্তে যন্ত্র কমাতে পারছে না মানুষের শ্রম দিবস। দিনমজুর চাষির কাছে যন্ত্র, যন্ত্রণা রূপে আবির্ভূত হয় নি এই মুহূর্তে। এটাও ঠিক যে গ্রীষ্মের ভরা মরশুমে বোরো ধান কাটা শুরু হয় নি। বিস্তৃত মাঠে ঢুকতে গেলে রাস্তার ধারে মাঠগুলির ধান কাটা না হলে ধান কাটার বিশাল দানব যন্ত্র মাঠে নামতে পারছে না। আর এক দুই পশলা বৃষ্টি না হলে, চাষিরা ধান কাটার জন্য তাড়াহুড়ো করে না। এই সময় কালবৈশাখী ধানের শীষ মাটিতে শুইয়ে দেয়। বৃষ্টিতে ধানের খড়ের ক্ষতিও করে। কিন্তু এবার সেটা হয় নি। তাই একদিকে যেমন গরমে হাঁসফাস, তেমনি সোনালী শস্য ঘরে তুলতে পেরে যথেষ্ট খুশিই অন্নদাতারা। স্বস্তির বৃষ্টি নেই। তবুও তীব্র দহণকে উপেক্ষা করে মাঠে নেমে চলছে ধান কাটা। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে মাঠের বোরো ধান পেকে গেছে। তাই কালবৈশাখী বা বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠের পাকা ধান নির্বিঘ্নে বাড়িতে তুলে আনতে পারছেন অন্নদাতারা। নলহাটি ২ নং ব্লকের গোপালচক গ্রামের কৃষক হাবিবুর রহমান, জাকির হোসেনরা জানান, ধান কাটা মেশিনের অনেক দাম। যা কেনা সম্ভব নয়। ভাড়া করে হয়তো বাইরে থেকে আনা যায়। কিন্তু রাস্তার ধারের জমির ধান না ওঠা পর্যন্ত সেই বড় মেশিন মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যার ফলে শরীরটাই তাদের সম্বল। এতে পোয়াবারো দিনমজুর বা প্রান্তিক চাষিরা। কারণ প্রতি বছর বোরো ধান কাটার সময় কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠের ধান, ঘর-বাড়ি, গাছপালা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এবার তেমনটি হওয়ার আগেই অনেকেই মাঠের ধান ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। সময় থাকতেই কৃষি কাজ অনেকটাই নিজের মতো করে নিতে পারছেন কৃষকেরা। জেলায় তাপ বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ। জেলা জুড়ে ৩৯ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছে তাপমাত্রা। যার ফলে খাঁ খাঁ করছে মাঠঘাট গ্রামগঞ্জ থেকে শহর বাজার। তবে অন্নদাতারা মাত দিয়েছে যন্ত্রকেই। শুরু হয়েছে যন্ত্রের যন্ত্রণা। প্রযুক্তি অবশ্যই কাম্য। তবে বুদ্ধিমান মানুষ না প্রকৃতি? কার অন্তিম জয়? প্রকৃতিই এভাবেই বোধহয় ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। উপশমও আনে অনাবৃষ্টি।

মালদার আম এসে পৌঁছায়নি, ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে মাদ্রাজি আমই! আমোদিত আমজনতাও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ মালদার আম নাকি মাদ্রাজের আম! স্বাদে, গন্ধে হার মানাবে কোনটা জানেন কি? দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উত্তরেও গরমের পারদ চড়ছে। এর অন্য একটি অর্থ হল গ্রীষ্ম কাল এসে গেছে, এবার আম খাওয়ার পালা। গ্রীষ্মের সবচেয়ে লোভনীয় স্বাদ লুকিয়ে ফলের রাজা আমেই। কিন্তু, গ্রীষ্ম পড়লেও লোভনীয় মালদার আমের দেখা নেই জলপাইগুড়ির বাজারে। পরিবর্তে বাজার ছেয়েছে মাদ্রাজের গোলাপখাস আমে। আর তাইই কিনতে ভিড় জলপাইগুড়িবাসীর। প্রশ্ন, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটবে? মালদার সুস্বাদু আমের সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পারছে মাদ্রাজের গোলাপখাস আম? বিক্রেতাদের কথায়, মালদার আম জলপাইগুড়ির বাজারে আসবে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে। তাই এখন আপাতত কোনও বাজারেই দেখা পাওয়া যাবে না মালদার আমের। এদিকে গরম পড়তেই আম খাওয়ার জন্যে মুখিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী। চাহিদা মেটাতে অগত্যা বাজারে আমদানি হয়েছে মাদ্রাজের গোলাপখাস আম। জলপাইগুড়ির বাজারেও চোখে পড়ল একই দৃশ্য। তবে, স্বাদে গন্ধে নাকি একদম মালদার আমের মতোই। ২০০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে আমগুলি। বিক্রিও হচ্ছে দেদার। এই গোলাপ খাস আমের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। গোলাপ ফুলের মত মিষ্টি সুবাস থাকায় অনেকেই পছন্দ করেন এই গোলাপ খাস আমকে। মিষ্টি সুভাষের পাশাপাশি স্বাদও বেশ মিষ্টি, গায়ের গোলাপ ফুলের মত লালচে আভাও রয়েছে। তাই এখন গোলাপখাসেই মজেছে গোটা জলপাইগুড়িবাসী।

গীতা হাতে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন সৌমিত্র খাঁ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ গীতা হাতে নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সোমবার থেকে শুরু হল ষষ্ঠ দফার ভোটের মনোনয়নপত্র দাখিল। প্রথম দিনেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধান করে বাঙালি সাজে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন তিনি। এদিন সকালেই প্রাচীন একেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তিনি। সেখান থেকে তামলিবাঁধ থেকে মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে আসেন জেলাশাসকের দফতরে। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। গীতা হাতে নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন গীতাই সত্য। সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হাতে পবিত্র গীতা আর ধুতি - পাঞ্জাবি বাঙালির নিজস্ব পোশাক। মনোযোগ পত্র জমা দিয়ে তিনি এবারে আরো বেশী ভোটে জিতবেন বলে দৃঢ়তার সাথে জানান। তিনি বলেন এবারের ভোট মোদীজির জন্য ভোট , এছাড়াও এই রাজ্যে দুর্নীতি, চাকরি কেলেঙ্কারি, সন্দেশখালির মত ঘটনা মানুষ দেখছে। এর প্রতিফলন ঘটবে ভোটে। তিনি বলেন হাজার টাকার লক্ষী ভান্ডার নয়, বিজেপি সরকার অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করবে, মহিলাদের প্রতি মাসে তিনহাজার টাকা দেওয়া হবে।

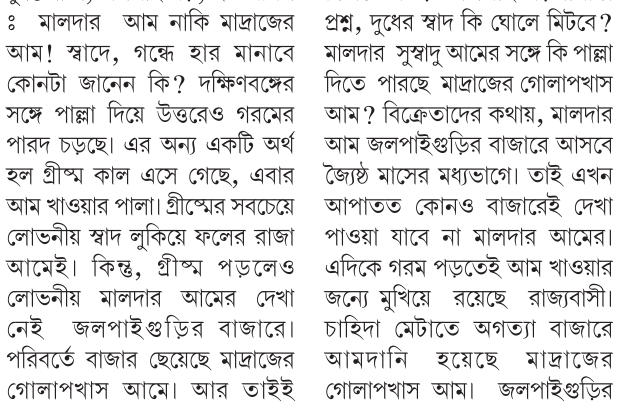

বোমাবাজি বিজেপি কর্মীর বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ সদ্য তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতার বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় অশান্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের কণিষ্ক এলাকা। রবিবার গভীর রাতে বিজেপি কর্মী অভিষেক রায়ের বাড়িতে পর পর বোমা মারার অভিযোগ উঠেছে। দু'দিন আগেই, গত শনিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক। ঘটনাচক্রে, তারপরেই বোমা পড়ল তাঁর বাড়িতে। পুরো ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকেই। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বান্টির নেতৃত্বে ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। যদিও শাসকদলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিষেকের বাড়ি লক্ষ্য করে পর পর তিনটি বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুরের বিশাল পুলিশ বাহিনী।

নেই বৃষ্টি, ডাবের ফলনে চরম অভাব

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৯ এপ্রিল ঃ নেই বৃষ্টি, তাই ডাবের ফলনে চরম অভাব দেখা দিয়েছে। তাপপ্রভাবে নাজেহাল মানুষ, ডাবের চাহিদা থাকলেও কালনায় প্রায় অমিল। কিছুটা ডাব পাওয়া গেলেও তার দাম আকাশ ছোঁয়া। কোথাও বা ভোট প্রচারে গিয়ে গরমের হাত থেকে গলা ভেজাতে ডাবের জলে চুমুক দিচ্ছেন দলীয় প্রার্থী বা সাধারণ মানুষ, কিন্তু এই গরমে ডাবের চাহিদা থাকলেও তা মজুত তেমন নেই। সেই কারণে ডাবের জল খেতে মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হচ্ছে কালনাবাসীদের, এক টি ছোট ডাবের দাম এখন ৬০ টাকা। আগে এই ছোট ডাবের দাম ছিলো ২৫ টাকা তার থেকে একটু বড়ো ডাবের দাম ৩০ থেকে ৪০ টাকা ছিল। এখন এই ডাব গুলোর দাম কয়েক গুন বেড়ে গেছে। গত বছরে এর থেকে কম গরম ছিল কিন্তু ডাবের ফলন তা এই বছরে কয়েক গুন বেশি হয়েছিল। তার ফলে ডাবের দাম অনেকটাই কম ছিল। কয়েকদিনের দাবদাহের জেরে ডাবের চাহিদা চরমে, কিন্তু প্রায় অমিল।

হরিণ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ লোকালয় থেকে হরিণ উদ্ধার হল। সোমবার বানাহাট ব্লকের শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে চানাডি পায়ে এলাকায় খাবারের সন্ধানে চলে আসে একটি ছোট প্রজাতির হরিণ। হরিণ ধরতে স্থানীয় বাসিন্দারা ছোটাছুটি শুরু করে। অবশেষে। লালচুন এর বাড়ির দিঘির মধ্যেই হরিণটিকে ধরতে সক্ষম হয় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় মরারঘাট রেঞ্জের বন কর্মীদের এরপরই মরারঘাট রেঞ্জের তোতাপাড়ার বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হরিণটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়। স্থানীয় বাসিন্দা লালচান মিয়া বলেন ' দুপুরবেলা তীব্র গরম থেকে স্বস্তি পেতে গাছের তলায় বসে ছিলাম এবং উত্তর ডাঙ্গাপাড়া থেকে একটি ছোট বাচ্চা হরিণ আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল ঠিক আমায় দেখতে পেয়ে আমার বাড়ির পাশেই ডিগির মধ্যে ঝাঁপ দেয় এবং সেখান থেকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হরিটিকে উদ্ধার করে মুরার ঘাট রেঞ্জের বন কর্মীরা এসে হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

ছাত্রীকে জোড়-পূর্বক অশালীন আচরণের অভিযোগ গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার , ২৯ এপ্রিল ঃ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে পড়ানোর নাম করে জোড়-পূর্বক তার সাথে অশালীন আচরণ করার অভিযোগ গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পর ওই স্কুল ছাত্রীর মা দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তারপর দু সপ্তাহ হয়ে গেলেও অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ছাত্রীর মা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত যুবক পলাতক। দিনহাটা প্রেস ক্লাবে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে নাবালিকার মা জানান তার একমাত্র মেয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে দিন কয়েক আগে পড়াশোনার জন্য গৃহশিক্ষক টিউশন সেন্টারের ঘরে নিয়ে যায়। অসৎ উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয়। আমার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এরপর মেয়ের চিৎকারে বাড়ির মালিক ছুটে এলে তাদের সহযোগিতায় আমার মেয়ে রক্ষা পায়। বাড়িতে ফিরে এসে সবকিছু জানায়। অভিযুক্ত শিক্ষক অবশ্য জানিয়েছে আমি দীর্ঘ বছর ধরে বেশ কিছু জায়গায় গৃহ শিক্ষকতা করি। কেউ এমন ধরনের অভিযোগ আনতে পারিনি। ছাত্রীর মা আমাকে নিয়ে যে অভিযোগ করেছে তা উদ্দেশ্যে প্রমাণিত এবং ভিত্তিহীন পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে এর পেছনের আসল সত্যতা বেরিয়ে আসবে।

ঘোষণাপত্র

আমি **শ্রী অনুপ মন্ডল**,পিতা :- শ্রী অখিল মন্ডল, জাতি :- হিন্দু,পেশা :- ব্যবসা, সাং:- মোল্লার বিল, পো:- সমুদ্রগড়, থানা: পূর্বস্থলী, জেলা :- বর্ধমান, পিন:- ৭১৩৫১৯।
বিগত ইংরাজীর ৪ঠা জুন ২০১৫ সালে ৩৭১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করি শ্রী নিলয় শীল হইতে যিনি বিগত ইংরাজীর ১৯/০২/২০১৫ সালে পূর্বস্থলী এ ডি এস আর অফিস হইতে বহি ৪ এর ৫ নং আমমোক্তার নামা পত্রের মাধ্যমে মালিকাধীন হন যাহাতে আমমোক্তার দাতাগণ থাকেন এবং কিছু অংশ সরাসরি বিক্রেতা মাধ্যমে বিকৃত হয় যাহাতে **বিক্রেতা গণ হলেন - ১) দুলাল চন্দ্র সাহা, ২) নিলয় শীল,** এবং **আমমোক্তার দাতা গণ হইলেন ১) শ্রীমত্যা শোভা রানী শীল, ২) শ্রীমতি সীমা দাস, ৩) শ্রীমতি শীলা রায়চৌধুরী, ৪) শ্রীমতি লীলা দাস, ৫) শ্রীমতি মালা নাথ।**
অতএব আমি যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি আগামীতে তাহা আমি রেকর্ড করতে শুরু করিলে আমমোক্তার গণ বা আমমোক্তার দাতা বা সম্পত্তি এর আসল মালিকের বা কোনো প্রকার কোনোরূপ অভিযোগ, আপত্তি বা অন্যান্ন কিছু থাকিলে তাহা সরাসরি উপরুক্ত ঘোষণা কারকের নিকট জানাতে বাধ্য থাকিবেন বা যোগাযোগ করিবেন।
উপরুক্ত ঘোষণা সাপেক্ষে সম্পত্তি তপশীল
জেলা :- বর্ধমান, মৌজা :- সমুদ্রগর, খতিয়ান নং :- ৮৫২, ৯০৭, ২৮১১, ২৮৬৪, দাগ নং :- ২১৮৬, শ্রেণী:- শালী। মোট জমির পরিমান :- ৪.৯৫ শতক মাত্র।
PREPARED & DRAFTED BY ME
SANKHA SUBHRA SANTRA (ADVOCATE)
20/04/24. , REG NO: - F-1525/2017

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "The temporary provision of Air-Conditioning in the premises of Raiganj Polytechnic College during Counting of Poll at Raiganj, Uttar Dinajpur for ensuing Parliamentary General Election- 2024. "
NIQ No: DDED/NIQ- 01 of 2024-25, Bid submission closing date: 03.05.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এমসি/ডব্লুসি/ভিডিভারত/এসডিএএইচ/২৪, তারিখ ১৯.০৪.২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে সিঙ্গল প্যাকেট প্রণালীতে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম/বিবরণ :** শিয়ালদহ - এসডিএএইচ-তে বর্তমান এনসিসি পিট ০১-তে বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৮৪,৯১,৩৩৪.৪১ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,৬৯,৮০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ:** ৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ :** ২৯.০৪.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.১৫ মিনিট। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সহ টেন্ডার নথিপত্র এবং কাজের যোগ্যতামান **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। কোনও ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
(SDAH-33/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.
Regd. Office :52, Weston Street, Kolkata-700012, WB
CIN: L51109WB1983PLC035659
Ph:(033)2211 9688
Email: ushitatrading1983@gmail.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, the 07th Day of March, 2024 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st March, 2024.
For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/-
Santanu Bose
(Director)
Place : Kolkata
Date : 25-04-2024
DIN: 03316428

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/পাব/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/লোকো, তারিখ ২৬.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। **সিকোয়েন্স নং, লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপ : **এএ/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৭৯-২৪-২,** হাওড়া স্টেশনের (পুরনো কমপ্লেক্স) গেট নং ৩, ৪, ৫, ১০, ১১ ও ১২-র বর্তমান টাইম টেবিল বোর্ড (ব্যাকলিট) প্রতিস্থাপন করে ৩ বছর মেয়াদের জন্য ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **এএ/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৩-১,** ৩ বছর মেয়াদের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে বর্ধমান স্টেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ইনস্টল করা ৬টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ে তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অধিকার প্রদান। **এএ/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯৪-২৩-১,** ৫ বছর মেয়াদের জন্য ৫০:৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে হাওড়া স্টেশনে (পিএফ-৯) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ ডিজিটাল রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। **এএ/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯২-২৩-১,** হাওড়া স্টেশনের (পুরনো কমপ্লেক্স) বর্তমান নন-ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড (ফ্লেক্স) প্রতিস্থাপন করে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ৫০:৫০ সময় ভাগের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ ২টি ডিজিটাল টাইম টেবিল বোর্ড সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ। স্থান : স্টেশন ম্যানেজারের কার্যালয় এবং গেট নং ৩, ৪ ও ৫-এর মুখোমুখি ম্যুরাল সংলগ্ন হাওড়া স্টেশনের (পুরনো কমপ্লেক্স) নর্থ কনকোর্স। **এবি/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১,** বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-ওএসএন-২৭-২২-১,** বারুইপাড়া স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১,** ধনেখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১,** কইচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৫, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-ওএসএন-২৫-২২-১,** জনাই রোড স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৬, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-ওএসএন-৪৪-২২-১,** শক্তিগড় স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এবি/৭, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১,** গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার চুক্তি প্রদান। **এসি/১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১; এসি/২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১; এসি/৩, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১; এসি/৪, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১; এসি/৫, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১; এসি/৬, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১; এসি/৭, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১;** ৩ বছর মেয়াদের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসন (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোর (ডব্লুএপি-৪) বাহ্যিক পৃষ্ঠে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে (পিইউ পেন্টিং দ্বারা) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার। **এসি/৮, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১; এসি/৯, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১; এসি/১০, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১; এসি/১১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১; এসি/১২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১; এসি/১৩, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১; এসি/১৪, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১; এসি/১৫, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১; এসি/১৬, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১; এসি/১৭, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১; এসি/১৮, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১; এসি/১৯, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১; এসি/২০, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১; এসি/২১, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১; এসি/২২, এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১;** ৩ বছর মেয়াদের জন্য প্রাথমিকভাবে হাওড়া ডিভিসন (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোর (ডব্লুএজি-৫) বাহ্যিক পৃষ্ঠে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে (পিইউ পেন্টিং দ্বারা) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার। **অকশন শুরুর তারিখ/সময় :** ১৩.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।
(HWH-38/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড
(পূর্বে বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন নম্বরঃ (০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০১৫০০, টেলিফ্যাক্সঃ (০৩৩) ঃ ২২৩০৬৮৪৪
ই-মেইল ঃ secretarial.qcml@rpsg.in ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	২,২২৭.৬৩	১৩৭.১৭	২,০৯৫.৪৪	২,৬৪৫.৭৯	৩,২১০.৩৫
২.	লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে	২,২২৫.৮৬	১২৭.২১	২,০৬৩.০৭	২,৬০৭.৫৫	২,৩৭৬.৭২
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ থেকে ট্যাক্স পরবর্তী কার্যক্রম	১,৭৩০.৯৮	৯৪.১৯	১,৬৫১.৩৪	২,০১৫.১৭	১,৮৮৬.২৮
৪.	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) করের নেট	(২,৬১৫.০৭)	১৮,২৮৭.২২	(৭,৪৪৭.৮৩)	৩১,৫২৪.৮৭	-১৪,০৬৪.৭৬
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	১৭,৬৪২.১৬	৬৬,৩৮৭.২৯
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (চালিয়ে রাখার জন্য এবং কার্যক্রম বন্ধ) (প্রতিটি ১০ /- টাকা)					
	ক) মূল	১৭.৩১	০.৯৪	১৬.৫১	২০.১৫	১৮.৮৬
	খ) মিশ্র	১৭.৩১	০.৯৪	১৬.৫১	২০.১৫	১৮.৮৬
		বার্ষিক নয়				

মন্তব্য:
১. অডিট কমিটি এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছে এবং পরিচালনা পর্ষদ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় উপরের ফলাফলগুলি অনুমোদন করেছে।
২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশনা) প্রয়োজনীয়তা, প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ হওয়া আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস বিএসই-র ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ i.e www.qcml.in
৩. বর্তমান সময়ের উপস্থাপিত পরিসংখ্যানগুলি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে।

তারিখ : ২৯ এপ্রিল ২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
সুনীল ভাণ্ডারী
চেয়ারম্যান
DIN : 00052161

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করতে মহাকাশে বর্জ্য পরিষ্কার করবে জাপান

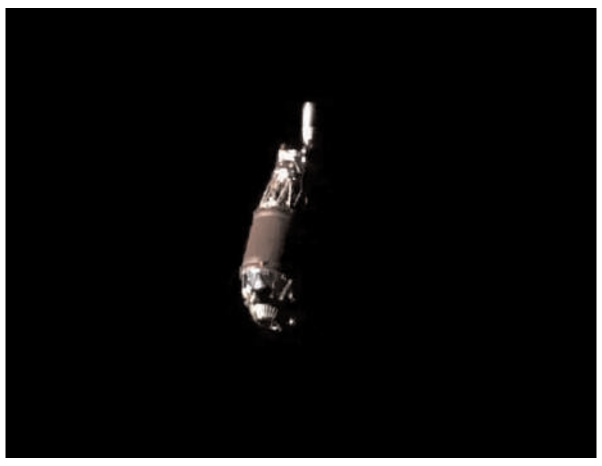

নিজেদের যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করতে মহাকাশে স্যাটেলাইটের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছে জাপান। এ জন্য প্রতিবছর মহাকাশ গবেষণা ও মহাকাশভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য প্রায় ৪০০ কোটি ডলার খরচ করে থাকে দেশটি। কিন্তু জাপানের মহাকাশ কর্মসূচিতে নতুন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাকাশ বর্জ্য। মহাকাশ বর্জ্য মূলত পুরোনো স্যাটেলাইট, রকেট উৎক্ষেপণের ধ্বংসাবশেষ, মহাকাশযান থেকে শুরু করে নভোচারীদের ফেলে আসা বিভিন্ন বর্জ্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। এসব বর্জ্য যেকোনো সময় ভয়ানক বিপদ তৈরি করতে পারে। তাই গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মহাকাশে অ্যাড্রাস-জে নামের স্যাটেলাইট পাঠিয়ে পুরোনো বর্জ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে অ্যাস্ট্রোস্কেল নামের জাপানি একটি সংস্থা। আপাতত পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথ থেকে বর্জ্য অপসারণের চেষ্টা করছে সংস্থাটি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আকাশ থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে। মহাকাশে থাকা বর্জ্য মহাকাশযানের জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ। কারণ, ছোট আকারের বর্জ্য বা সামান্য একটি স্ক্রুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মহাকাশযানের বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তাই ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানকে নিরাপদ করতে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য রোবোটিক হাত ব্যবহার নিয়েও গবেষণা চলছে জাপানে।

জানা গেছে, ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও ও অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বর্জ্য শনাক্ত করছে অ্যাড্রাস-জে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইটটির সার্বক্ষণিক কার্যক্রম জাপান ও যুক্তরাজ্য থেকে যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

প্ল্যানেট নাইন নিয়ে ফের আলোড়ন

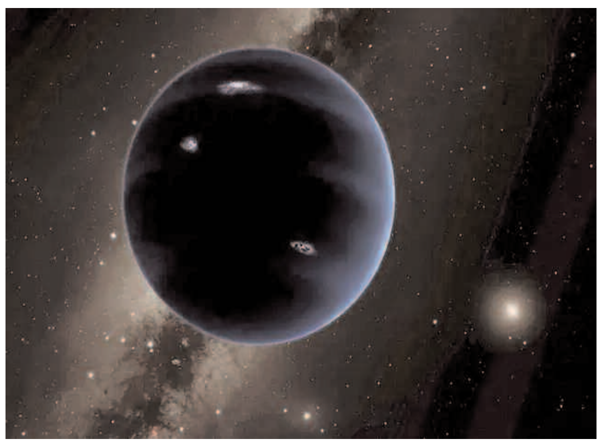

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক), ইউনিভার্সিটি কোট ডি'আজুর ও সাউথওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গ্রহবিজ্ঞানীরা 'প্ল্যানেট নাইন' নিয়ে আলোড়ন তৈরি করেছেন। গেল ১০০ বছর ধরেই নেপচুন গ্রহের পেছনে কোনো না কোনো গ্রহ আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। প্ল্যানেট নাইন নিয়ে ২০১৬ সালের পর বেশ কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। পৃথিবীর চেয়ে আকারে বড় এ গ্রহের সম্ভাব্য কক্ষপথের ধারণা ২০২১ সালে প্রকাশ করা হয়। গ্রহটির অস্তিত্ব নিয়ে নতুন প্রমাণ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের জার্নাল 'লেটারস'এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১৫ সালে প্রথম ক্যালটেকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের শেষ প্রান্তের কাছে নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে বেশ কয়েকটি বস্তুকে একত্র অবস্থায় দেখতে পান। তাত্ত্বিকভাবে সেই গুচ্ছ আকারের মহাজাগতিক বস্তু কোনো অজানা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ টানে তৈরি হয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই অজানা গ্রহকে 'প্ল্যানেট নাইন' নামে ডাকা হচ্ছে।

গবেষকেরা গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করছেন।

প্রথমে ধারণা করা হয়, পৃথিবী সূর্যকে যে পথে ভ্রমণ করে, তার চেয়ে ৪০০-৮০০ গুণ বড় আকারের কক্ষপথে প্ল্যানেট নাইট ঘুরছে। গ্রহটির ভর পৃথিবীর চেয়ে ৫-১০ গুণ ও ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের চেয়ে ২-৪ গুণ বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আবারও গবেষকেরা গ্রহের অস্তিত্ব নিয়ে বেশ কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। একাধিক কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে নতুন গ্রহটির অস্তিত্ব জানা যাচ্ছে। গ্রহের গ্যালাকটিক জোয়ারের কারণে মহাকর্ষীয় বস্তু গুচ্ছ আকারে অবস্থান করছে। গ্যালাকটিক জোয়ার অনেকটা আমাদের চাঁদের আকর্ষণের কারণে জোয়ারের বিষয়টির সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্ল্যানেট নাইনের জন্য চিলির ভেরা রুবিন অবজারভেটরির মাধ্যমে ভবিষ্যতে গবেষণা করা হবে বলে জানা গেছে। প্ল্যানেট নাইনের এখনো কোনো স্বীকৃত নাম নেই। যদি আসলেই প্ল্যানেট নাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন গ্রহটির নাম ঠিক করবে। সাধারণত গ্রহের আবিষ্কারক বা তাঁদের প্রস্তাবিত নাম দেওয়া হয়। জ্যোতির্বিদ ব্যাটিগিন ও ব্রাউন অজানা গ্রহকে প্রথম প্ল্যানেট নাইন বলে অভিহিত করেন। ২০১৮ সালে গ্রহটির নাম গায়ক ডেভিড বাউয়ির নামে নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

২০১৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানী লরেঞ্জো ইওরিও গ্রিক শব্দ অনুসারে গ্রহটির নাম দেন 'টেলিস্টো'। এখন দেখা যাক, প্রমাণের মাধ্যমে সৌরজগতের তালিকায় নতুন গ্রহের নাম দেখা যায় কি না।

নেহেরু ট্রফি নৌকা প্রতিযোগিতা

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ এপ্রিলঃ কেরালা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষা একটি রাজ্য। রাজ্যটি ঈশ্বরের নিজস্ব দেশ বা গডস্ ওন কান্ট্রি নামেও পরিচিত। এই রাজ্যে হয়ে থাকে এক বিখ্যাত নৌকা প্রতিযোগিতা যার স্থানীয় নাম ভাল্লাম কালি এবং সমগ্র ভারতে এই প্রতিযোগিতা নেহেরু ট্রফি নৌকা প্রতিযোগিতা নামে বিখ্যাত। কেরালার বিখ্যাত ওনাম বা বাৎসরিক ফসল কাটা উৎসবের পঞ্চম দিনে সারা রাজ্য জুড়ে এই নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা খুব হৈচৈ করে পালন করা হয়। কেরালা নদী,নালা ও হ্রদের দেশ। সমুদ্রের সমান্তরাল যে হ্রদমালা রয়েছে সেই সব এলাকায় এই প্রতিযোগিতার উত্তম স্থান। বড় বড় নৌকাতে একশ জন প্রতিযোগী গান গাইতে গাইতে অংশ নেয়। ৪০ থেকে ৫০ টি নৌকা অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা দেখতে হ্রদের দুই পাশে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে ও নিজ নিজ গ্রামের দলকে সমর্থন করে। অতীতে ১৩ শ শতকে স্থানীয় রাজারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হত। এই যুদ্ধের জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন নৌকার প্রয়োজন হত। সেইজন্য নৌকা খুব লম্বা করা হত। নৌকার সাপ আকারের জন্য এই প্রতিযোগিতা স্নেক বোট রেসও বলা হয়ে থাকে। সেই যুদ্ধের ইতিহাসকে মাথায় রেখে আজকের ভাল্লাম কালি উৎসব। বিখ্যাত রেসগুলির মধ্য নেহেরু ট্রফি বোট রেস পুন্নামুডা লেক, আলাপ্পুজায় অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ত্রিশূরে কান্দসঙ্কাদাভু বোট রেস ও কোল্লামের অস্টমুডি লেকে প্রেসিডেন্ট ট্রফি বোট রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। জাতি,ধর্ম নির্বিশেষে সবাই বাঁধা পরে প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে। দেশ বিদেশের পর্যটকের সমাগম হয় এই নৌকা প্রতিযোগিতা দেখতে। তাহলে আর দেরি করবেন কেন? এখনো ট্রেনের টিকিট সংরক্ষণের যথেষ্ট সময় আছে। টুর প্ল্যান ঠিক করে নিন। আনন্দভ্রমণে মুক্ত বিহঙ্গের মত ইচ্ছাডানা মেলে ভেসে পড়ুন। এই বছর পুন্নামুডা লেক, আলাপ্পুজায় ১০ই আগস্টে নেহেরু ট্রফি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিভাবে যাবেন শালিমার থেকে(রবিবার, মঙ্গলবার) সরাসরি আলাপ্পুজা বা আলেপ্পির ট্রেন যায় ২২৬৪২ ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল এস.এফ এক্সপ্রেস। রাত ১১.৫০ ছেড়ে তৃতীয় দিন ট্রেন বিকেল ৪-১৫ পৌঁছে যায়। তবে আমি বহু আগে পরিবার নিয়ে নিজেরাই যাই। আমাদের পথ ছিল চেন্নাই - এরনাকুলাম -পেরিয়ার কোট্টায়াম - আলেপ্পি- ত্রিবান্দ্রাম -কন্যাকুমারী -চেন্নাই -হাওড়া। কোট্টায়াম যাবার কারণ ছিল ব্যাক ওয়াটার ভ্রমণ। খুব সস্তায় গদি আঁটা কান্ট্রিবোটে বাড়ির উঠান, বাগান, খেত খামার ও ভেম্বানদ লেকের পাশ দিয়ে গিয়ে তিন ঘন্টায় আলেপ্পিতে পৌঁছে দিয়েছিল। আলেপ্পির সমুদ্র কিনারে সূর্যোদয়ের লালিমার স্মৃতি আজও মনে বেশ রেখে গেছে। আর নৌকা প্রতিযোগিতা তো আছেই। পরিশিষ্ট অনেকে ভাবতেই পারেন, দূর মশাই, এই বয়সে কে এইসব হ্যাপা নেবে! ঠিক কথা। গ্রুপের বাৎসরিক জাঙ্গল সাফারি, রথযাত্রা ও ইলিশ উৎসবের সঙ্গে অনেক পরিচিত জায়গায় ভ্রমণ হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের আপন দেশে বাবা শিবেন্দ্র যদি একটু প্রসন্ন দৃষ্টি দেন তাহলে একটা নতুন আঙ্গিকের ভ্রমণ হতেই পারে। সবাই হ্যাপাহীন হ্যাপি ভ্রমণ কামনা করে। আসুন ভাষা না বুঝেলেও অসম্ভব সুন্দর সুরেলা গানের তালে কি রকম প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে তা দেখে নিই।

অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসার, মামলা বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

কদমতলা (ত্রিপুরা), ২৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণের দিন তথা গত ২৬ এপ্রিল বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নং পুলিং স্টেশনে কর্তব্য পালন করার সময় অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার ঘটনায় একটি মামলা নিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ। মামলায় মূল অভিযুক্ত করা হয়েছে বিজেপির উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাসকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের দিন কাজল দাস সহ আরও কয়েকজন মিলে অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পরবর্তীতে অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। সে মোতাবেক কদমতলা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এফআইআরএর ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলার নম্বর ২৬২০২৪। মামলা হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩, ৩৩২,৩৪ এবং আরপি অ্যাক্টের ১৩১ ধারায়। পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিও ফুটেজ পুলিশের কাছে এসেছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভিডিও ফুটেজে বিজেপি উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাসকে শনাক্ত করা হয়েছে।

রাশিয়ার অব্যাহত হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছি ঃ ইউক্রেনের সেনাপ্রধান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল ওলেক্সান্দার সাইরস্কি বলেছেন, রাশিয়ার অব্যাহত হামলায় অনেক জায়গা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন ইউক্রেনের সেনারা। গতকাল তিনি এ কথা বলেন। বার্তা আদানপ্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ইউক্রেনের সেনাপ্রধান বলেছেন, অনেক দিক থেকে রুশ বাহিনীর অব্যাহত হামলায় রণক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। রাশিয়ার হামলার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছেন ইউক্রেনের সেনারা। রাশিয়ার হামলার মুখে সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে বেশ কিছু অবস্থান থেকে সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিবিসি বলছে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংকটে যুদ্ধে প্রতিনিয়তই ইউক্রেনের অবস্থান দুর্বল হচ্ছে। আর এই সুযোগই কাজে লাগাচ্ছে সৈন্য ও সামরিক দিক থেকে কিয়েভের চেয়ে শক্তিশালী রুশ বাহিনী।

যুদ্ধে ইউক্রেনকে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কিয়েভকে নতুন করে অস্ত্র দেওয়া সংক্রান্ত ৬১ বিলিয়ন ডলারের একটি বিল কয়েক মাস আটকে থাকার পর গত সপ্তাহে তাতে অনুমোদন দিয়েছেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা।

যত দ্রুত সম্ভব কিয়েভে নতুন করে অস্ত্র পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওয়াশিংটন। এতে করে জরুরি হয়ে পড়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাবে ইউক্রেনীয় বাহিনী।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল সাইরস্কি আরও বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। দোনেৎস্কের কিছু অবস্থান থেকে পিছু হটে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করছেন ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে গত ফেব্রুয়ারিতে পদত্যাগ করেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি।

এরপরই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জেনারেল ওলেক্সান্দার সাইরস্কি। চলতি মাসের শুরুর দিকে জেনারেল সাইরস্কি সতর্ক করে বলেছিলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য সার্বিক পরিস্থিতি উল্লেখ করার মতো অবনতি ঘটেছে।

২০২৪এ আরোহান ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেসকে ভারতের সেরা কর্মস্থলের মধ্যে সনাক্ত করা হয়েছে

মুম্বাই, ২২ এপ্রিল ঃ আরোহান ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, একটি নেতৃত্ব মূলক গক্কক্ষক্ট গ্বক্ষ্ এবং আদর্শ মণ্ডিত আবিষ্কার গ্রুপের একটি অংশ, ১৯টি রাজ্যে চালিত, ভারতের সেরা কর্মস্থলের মধ্যে ক্কক্ষক্ষ্ ২০২৪-ূএ শীর্ষ ২৫ এর মধ্যে সনাক্ত হয়েছে এই সনাক্তকরণটি সম্মানিত গ্রেট প্লেস টুওয়ার্ক এ ইনস্টিটিউট দ্বারা অনুসন্ধান পরীক্ষা করার পরে দেওয়া হয়েছে, যা কোম্পানির অসাধারণ মানুষের অনুশাসনিক অনুশাসন এবং তার কর্মকর্তাদের জন্য একটি উচ্চ-বিশ্বাস, উচ্চ-কর্মক্ষমতা সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা প্রাপ্ত করে এই গৌরবময় সনাক্তকরণে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন, আরোহান ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের হেড অফ এইচআর, টিএনডি, অ্যাডমিন, এবং সিএসআর মিসেস কাঞ্চন ব্যানার্জি,আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার - আমাদের কর্মচারীদের কাছ থেকে আবার ও বৈধতা পাওয়া আমাদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত এই সনাক্তকরণটি আমাদের শ্রম শান্তি থেকে মূল্যবান পরিচিতি দেয়, আমাদেরকে সামর্থ্যদান করে বিশ্বাসযোগ্য, উচ্চ-কর্মক্ষমতা সংস্কৃতি সম্পাদন করার জন্য নতুনত্ব আবিষ্কার করতে এটি আমাদেরকে আমাদের পরিবেশের মধ্যে সর্বোত্তম কর্মস্থল হিসাবে প্রথম স্থানে আসার আগ্রহ দেখায়আরোহান ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত ভাবে একটি প্রতিশ্রুতি দেখা যে ছেযাতে কর্মস্থলের পরিবেশকে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, উন্নতি উত্সাহিত করা, এবং সাংঘাতিকতা সৃষ্টি করা হয় এই সনাক্তকরণটি কোম্পানির উত্কৃষ্টতার প্রতি প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করে এবং তার চলমান প্রচেষ্টা দেখা যায় যে এটি একটি কর্মদক্ষতা প্রণালী তৈরি করতে সচেষ্ট যা শুধুমাত্র উত্পাদক নয়, বরং এটির জন্য লাভজনক হবে আরোহান ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড যখন এহ অর্জনকে উদযাপন করছে, তখন এটি ফাইনান্সিয়াল সেবাগুলির উদাহরণমূলক কর্মপরিচালনার দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, যা ক্কক্ষক্ষ্ সেক্টরে উত্কৃষ্ট প্রথাগুলির সনাক্তকরণ করে প্রতিষ্ঠানের মান স্থাপন করে যা ট্রাস্ট, কর্মক্ষমতা এবং কর্মী সন্তুষ্টির সংস্কৃতি তৈরি করতে চেষ্টা করে।

রেজিনগরের পর বেলডাঙা, ভোটের আবহে ফের বোমা বিস্ফোরণ, ভোটের আগেই আতঙ্ক মুর্শিদাবাদে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বোমা উদ্ধার ও বিস্ফোরণ নিয়ে রবিবার সকাল থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল রেজিনগরে। সোমবার ফের বোমা বিস্ফোরণ হল বেলডাঙায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাশাপাশি দুই বিধানসভায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। যার ফলে তৃতীয় দফা ভোটের আগে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষ।এ দিন বেলডাঙা থানার ঝুনকা মাঝপাড়া এলাকায় সকাল আটটা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পাশের বাড়ির রান্নাঘরের টালির চাল উড়ে গিয়েছে। মজুত করে রাখা বোমা অতিরিক্ত গরমের ফলে ফেটে গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, নির্বাচন আসতেই রেজিনগর ও বেলডাঙা নিজের চেহারা নিতে শুরু করেছে। দিনকয়েক আগে নাজিরপুর বিকলনগর এলাকায় তৃণমূল গোষ্ঠীর বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ওই ঘটনায় জখম হন বেশ কয়েকজন। এরপর ভরতপুরের সরডাঙা বিন্দারপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে দুই মহিলা-সহ দশজন জখম হন। রবিবার রেজিনগরের নাজিরপুরর আর্বজনার স্তূপ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা। তদন্তে নেমে পুলিশ ২৪টি তাজা বোমা উদ্ধার করে।

ওই ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিস্ফোরণের তীব্রতায় ফের কেঁপে ওঠে রেজিনগরের পাশের বিধানসভা বেলডাঙার ঝুনকা। বিস্ফোরণে যে সময় বাড়ির রান্নাঘরের টালির চাল উড়ে গিয়েছে সেই সময় গৃহকর্ত্রী আইসডিএস কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। মর্জিনা খাতুন বলেন, আমি বাড়িতে থাকলে জখম হতাম। আমার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

Name Change
I NILUFA PURKAIT, WIFE OF NASIR PURKAIT, RESIDING AT VILL- PASCHIM PANCHLA, PO DHUNKI, HOWRAH RURAL-711322, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NILUFA BEGUM PURKAIT VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOWRAH VIDE AN AFFIDAVIT NO 94AB 526093 ON 08/04/2024.THAT NILUFA PURKAIT AND NILUFA BEGUM PURKAIT BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ABDUL RAHIM MIA, SON OF JAHANGIR MIYA, RESIDING AT VILL-MANIGRAM, PO DHARAMPUKURIA, PS BONGAON, BONGAON-743235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL RAHIM MIYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024. THAT ABDUL RAHIM MIA AND ABDUL RAHIM MIYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ATIBAR ANCHRA, SON OF MAHALAM ANCHRA, RESIDING AT VILL -DHUNKI, PO DHUNKI, PS PANCHLA, DIST HOWRAH RURAL-711322, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIYAR ANCHRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT ATIBAR ANCHRA AND ATIYAR ANCHRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SABITA RANI DHAL, D/O RAMCHANDRA DHAL, W/O SOUMITRA MUKHERJEE, R/O 392F, DAKSHIN BEHALA ROAD, SARSUNA, PS SARSUNA, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJATA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT SABITA RANI DHAL AND SUJATA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AMAL DAS, SON OF JYOTISH CHANDRA DAS, RESIDING AT KEUTIA BAZARPARA, PO KEUTIA, PS BHATPARA, DIST BARRACKPORE-743126, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAL KUMAR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE VIDE AN AFFIDAVIT NO 86 ON 22/03/2024.THAT AMAL DAS AND AMAL KUMAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PANSILA CHETTRI, DAUGHTER OF UMESH CHETTRI, RESIDING AT WARD NO 08, MAHENDRA GAON,PO MIRIK, DARJEELING-734214, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANSHILA CHETTRI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT PANSILA CHETTRI AND PANSILA CHETTRI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,OM PRAKASH AGRAWAL, S/O LATE DWARIKA PRASAD AGRAWAL, R/O 105/1, BIDHANNAGAR ROAD, SUN CITY, BLOCK -E, FLAT NO 603, 6TH FLOOR, PO ULTAGANGA, PS MANICKTALA, KOLKATA -700067, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS OM PRAKASH AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT OM PRAKASH AGRAWAL AND OM PRAKASH AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TASLIMA BIBI AND TASNIMA,WIFE OF JAHANGIR MIYA, RESIDING AT VILL-MANIGRAM, PO DHARAMPUKURIA, PS BONGAON,BONGAON-743235, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TASLIMA MIYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT TASLIMA BIBI AND TASNIMA ALSO TASLIMA MIYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ARPITA SUTRADHAR, DAUGHTER OF SANKAR MONDAL, RESIDING AT 185/1 PICNIC GARDEN ROAD, PO-TILJALA, PS-KASBA, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARPITA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT ARPITA SUTRADHAR AND ARPITA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mohammed Taher (old name) S/O Late Abdul Karim, residing at 4B, Shah Aman Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Tahir (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Md Tahir (new name) and Mohammed Taher (old name) both are same identical person.

Name Change
I JAHANGIR MIA AND JAHANGIR MEYA, SON OF CHAMSAR MIYA, RESIDING AT VILL-MANIGRAM, PO DHARAMPUKURIA, PS BONGAON, BONGAON-743235, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANGIR MIYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT JAHANGIR MIA AND JAHANGIR MEYA ALSO JAHANGIR MIYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KARUNA MANAB SANYAL, D/O GNYANENDRA CHANDRA SARKAR,R/O SHANTI NAGAR COLONY PALTA, PO BENGAL ENAMEL, PS NOAPARA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743122, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARUNA SANYAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE ON 18/04/2024, THAT KARUNA MANAB SANYAL AND KARUNA SANYAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammed Tahir (old name) S/O Late Abdul Karim, residing at 4B, Shah Aman Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Tahir (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Md Tahir (new name) and Mohammed Tahir (old name) both are same identical person.

Name Change
I YEASMIN BEGUM, W/O- SEIKH MUKHTAR ALI, R/O- T-175/A, MITHA TALAB (BARA BAGAN) LANE,BARTALA, KOLKATA-700018,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BANO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT YEASMIN BEGUM AND YASMIN BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUDIPTA DAS,WIFE OF SUBIR BURMAN, RESIDING AT 28/B KALIDAS SINGHEE LANE, PO-RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA -700009, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDIPTA BURMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT SUDIPTA DAS AND SUDIPTA BURMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SANDHYA AGRAWAL, D/O LATE PAWAN KUMAR SULTANIA, W/O OM PRAKASH AGARWAL, R/O 105/1, BIDHANNAGAR ROAD, SUN CITY, BLOCK -E, FLAT NO 603, 6TH FLOOR, PO ULTAGANGA, PS MANICKTALA, KOLKATA -700067, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDHYA AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT SANDHYA AGARWAL AND SANDHYA AGRAWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Yagdutt Sharma S/o. Babu Lal Sharma R/o. 368J, Nirjhar Apartment, 1st Floor, S.N. Roy Road, P.O.- Sahapur, P.S. New Alipore, Pin-700038 shall henceforth be known as Yagyadutta Sharma. I declare that Yagyadutta Sharma and Yagdutt Sharma is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-04-2024.

Name Change
I NEHA BHAGAT, DAUGHTER OF LALIT KUMAR SHARMA, RESIDING AT GUEST ROON NO-3,OFFICERS MESS, 505 ASC BN,TENGA VALLEY, ANRUNACHAL PRADESH, PIN-790116. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA SANGAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT NEHA BHAGAT AND NEHA SANGAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Zaibun Nessa (old name) W/O Md Tahir, residing at 4B, Shah Aman Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Zaibun Nisha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Zaibun Nisha (new name) and Zaibun Nessa (old name) both are same identical person.

Name Change
I RIYA HALDER, DAUGHTER OF BISWANATH HALDER, RESIDING AT R.K PALLY, KADARAT, RAJPUR, SONARPUR, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700150,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIA HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024. THAT RIYA HALDER AND RIA HALDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHAMPA BEGAM SHEIKH, W/O JAKIR HOSSAIN, R/O 53/2, RAJPUR PARA LANE, SANTIPUR, NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAMPA MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT CHAMPA BEGAM SHEIKH AND CHAMPA MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Faizuddin Ahmed (old name) S/O Late Kamaluddin Ahmed, residing at 6B, Shah Aman Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Noushad Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Noushad Ahmed (new name) and Faizuddin Ahmed (old name) both are same identical person.

Name Change
I DINESH GIRIA, SON OF MOHAN LAL GIRIA, RESIDING AT 35,DR ABANI DUTTA ROAD, BLOCK-A, FLAT-73, HOWRAH -711106, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DINESH KUMAR GIRIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT DINESH GIRIA AND DINESH KUMAR GIRIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAIKH BASED ALI, SON OF SHAIKH MANSUR ALI, RESIDING AT VILL- AMILYA GANGARAMPUR, PO-MANDRA, HOOGHLY -712301,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH BASED ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT SHAIKH BASED ALI AND SEKH BASED ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sudhir Chandra Mazumder (old name) S/O Upendra Nath Majumder, Presently residing at VILL- Rabindra Nath Colony, P.O.- kalyani, Ranaghat, 741235, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sudhir Chandra Majumder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Sudhir Chandra Majumder (new name) and Sudhir Chandra Mazumder (old name) both are same identical person.

Name Change
I BIJAN DUTT GUPTA, SON OF ANIL DUTTA GUPTA, RESIDING AT CB-62,SECTOR-1, SALTLAKE, PS-BIDHANNAGAR NORTH, NORTH 24 PARGANAS -700064,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAN KUMAR DUTTA GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT BIJAN DUTT GUPTA AND BIJAN KUMAR DUTTA GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Dhananjoy Saha (old name) S/O Kshetramohan Saha, residing at Dinabandhu Nagar, North 24 Parganas, Bongaon, Pin- 743235, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dhananjay Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Dhananjay Saha (new name) and Dhananjoy Saha (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Omar Ali Khan S/O Late Anowar Ali Khan, declare that my father said name Md Anawar Ali Khan (old name), Residing at Kanakpur, Kaikala Haripal, Hooghly Rural, Pin- 712405, West Bengal, India, have changed my father name to (shall henceforth be known as) Anowar Ali Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Anowar Ali Khan (new name) and Md Anawar Ali Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD JEARAT SK S/o-ISKANDAR SK, Residing at Vill- Dayanagar, Post- Sujapur, Ps - Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD JEARAT SK To JEARAT SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JEARAT SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, JEARAT SK and MD JEARAT SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, Ruma Das (old name) W/O Sree krishna Das, Presently residing at Vill-Mrizapur APC Road, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruma Kundu Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Ruma Kundu Das (new name) and Ruma Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Susmita Pal (old name) W/O Amrit Sarkar, Presently residing at Magnolia Oxygen, Flat- 1004, Block- C3, Rajarhat, Pin- 700135, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Susmita Ghosh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/04/2024. Susmita Ghosh (new name) and Susmita Pal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি রামপ্রসাদ গায়েন (Ramprosad Gayen)(Old name) পিতা দুলাল চন্দ্র গায়েন ঠিকানা গ্রামঃ চাঁদপুর, থানাঃ সোনারপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা 700150, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের Affidavit date 27/02/2024 দ্বারা রাম প্রসাদ গায়েন (Ram prasad Gayen) নামে পরিচিত হলাম। রামপ্রসাদ গায়েন (Ramprosad Gayen)(Old name) এবং রাম প্রসাদ গায়েন (Ram prasad Gayen) একই ব্যাক্তি।

লোকসভা নির্বাচনে কে মাথায় রেখে এক অভিনব প্রচার শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কলকাতার প্রাচীনতম জান ট্রামের মধ্যে দিয়ে । এদিন উদ্বোধন করেন নির্বাচন কমিশনার ডঃ আরিজ আবতাব ও পুলিশ কমিশনার ভিনিত কুমার গোয়াল উপস্থিতিতে ধর্মতলার ট্রাম ডিপোতে । ছবি - সুবল সাহা

ভয়ংকর গরমে শুকিয়ে গেছে নদী-ঝোরা, জলসংকটে বন্য প্রাণীরাও! সরব পরিবেশপ্রেমীরা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৯ এপ্রিল ঃ উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাব চলছে প্রায় সর্বত্রই। অন্যান্য জায়গার মতো গত কয়েকদিনের প্রখর রৌদ্র ও অনাবৃষ্টির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উত্তরের জঙ্গলেও। ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী শুকিয়ে গেছে এই গরমের কারণে। চেল, ঘিস, জলঢাকার মতো বড় নদী, আবার কালীখোলা, রোমতির মতো ছোট-ছোট ঝোরাগুলিও শুকিয়ে গেছে। অথচ এই সব নদীর এবং ঝোরার জল কোনও না কোনও ভাবে বিভিন্ন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। জঙ্গলের ভেতরের বিভিন্ন ঝোরাতেও পর্যাপ্ত জল নেই বলে দাবি পরিবেশপ্রেমীদের। যার জেরে বন্যপ্রাণীদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরাও। জঙ্গলে তেষ্টা নিবারণের জন্য মূলত এই ঝোরা বা নদীগুলির উপরই নির্ভর করতে হয় বন্যপ্রাণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাখিদের। সেই নদী ও ঝোরাগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় পশু-পাখিদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে আশঙ্কা বোধ করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে পরিবেশপ্রেমী সংস্থা থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন। এই চেল, ঘিস, জলঢাকা-সহ ছোট ঝোরাগুলি, তারঘেরা, কাঠামবাড়ি, গরুমারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কম-বেশি সব ছোট নদী বা ঝোরাগুলি কোথাও শুকিয়ে গেছে, কোথাও শুকিয়ে যেতে বসেছে। এইসব নদী বা ঝোরাগুলি থেকেই নিয়মিত জল পান করে বন্যপ্রাণী বা পাখি। এই সব জঙ্গলে রয়েছে হাতি, লেপার্ড, হরিণ, বাইসন, বুনো শূকর, ময়ূর-সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পরিবেশপ্রেমীরা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন। প্রতিদিনই প্রায় পাল্লা দিয়ে উষ্ণতা বেড়ে চলায় এই সময় বুনোদেরও ব্যাপক জলের প্রয়োজন পড়ে। গরম থেকে বাঁচতে নদী বা জলাশয়ে নেমে স্নান করে বন্যপ্রাণীরা। তবে ঝোরাগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় ঠিক মতো জল পাচ্ছে না বন্যপ্রাণীরা। যে কারণে তারা লোকালয়ে চলে আসছে বলেও খবর মিলেছে। ফলে, মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের আশঙ্কাও দেখা যাচ্ছে। মালবাজারের পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্র বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে জলাশয়গুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। গত দু-তিন বছর ধরেই এই ধারা দেখা যাচ্ছে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের। জঙ্গলে কৃত্রিম জলাশয়ের সংখ্যা আরও বাড়ানো হলে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই সময়ে বিভিন্ন চা-বাগান ছোট ছোট ঝোরাগুলিতে বাঁধ দিয়ে সেই জল চা-বাগানে নিয়ে নেয়। যার ফলে, ঝোরার জল আর জঙ্গলে পৌঁছতে পারে না। পশুপ্রেমী দিলীপ চৌধুরী বলেন, 'মানুষের মতোই প্রচণ্ড গরমে বন্যপ্রাণীদেরও কষ্ট হয়। তখন তারা নদী বা ঝোরাগুলি খোঁজে মূলত স্নান করে শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য। আর জঙ্গলের ঝোরা বা নদীগুলি শুকিয়ে যাওয়া জঙ্গলের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। দ্রুত বন দফতরের এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।' বন দফতরের এক অফিসার রাজকুমার পালের মতে, জঙ্গলে যে বড় নদীগুলি আছে সেগুলি বন্যপ্রাণীদের জলের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে উপযুক্ত। এ ছাড়া কৃত্রিম জলাশয়গুলির সংস্কার করা-সহ পুরো বিষয়টিতে নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার আগে পুরসভা ইস্যু নিয়ে চাঁচলে ব্যাকফুটে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার মালদার চাঁচল বিধানসভার তুলসিহাটায় নির্বাচনী জনসভায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তার আগেই পুরসভা ইস্যু নিয়ে চাঁচল সদরে ব্যাকফুটে তৃণমূল। চায়ের দোকান থেকে রকের আড্ডা প্রত্যেক জায়গাতেই রাজনীতির আলোচনায় উঠে আসছে পুরসভার ইস্যু।যার ফলে ক্রমশঃ অস্বস্তি বাড়ছে শাসক দলের। রাজ্যের একমাত্র মহকুমা সদর চাঁচল যেখানে দীর্ঘ কুড়ি বছরে দুইবার পুরসভা হওয়ার কথা ঘোষণা হলেও এখনো চালু হয়নি। একদা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি চাঁচলে একুশের বিধানসভা ভোটে পুরসভার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখেই লড়েছিল তৃণমূল। নির্বাচনী জনসভায় ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৃণমূলকে জেতালেই পুরসভা হবে। কিন্তু নীহার ঘোষ বড় ব্যবধানে জিতলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। মাঝে ২০২৩ সালে মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে চাঁচলবাসীর পুরসভার স্বপ্নে জল ঢেলে দিয়েছেন মমতা। নীহাররঞ্জন ঘোষ পুরসভার আবেদন করলে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে ছিলেন পুরসভা এখন হবে না। এদিকে চাঁচলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, কোর্ট, কলেজ থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে। কিন্তু পুরসভা না হওয়াই পরিকাঠামগত সমস্যায় উন্নয়নের দিকে অনেকটাই পিছিয়ে চাঁচল পার্কিং, ফুটপাথ বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে অপরিকল্পিত নগর পরিকল্পনায় বহু সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে মানুষকে। এই ইস্যুর প্রভাব যে ভোট বাক্সে পড়বে তা বলাই বাহুল্য। এখনো পর্যন্ত সদর এলাকায় তেমনভাবে তৃণমূলের কোনো হেভিওয়েট প্রচারে আসেননি। মানুষের অভিযোগ জবাব দিতে পারবে না বলে বড় কেউ প্রচারে আসছে না সদর এলাকায়। মঙ্গলবার তুলসিহাটা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে কিছু বলেন কিনা সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক চ্যাটার্জী বলেন, এটা চাঁচলের মানুষের আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা হয়েছে। এর জবাব তো দিতেই হবে। আইনজীবী সুবেশ মিত্রর বক্তব্য, মনে হয় না এই জীবনে আর পুরসভা দেখে যেতে পারবো। মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক কিছু বলবেন এমনটা আশাও আর করছি না। বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের আশ্বাস, তৃণমূল সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। পুরসভা আমরাই করব। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর কটাক্ষ,চাঁচলের মানুষকে অপমান করেছে তৃণমূল। মানুষ এবার সেটা ভোটে বুঝিয়ে দেবে।

ইজ দিস চিফ মিনিস্টার? মুখে অশালীন ভাষা নলহাটিতে বললেন মহাগুরু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ এপ্রিল ঃ ইজ দিস চিফ মিনিস্টার? মুখে অশালীন ভাষা নলহাটিতে বললেন মহাগুরু। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর কপ্টার নলহাটি পাহাড়ে নির্ধারিত সময়ে নামলেও, ভক্তরা তাঁকে ভালোভাবে দেখতে না পেয়ে হতাশ হন অনেকেই। মিঠুন চক্রবর্তী গাড়িতে সোজা হোটেলে চলে যান। গাড়ি থেকে একবারও নামেন নি। তারপর নলহাটি শহর এলাকায় রোড শো করে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের আকালিপুরের মাঠে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেব তনু ভট্টাচার্য্যর সমর্থনে জনসভা করেন। রোড শো- র আগে নলহাটিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে তীব্র আক্রমনাত্মক সুরে কথা বলতে শোনা যায়। বীরভূম লোকসভার তৃণমূল সাংসদ প্রার্থী শতাব্দী রায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথে হাঁটেন নি তিনি। একইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক তথা ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী নিয়ে তার সুসম্পর্কের কথা বললেও, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। তিনি বলেন, ইনি কি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? তার মুখে অশালীন অসভ্য ভাষা। উনি বলেছেন, স্লিপ অফ টাং। তা হবে কেন? উনার মুখ দিয়ে সব কথা বের হয়ে যায়, হাত থেকে বের হয়ে যায়। এদিন গদ্দার বলা প্রসঙ্গে মহাগুরু বলেন, আমি কারও বাবা। আমার ছেলে আছে। আমারও কেউ বাবা। এভাবে বলা যায়? আমাকে গদ্দার বললে, আমি উনাকে গদ্দারি বলবো। এনাফ ইজ এনাফ। মহিলা বলে ছাড় পাবেন না। সমাজে যেমন সীতা আছেন, তেমনি সুর্পনখাও আছে। সমগ্র ভোটারদের বর্তমান রাজ্যসরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে সচেতন করে তিনি বলেন, এবার সরকার পরিবর্তন না হলে, মানুষকে আরও বড়ো দুর্নীতির মুখে পড়তে হবে। কেউ ওদের আঁটকানোর থাকবে না। পাশাপাশি, মুসলিম ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিভ্রান্ত হবেন না। সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন নয়। আরেকটি কথা বলি, মুসলিম তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্ক নয়। দুর্নীতি তাদের ভোট ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি, তিনি বলেন, রাজ্যসরকারের প্রশাসনকে বলবো, নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে, তাহলেই খেলা শেষ হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য বর্ধমানে মাঠ নিয়ে জটিলতায় ক্ষোভ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ আগামী মে মাসের ৩ তারিখে বর্ধমানে প্রচার সভা করতে আসার কথা আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য বি.ডি.এ (বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অর্থারিটি) এর পক্ষ থেকে মাঠ না দেওয়ার অভিযোগ তুললেন বর্ধমান- দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আগামী ৩ মে বর্ধমানে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্য বর্ধমানে দুটি মাঠ সনাক্ত করা হয়। একটি গোদার হেলথ-সিটির মাঠ ও অন্যটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থায় এস.এ.আই এর মাঠ। যেহেতু কেন্দ্রীয় সংস্থার মাঠ টি বন জঙ্গলে ভর্তি রয়েছে, তাই হেলথ-সিটির মাঠ টি প্রশাসনের(বি.ডি.এ) কাছে চাওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সোমবার দিলীপ বাবু, জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব কে নিয়ে বর্ধমানের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোদার হেলথ সিটির মাঠটি পরিদর্শন করতে যান। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজি তা সহ অঞ্জন মুখার্জী, এস আর ব্যানার্জী, সুনীল গুপ্তা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। মাঠ পরিদর্শনকালীন দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী সভায় লক্ষাধিক লোকের আগমন হবে এবং মাঠের পাশেই জাতীয় সড়ক থাকায় যাতায়াত ও পার্কিং এর সুবিধা হবে। কিন্তু সভার জন্য হেলথ-সিটির মাঠের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভার জন্য বারংবার এই মাঠ বরাদ্দ করা হয় কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই মাঠের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। এটা শাসকদল ও বি.ডি.এ উদ্দেশ্যেপ্রনোদিত ভাবে অনুমতি দিচ্ছে না বলে আমাদের মনে হচ্ছে। দিলীপবাবু আরো বলেন, আমরা জেলা বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসছি, যদি শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য কোর্টে গিয়ে অনুমতি নিতে হয় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এছাড়া বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার মাঠের কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বিজেপির পক্ষ থেকে করা উদ্দেশ্যপ্রনদিত ভাবে মাঠ না দেওয়ার অভিযোগ কে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আদিবাসী শাখার চেয়ারম্যান দেবু টুডু বলেন, গোদা এলাকার হেলথ-সিটির মাঠ টি জেলা প্রশাসনের এক্রিয়ার ভূক্ত। এই মুহুর্তে লোকসভা ভোটের কোড-অফ-কন্ডাক্ট লাগু হয়েছে, তাই সরকারি মাঠ টি কোন রাজনৈতিক দলের সভার জন্য দেওয়া যায় না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ওই মাঠে প্রশাসনিক সভা করতেই পারেন। তা বলে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক সভা করতে আসবেন, আর মাঠ দিতে তার কোন মানে নাই। যেহেতু মুর্খ, অসভ্যের দল বিজেপি, তারা এই সব নিয়ম-কানুন মানে না। কেবল অভিযোগ তুলে জলঘোলা করতে চাইছে বলে দাবী করেন দেবু বাবু। উল্লেখ্য একই দিনে বর্ধমানের রায়না ও নাদনঘাটে দুটি জায়গায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রীও।

ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল ব্যাঙ্গালোরের যুবক, উদ্ধার বিদেশি নাগরিকের দেহ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৯ এপ্রিল ঃ মায়াপুর প্রভুপাদ ঘাট সংলগ্ন ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল যুবক। সন্ধান চালানোর সময় এক বিদেশি নাগরিকের দেহ উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা রাধে শ্যাম কুমার নামে বছর ২৪ এর এক যুবক অন্যান্যদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় ভাগীরথী নদীতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মায়াপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ডুবুরি নামিয়েও যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অপরদিকে কিছু সময় বিরতির পর বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজে ফের ভাগীরথী নদীতে পুনরায় খোঁজ চালাতে গিয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশী নাগরিকের দেহ উদ্ধার করে। পরে ওই বিদেশী নাগরিকের দেহটি উদ্ধার করে মায়াপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, রবিবার সন্ধ্যায় ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় ৪০০ জনের একটি দল মায়াপুর ইসকন মন্দিরে ভ্রমণে আসে। সোমবার সকালে দেড়শো জনের একটি দল মায়াপুর প্রভুপাদঘাটে স্নান করতে গেলেও ওই দলের সঙ্গে আসা রাধেশ্যাম কুমার (২৪) নামক যুবক ও তার তিন চারজন সঙ্গী প্রভুপাদ ঘাটের পাশে একটি ঘাটে স্নান করতে নামে। সেই সময় কোনও ভাবে রাধেশ্যাম কুমার নামক ওই যুবক তলিয়ে যায়। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। উল্লেখ থাকে গত দোল উৎসব থেকে এদিন পর্যন্ত নবদ্বীপ ও মায়াপুর মিলিয়ে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হয় মহিলা সহ ৯ জনের। সম্পতি ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে একের পর এক জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। নবদ্বীপের প্রতিটি স্নানের ঘাটে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি পাশাপাশি স্নানযাত্রীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় জেলা বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের পক্ষ থেকে। এতো কিছুর পরও জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই বিজেপি সরকার বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিছুই জানেনা ঃ অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২৯ এপ্রিল ঃ এই বিজেপি সরকার বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিছুই জানেনা। এই বিজেপিকে ভোট দেবেন না, হাওড়ায় বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দাসনগর থানার মোড় থেকে বালিটিকুরি মুক্তারাম দে হাই স্কুল পর্যন্ত রোড শোয়ে

এসে একথা বলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রোড শো কার্যত এদিন জনসুনামিতে পরিণত হয়। প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা ট্যাবলোতে রোড শো করেন অভিষেক। এদিন রোড শোয়ের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নানা ভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা কর্মে বিশ্বাস করি। নির্বাচনের পর আমাদের জনপ্রতিনিধিদের একটাই ধর্ম তা হলো মানব ধর্ম। এই প্রতিহিংসাপরায়ণ, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এবারের নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে রয়েছে। তৃণমূল ধর্মে নয়, কর্মে বিশ্বাস করে। এই বিজেপি সরকার বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিছুই জানেনা। এই বিজেপিকে ভোট দেবেন না। বাংলার হকের টাকা এরা আটকে রেখে দিয়েছে। এরা আবাসের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করার চক্রান্ত করছে। বাংলায় তৃণমূল সরকার যতদিন থাকবে আমাদের গ্যারান্টি লক্ষ্মীর ভান্ডার কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। একদিকে দিদি চাকরি দিচ্ছে, আরেকদিকে মোদী আর তাদের দোসর সিপিএম চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। চৌত্রিশ বছর ধরে বাংলাকে শেষ করেছে যে সিপিএম, তারা এখন বিজেপির বড় সাকরেদ। এসবের জবাব নির্বাচনে দিতে হবে। আমরা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি গত দশ বছরের রিপোর্ট কার্ড ওরা প্রকাশ্যে আনুক ওরা কি কাজ করেছে আমরা কি কাজ করেছে সেটা সামনে বিচার হবে। এই ভোট প্রতিশোধ, প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের ভোট। এই নির্বাচন বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভোট। এই স্বৈরাচারী বিজেপির মতোই দু নম্বরীদের যোগ্য জবাব দিতেই হবে এই ভোটে।

চোলাই উদ্ধার বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তরের তৎপরতায় বিপুল পরিমান চোলাই উদ্ধার হল বর্ধমান কাটোয়া রোডের ক্ষেতিয়া এলাকায়। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ সূত্র খবর পেয়ে বর্ধমান থেকে ভাতাড়ের দিকে যাওয়া একটি টোটোকে আটক করা হয়। আটক করা ওই টোটো থেকে প্রায় ১২০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। টোটো সমেত টোটো চালককে আটক করা হয়। উল্লেখ্য নির্বাচনি বিধি বলবৎ হবার পর থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারী বাড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর। বর্ধমানের বিজয়রাম, দেওয়ানদিঘি, জামালপুরের জামূদহ মেমারি, মাধবডিহির বেশ কয়েকটি জায়গায় নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে জেলার বর্ডার এলাকাগুলি দিয়ে চোলাই সহ অবৈধ ভাবে মদ পাচার না হয় সে দিকটা লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে জেলা আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ব্যবহারকারীরা 'মেট্রে রাইড কলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এ পর্যন্ত ৪.৬৮ লাখ অ্যান্ড্রয়েড এবং ৩৫২০ আইওএস ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিআর কোড ভিত্তিক টিকিট যেকোন সময় যেকোন জায়গা থেকে বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে ০৫.০৩.২০২২ তারিখে এবং আইওএস প্ল্যাটফর্মে ২২.০৩.২০২৪ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ২৮.০৪.২০২৪ পর্যন্ত, প্রায় ৪.৬৮ লক্ষ অ্যান্ড্রয়ে। ব্যবহারকারী গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৩৫২০আইওএস ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যানগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়ে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করছেন।

২ লক্ষ টাকা উদ্ধার, ফ্লাইং স্কোয়াড

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ নাকা চেকিং করার সময়ে গাড়ি থেকে ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াড। সেই সময়ে ওই গাড়িতে ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক। সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ মালদা শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০০ টাকা টাকা। সেই সময়ে গাড়িতে ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ঘোষ। তাঁর দাবি, তিনি এলআইসি এজেন্ট। সেই টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন। গাড়ি আটকের পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিজেপি নেতৃত্ব। তবে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর এত টাকা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ফ্লাইং স্কোয়াড টিম ও পুলিশ। মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কোনও দল এভাবে টাকা নিয়ে যেতে পারে না বলে জানান।

পানীয় জলের দাবিতে পঞ্চায়েতের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া , ২৯ এপ্রিল ঃ চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। রেকর্ড তাপমাত্রা সারা রাজ্যজুড়ে। সাধারণ মানুষ ওষ্ঠাগত গরমের তীব্রতায়। তবে নদীয়ার কৃষ্ণনগর দোগাছি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জল না থাকার কারণে সমস্যায় পড়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ। তাই এবার হাতে বালতি এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জলের দাবিতে দীর্ঘ দুই ঘন্টা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের দাবি দীর্ঘ তিন বছর ধরে এলাকায় পাইপলাইন বসলেও জল এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। এই গরমে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। কিন্তু পঞ্চায়েত এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর। তাই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর দাবিতে তাদের এই পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ। যদিও পরবর্তীতে পঞ্চায়েতের আশ্বস্ততায় বিক্ষোভ তুলে নেয় এলাকাবাসীরা। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তায় দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু গাড়ি।

স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ২৯ এপ্রিল ঃ সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক এর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক কে স্মারকলিপি প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্যরা। জানা যায়, শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রায়ে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ২০১৬ সালে গঠিত নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি প্যানেল বাতিল করে দেয়। ফলে রাজ্যের মোট ২৫৭৫৩ জনের চাকরি চলে যায়। অযোগ্য ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিযুক্ত প্রার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য এবং মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরাও চরম বিপদের সম্মুখীন হন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম সেন, সভাপতি ত্রিদিবেশ তালুকদার সহ অন্যান্য সদস্যরা।

নাকা চেকিংয়ে লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ এপ্রিল ঃ নাকা চেকিংয়ে এক লক্ষ পঁইত্রিশ হাজার উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। সোমবার সুরুচুয়া ঝাড়খণ্ড - রামপুরহাট সীমান্তে হুলেশ বাজাজ নামে রামপুরহাটের এক ব্যক্তিকে তার চারচাকা গাড়ি সমেত আটক করে পুলিশ। তিনি ঝাড়খণ্ড থেকে আসছিলেন। তার কাছ থেকে পুলিশ এক লক্ষ পঁইত্রিশ হাজার উদ্ধার করে। অভিযুক্ত উদ্ধার হওয়া অর্থের সাপেক্ষে সঠিক নথি দেখাতে পারে নি।

CITATION

In the Court of the Ld. Civil Judge (Junior Division), at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur

Misc. Case No 07/2024(Succession)

Petitioner:-

Smt. Tulshi Kundu, D/O-Late Bibhuti Bhusan Saha, W/O-Dulal Chandra Kundu of Vill. Gitanjali School, Bazar Para, P.O. & P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur. Whereas the above named petitioner has filed the above noted case for getting the succession certificate in respect of the below mentioned Debt standing in the name of the deceased Pranay Saha, S/O- Late Bidhu Bhusan Saha, C/O- Dulal Chandra Kundu of Vill. Gitanjali School, Bazar Para, P.O. & P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur. If any person having any objection in this regard then he may come before this Ld. Court on 02.07.2024 and may file objection either by personally or through authorized representative;

SCHEDULE

Description of the property:L.I.C.I. Policy No. 455419500, Lying under the Department: L.I.C.I. Balurghat Branch, Amount: 32,200/-(Rupees Thirtytwo Thousand Only) (With all interest and Benefit)

Sujit Dhar Ray
Sherestadar
Civil Judge, Junior Divison,
Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.
Dt. 23.04.20

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭১১৪ডব্লুবি১৯৯৯পিএলসি০৮৯১৪৮

রেজি. অফিস ও ফ্যাক্টরিঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০০২৪

ফোনঃ +৯১ ৩৩ ২৪৮৯ ৩৪৭২, ২৪৬৯ ৭৮২৫

সিটি অফিস ও শেয়ার বিভাগঃ +৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩ / ২২৪২ ৯৪৫৪

ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in; Email: sharedepartment@kesoramtextiles.in

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার
শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ৩১শে মে, ২০২৪ শুক্রবার সকাল ১১টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, এমসিএ এবং এসইবিআই সার্কুলারগুলির সাথে পড়ুন।

এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪-এর নোটিশের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিশদ বিবরণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে মিটিংয়ে যোগদানকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপিএস) এর সাথে নিবন্ধিত।

প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের পাশাপাশি সদস্য যারা এখনও তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের আরটিএ-তে একটি ই-মেল পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড mcsstarediffmail.com-এ সদস্য(দের) নাম উল্লেখ করে, ফোলিও নম্বর সহ প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি শুক্রবার, ৩রা মে, ২০২৪ বিকেল ৫টার আগে এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পেতে এবং ই-ভোটিং এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে। ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ডিপিগুলির সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানি তার সবুজ উদ্যোগ এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ২৫তম এজিএম-এর নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি পাঠাবে না। যাইহোক, সদস্য(দের) অনুরোধের ভিত্তিতে একে একে একে একে উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, এর উপর প্রযোজ্য বিধি এবং এসইবিআই (এলওআরডি) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের সিডিএসএল-এর রিমোট ইভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। কোম্পানির ২৫তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দিতে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময় সকাল ৯টা, মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০২৪ থেকে শুরু এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ বিকাল ৫টায়। উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। এজিএমের আগে/এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। পরিচালনা পর্ষদ অনিল দুবে (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ১২৫৮৮), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াগুলিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শনিবার, ২৫ মে, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ৩১ মে, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-

স্থানঃ কলকাতা — বিনম্রতা আগরওয়াল
তারিখঃ ২৯শে, এপ্রিল, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

আইপিএলে পারফরম্যান্স করলেই ঢোকা যাবে না বিশ্বকাপের দলে

মুম্বই, ২৯ এপ্রিলঃ আইপিএল এর মধ্যেই চর্চায় ভারতীয় টি২০ দল। বিশ্বকাপের জন্য কবে ঘোষিত হবে ভারতীয় দল? এই নিয়ে এখন সব থেকে বেশি জল্পনা চলছে। আগামী ১লা মে'র মধ্যে আইসিসির কাছে ১৫ জনের স্কোয়ার্ড পাঠাতে হবে সব দলগুলিকেই। ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ড দল তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছে। ভারতীয় দলের স্কোয়াড নিয়ে চলছে বিস্তার আলোচনা চলছে। আইপিএলের প্রতিটি ম্যাচের দিকেই নজর রেখেছেন নির্বাচকেরা। তবে ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুসারে আইপিএলে ভালো খেলা অনামী ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া সম্ভাবনা কম। মূলত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভালো পারফরম্যান্স করা ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের দলে রাখতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। লখনউ দলের হয়ে নজর করা পারফরম্যান্স করা মায়াঙ্ক যাদবকে নিয়ে কথা উঠলেও শেষ পর্যন্ত মায়াঙ্ককে এখনই ভারতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতি নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গতিতে মুগ্ধ করলেও তাঁর চোট প্রবণতা দলের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব এই চার ক্রিকেটার যে ভারতীয় দলে থাকবেন তা আইপিএলের আগেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় দলে চমক কমই থাকবে তবে বেশ কয়েকটি স্থান নিয়ে এখনো জটিলতা চলছে। দুর্ঘটনা কাটিয়ে আইপিএলের

ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে রইল বড় আপডেট

মঞ্চে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন ঋষভ পন্থ। ফলে তার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ভাবেই রয়েছে। তবে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক কে হবেন সেটা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে কারণ সঞ্জু স্যামসন এবং কে রাহুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। পাশাপাশি সবথেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে ঘিরে। তার মত অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারকে দলে রাখা হবে নাকি শিবম দুবে বা রিঙ্কু সিংয়ের মধ্যে একজনকে সুযোগ দেয়া হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা।। এই নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত টিম ম্যানেজমেন্ট। হার্দিক পাণ্ডিয়ার বলে আগের মতো গতি নেই এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সময় উইকেট পেতেও ব্যর্থ করছেন এই পরিস্থিতিতে হার্দিককে সুযোগ দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই লড়াইয়ে প্রবল ভাবেই আছেন শিবম দুবে। পাশাপাশি তৃতীয় পেশার কি হবেন সেটা নিয়েও আলোচনা চলছে। কারণ জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজের স্থান একেবারেই পাকা তবে তৃতীয় পেশারের লড়াইয়ে আছেন অর্শদীপ সিং, আবেশ খান এবং মুকেশ কুমার। এখন পর্যন্ত, রবীন্দ্র জাদেজা প্রথম একাদশে স্পিন অলরাউন্ডার হিসাবে অক্ষর প্যাটেলকে বাদ দিতে পারে, কিন্তু অক্ষর ব্যাক-আপ স্পিনার হিসাবে স্কোয়াড তৈরি করতে পারে, কুলদীপ যাদবকে ১৫ জনের দলে একমাত্র রিস্টস্পিনার হিসাবে রাখা হতে পারে।

সম্ভাব্য ভারতীয় দল। টপ অর্ডার- রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব। মিডল অর্ডার-সঞ্জু স্যামসন, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং। স্পিনার-কুলদীপ যাদব। বোলার- জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ অথবা আবেশ খান, অর্শদীপ সিং। বিকল্প-কেএল রাহুল, চাহাল, রবি বিষ্ণোই, সন্দীপ শর্মা।

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড সিএসকে-র!

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে জয়ে ফিরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে টানা দু ম্যাচ হেরে প্রবল চাপে ছিল চেন্নাই। এ বারের মরসুমে ঘরের মাঠে টানা জিতছিলেন ঋতুরাজরা। যদিও লখনউ সুপার জায়ান্টস চেন্নাই দুর্গ ভেঙেছিল। রবিবার ঘরের মাঠে বিধ্বংসী সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফের দুর্গ দখল করেছে। এ বারের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইন আপ হায়দরাবাদের। তাদের বিরুদ্ধে ৭৮ রানের বিশাল জয়ে অনন্য রেকর্ডও গড়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। আগের ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে হারলেও অনবদ্য সেঞ্চুরি করেছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। সিএসকের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন। রবিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়। ব্যক্তিগত মাইলস্টোন পেরোনো না হলেও টিম হিসেবে রেকর্ড গড়েছে চেন্নাই। ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের ৯৮, ড্যারেল মিচেলের হাফসেঞ্চুরি এবং শিবম

দুবের ক্যামিও ইনিংস। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১২ রান করে চেন্নাই সুপার কিংস। আরও একটি ২০০ প্লাস স্কোরে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বার ২০০ কিংবা তার বেশি স্কোরের রেকর্ড এখন সিএসকের দখলে। সব মিলিয়ে ৩৫ বার ২০০ প্লাস স্কোর চেন্নাইয়ের। ঋতুরাজরা ছাপিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব সমারসেটকে। তারা ৩৪ বার ২০০ প্লাস স্কোর গড়েছে। এমনকি ভারতীয় ক্রিকেট দলকেও ছাপিয়ে গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস!

কোহলির স্ট্রাইকরেট বিতর্কে মুখ খুললেন গৌতম গম্ভীর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিরাট কোহলি এ বারের আইপিএলে অনবদ্য ছন্দে রয়েছেন। ইতিমধ্যে আরসিবির হয়ে চলতি মরসুমে ৫০০ রান করেছেন। এই নিয়ে সপ্তম বার আইপিএলের ইতিহাসে ৫০০ রানের রেকর্ড গড়লেন কিং কোহলি। রবি-সন্ধেয় আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অপরাজিত ৭০ রান করেছেন বিরাট। কোহলির অনুরাগীরা আশা করেছিলেন তাঁর ব্যাটে সেঞ্চুরি দেখার। সেই আশায় অবশ্য জল ঢালেন বিরাট কোহলির আরসিবির সতীর্থ উইল জ্যাকস। তিনি ১০০ রানে অপরাজিত থেকে বিরাটের সঙ্গে মাঠ ছাড়েন। কিং কোহলি মুগ্ধ হয়ে একপ্রান্ত থেকে জ্যাকসের ব্যাটিং ধামাকা উপভোগ করেন। এ বারের আইপিএলে বিরাটের স্ট্রাইকরেট নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কোহলির স্ট্রাইকরেট নিয়ে সমালোচনায় অবশ্য আমল দিচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। বরং এই স্ট্রাইকরেট বিতর্কে বিরাট পাশে পাচ্ছেন গম্ভীরকে। গত বারের আইপিএলে বিরাট ও লখনউয়ের মেন্টর গৌতম গম্ভীরের ঝামেলা হয়েছিল। এ বারের আইপিএলে বিরাট ও নাইট মেন্টর গৌতম গম্ভীরের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঝামেলা দেখা যায়নি। বরং এই মরসুমে আরসিবি ও কেকেআরের দুটি ম্যাচে বিরাট ও গৌতমকে হাসিমুখে দেখা গিয়েছিল। এর আগে কোহলি তাঁদের আগের ঝামেলা এবং এখন সব ঠিক ঠাক পরিস্থিতি নিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করেছেন, হাসি মুখে কথা বলেছেন তাই হয়তো অনেকের সেটা পছন্দ হচ্ছে না। অনেকে মশলা পাচ্ছে না। এ বার গৌতমও সেই একই কথা বলেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গৌতম বলেন, ''বিরাট কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে একেবারে ঠিক বলেছে। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে কী ঘটছে, সেটা তাদের মধ্যেই থাকতে দেওয়া উচিত। এতে বাইরের কোনও মানুষের নাক গলানো উচিত নয়। যেটা হয়েছে, তা তো দু'জনের মধ্যে ঘটেছে। ফলে তারা নিজেরাই সেটা মেটাতে পারবে। বাকিদের এই নিয়ে কথা বলা উচিত নয়।'' গৌতমের মতে মিডিয়া এই সব করে টিআরপির জন্য। তিনি বলেন, ''সব কিছুই টিআরপির জন্য। আমি কী ধরনের মানুষ তা মিডিয়া জানে না। বিরাটকে নিয়েও ওদের কোনও রকম ধারণা নেই। কিন্তু ওরা বিতর্ক তৈরি করতে চায়। সব কিছু তাই বাড়িয়ে বলে। চর্চা তো ভালো দিক থেকেও করা যায়।'' বিরাটের স্ট্রাইকরেট নিয়ে গৌতম বলেন, ''সকলের খেলার ধরন আলাদা। যেটা ম্যাক্সওয়েল করতে পারে, তা বিরাট পারে না। আবার বিরাট যেটা করতে পারে, তা ম্যাক্সওয়েল পারে না। একাদশে ভিন্ন ধরনের ব্যাটার চাই। টিমের সকলে যদি একই রকম ভাবে খেলে, তা হলে একটা দল যেমন ৩০০ রান করতে পারে, তেমন ৩০ রানেও অল আউট হয়ে যেতেই পারে। যদি তুমি ম্যাচ জেতো আর স্ট্রাইকরেট ১০০ থাকে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি তুমি হেরে যাও আর স্ট্রাইকরেট ১৮০ থাকে, তা হলে কেউ এই নিয়ে বলবে না। এটাই সত্যি।''

'আইপিএল খেলো, ভারতীয় টিমে সুযোগ পাও'

মুম্বই, ২৯ এপ্রিলঃ একটা সময় ছিল যখন ঘরোয়া ক্রিকেটই ছিল ভারতীয় টিমে ক্রিকেটার সাপ্লাইয়ের মূল মাধ্যম। আইপিএল এসে তাতে বদল এনেছে। ভারতীয় ক্রিকেটে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। অতীতে অনেক ক্রিকেটার আইপিএলে ভালো পারফর্ম করার সুবাদে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। সেই ধারার কথা উল্লেখ করে দেশের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, এখন ভারতীয় ক্রিকেটের পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আইপিএলে নজর কেড়ে অনেক তরুণ ক্রিকেটার জাতীয় দলে এন্ট্রির টিকিট পাচ্ছেন। একটা সময় রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় টিমে খেলার পর এক ভারতীয় ক্রিকেটারের সিনিয়র টিমে এন্ট্রির সুযোগ মিলত। এখন এই লম্বা পথ অনেকটাই ছোট হয়ে গিয়েছে। ২০০৩ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় ইরফান পাঠানের। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান ১৮০ নট আউট পডকাস্টে বলেছেন, ''একটা সময় পরিস্কার ছিল তুমি বরোদার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে চাও। ওই সময় সকলে জানত একটাই ভারতীয় টিম রয়েছে। আইপিএল সেই সময় ছিল না। তোমাকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে হবে, দলীপ ট্রফিতে খেলতে হবে বা অনূর্ধ্ব ১৯ টিমের হয়ে খেলতে হবে এবং তারপর আন্তর্জাতিক স্তরে যেতে পারবে। এই একটাই প্রক্রিয়া আগে ছিল। আর আমাদের লক্ষ্যও সেটাই ছিল। এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ওই সময় অনেক কঠিন ধাপ পেরোতে হত। আর এখন একটা আইপিএল খেলো আর ভারতীয় টিমে প্রবেশের সুযোগ পাও। বিষয়টা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান জানিয়েছেন, চোট নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে নজর কেড়ে জাতীয় দলে নিজের জায়গা করেছিলেন। তিনি বলেন, ''আমি রঞ্জি ট্রফি ও মুস্তাক আলি ট্রফিতে চোট নিয়ে খেলেছিলাম। আমাদের কাছে যে স্ক্যানার ছিল তাতে আমার চোট ধরা পড়েনি। অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে ওদের যন্ত্রে দেখতে পাই আমার একাধিক জায়গায় চোট রয়েছে। আমি তারপরও ব্যাথা কমানোর ওষুধ খেয়ে খেলেছি। কারণ আর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় টিমের হয়ে খেলা।''

উইলিয়ামসনের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড

কেপটাউন, ২৯ এপ্রিলঃ আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার জন্য আইসিসি অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে ১ মে'র সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। অর্থাৎ, ওই দিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করতে হবে সব দেশকে। সেই মতো সোমবারই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড তাদের বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করে দেয়। যথারীতি ১৫ জনের স্কোয়াডের নেতা বেছে নেওয়া হয়েছে কেন উইলিয়ামসনকে। এই নিয়ে মোট ৬টি টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামতে চলেছেন উইলিয়ামসন। যার মধ্যে চারবার তিনি ২০ ওভারের বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। উল্লেখ্য, আগামী ২ জুন থেকে শুরু হবে ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ। এবছর যৌথভাবে টুর্নামেন্টে আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রেখেছে টিম সাউদিকেও, যিনি এই নিয়ে নিজের ৭ নম্বর টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামবেন। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সব থেকে বেশি ১৫৭টি উইকেট রয়েছে সাউদির ঝুলিতে। নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াডে রয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল খেলতে ব্যস্ত ট্রেন্ট বোল্টও। তিনি কেরিয়ারের পঞ্চম টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামবেন এবছর। ১৫ জনের স্কোয়াডে কেবল মাত্র ম্যাট হেনরি ও রাচিন রবীন্দ্রর এখনও পর্যন্ত টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে যে, বিশ্বকাপের দল গড়ে নিতে বসে অভিজ্ঞতায় জোর দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের নির্বাচকরা।। ১৫ জনের মূল স্কোয়াডের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড ট্র্যাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে বিশ্বকাপে নিয়ে যাচ্ছে বেন সিয়ার্সকে। মার্ক চাপম্যান ছাড়া মূল স্কোয়াজের বাকি সবার আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্কোয়াডের ৬ জন ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগের অংশ নেওয়ার সুবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পর্যাপ্ত টি-২০ খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াডে রয়েছেন ১০০-র বেশি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলা ইশ সোধি ও মিচেল স্যান্টনার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবছর টি-২০ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে পরিচিত কালো জার্সিতে মাঠে নামতে দেখা যাবে না। তারা ভাগ্য বদলাতে জার্সির রংও বদলে ফেলেছে এবার। সোমবারই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলের নতুন জার্সি প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বকাপে ওকে ইগনোর করা অবস্তুব, শিবম দুবে যেন এখন জনতার 'দাবি'

মুম্বই, ২৯ এপ্রিলঃ দেশের মাটিতে চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবলের লড়াই জমে উঠেছে। এরই মাঝে বার বার টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যেই এ বারের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের জন্য টিম ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের বিশ্বকাপ টিমও শীঘ্রই ঘোষণা হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মতোই একাধিক ক্রিকেট প্রেমীরা শিবম দুবেকে ভারতের বিশ্বকাপ টিমে দেখতে চাইছেন। ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ টিম ঘোষণার আগে সতর্কবার্তা দিয়েছেন এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁর মতে, 'শিবম দুবেকে ইগনোর করলেই বিপদ।' দেশের কোন প্রাক্তনী শিবমকে নিয়ে এ কথা বললেন? এ বারের আইপিএলে ৯টি ম্যাচে খেলে শিবম দুবে ১৭২.৪১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৩৫০ রান। তিনি যে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন, তাতে আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ক্রিকেট প্রেমীরা সিএসকের অলরাউন্ডারের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়াও সিএসকের শিবম দুবের পক্ষে সওয়াল করলেন। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের জন্য ভারতের যে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে, তাতে শিবম দুবেকে অবশ্যই রাখা উচিত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকাশ চোপড়া বলেছেন, ''ও যেভাবে খেলছে তা বিরাট চমকপ্রদ ও উত্তেজনাপূর্ণ। আমি বলছি ওকে শুধু বিশ্বকাপ টিমে রাখলেই হবে না। একাদশেও রাখতে হবে। কোনও অধিনায়ক, টিম ম্যানেজমেন্ট বা নির্বাচক ওকে ইগনোর করতে পারবেন না। কারণ ওকে উপেক্ষা করা মানে, এই মুহূর্তে ভারতে ওর চেয়ে ভালো হিটার নেই। আর যদি ওকে টিমে নেওয়া হয়, তা হলে বেঞ্চে বসিয়ে রাখলে কিন্তু ওর প্রতি অবিচার করা হবে।'' আকাশ চোপড়ার পাশাপাশি দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠানও চাইছেন এ বারের বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় টিমে যেন শিবম দুবেকে নেওয়া হয়। রবিবার আইপিএলের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সিএসকের তারকা শিবম দুবে ২০ বলে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন। তারপর সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ ইরফান লেখেন, 'শিবম দুবেকে ভারতীয় টিমে রাখতেই হবে।'

চার ম্যাচ সাসপেন্ড সাদিকু! ফাইনালের আগে চিন্তায় বাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ চার ম্যাচ সাসপেন্ড হলেন আর্মান্দো সাদিকু। ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে প্লে অফ সেমির প্রথম পর্বে তিনি লাল কার্ড দেখেছিলেন। সেই কারণে এক ম্যাচ খেলতে পারেননি। ওই জন্যই যুবভারতীতে ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি। সোমবার বিকেলে আইএসএলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেফারিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার কারণে তাঁকে চার ম্যাচ সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই ঘটনা মোহনবাগানের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই। শনিবার আইএসএল ফাইনালে নামার আগে চিন্তায় পড়ে গেল সবুজ মেরুন শিবির। সাদিকু ওই ম্যাচে থাকলে কোচ হাবাসের কাছে বিকল্প থাকত। সেক্ষেত্রে কামিন্স ও দিমিত্রি পেত্রাতোসকে একটু পিছন থেকে ব্যবহার করতে পারতেন স্প্যানিশ কোচ। চলতি আইএসএলে দেখা গিয়েছে হাবাস প্রায়শই সাদিকুকে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামিয়ে বাজিমাত করেছেন। কখনও তিনি মনবীর সিং, কিংবা লিস্টন কোলাসোকে তুলে নামিয়েছেন আলবানিয়ার স্ট্রাইকারকে। অনেক সমর্থক আবার মনে করছেন, সাদিকু মোহনবাগানের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন। তাঁকে সামনের মরশুমে আর রাখবে না দল কর্তৃপক্ষ। সাদিকু এবার বহু ম্যাচে গোল করে দলকে উদ্ধার করলেও তাঁর সার্বিক পারফরম্যান্স ভাল নয়। তাই কামিন্স ও দিমিত্রিকে রেখে দিলেও সাদিকু বাতিল হতে পারেন। একমাত্র আশা ছিল, শনিবার যুবভারতীতে ফাইনাল ম্যাচে দুরন্ত পারফরম্যান্স। সেই আশাও শেষ হয়ে গেল চার ম্যাচ সাসপেন্ড হওয়ায়।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

গার্দিওলার মাইলফলকের ম্যাচে ফিরেই হলান্ডের গোল, আবারও আর্সেনালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস সিটির

নটিংহাম ফরেস্ট ০ - ২ ম্যানচেস্টার সিটি

লন্ডন, ২৯ এপ্রিলঃ পায়ের মাংসপেশিতে টান লাগায় গত সপ্তাহে চেলসির বিপক্ষে এফএ কাপ সেমিফাইনাল ও ব্রাইটনের বিপক্ষে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে আর্লিং হলান্ডকে স্কোয়াডেই রাখেননি ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে আজ সিটির শুরুর একাদশেও ছিলেন না হলান্ড। জ্যাক গ্রিলিশের বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন ৬২ মিনিটে। কিন্তু গোল করা যাঁর নেশা, তাঁকে কতক্ষণ আটকে রাখা যায়? নটিংহামও হলান্ডকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারেনি। মাঠে নামার ৯ মিনিটের মধ্যেই গোল পেয়েছেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। এর আগে ম্যাচের ৩২ মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেন ইওস্কো

গাভারদিওল। দুটি গোলেই বলের জোগান দিয়েছেন কেভিন ডি ব্রুইনা। প্রিমিয়ার লিগে কোচ হিসেবে গার্দিওলার ৩০০তম ম্যাচে নটিংহামে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের ঘাড়ে আবারও নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে সিটি। দিনের আগের ম্যাচে 'উত্তর লন্ডন ডার্বি'তে টটেনহামকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দুইয়ে থাকা সিটির সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান ৪-এ নিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ব্যবধানটা ১-এ নামিয়ে আনল গার্দিওলার দল। বর্তমানে আর্সেনালের পয়েন্ট ৮০, সিটির ৭৯। তবে মিকেল আরতেতার দলের চেয়ে ১ ম্যাচ কম খেলায় গার্দিওলার দলই টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জয়ের দৌড়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তিনে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৭৫। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের ১৯তম কোচ হিসেবে আজ ৩০০তম ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন গার্দিওলা। আজকের জয়টি তাঁর ২২১তম। ৩০০ প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে ৭৩.৬ জয় নিয়ে তিনিই সবচেয়ে সফল কোচ।

মোনাকোর হারে লিগ চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

মেক্সিকো, ২৯ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে লা হাভরের বিপক্ষে জিতলেই অফিশিয়ালি লিগ চ্যাম্পিয়ন নিশ্চিত হতো পিএসজির। কিন্তু ৩-৩ গোলের ড্রয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় পার্ক অলিম্পিকে। প্রত্যাশিত ফলটা সেখানে পেয়ে যাওয়ায় রেকর্ড ১২তম বারের মতো লিঁগ আঁ শিরোপা জয় নিশ্চিত হলো পিএসজির। লিঁও-র মাঠ পার্ক অলিম্পিকে নেমেছিল মোনাকো। পিএসজির প্রার্থনা ছিল, মোনাকো যেন জিততে না পারে। তাহলেই শিরোপা চলে আসবে পার্ক দে প্রিন্সেসে। কিন্তু ২১ সেকেন্ডে বেন ইয়েদেরের গোলে মোনাকো এগিয়ে যাওয়ার পর পিএসজি সমর্থকদের কেউ কেউ হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। লিঁও সেই হতাশা সরিয়ে মোনাকোকে শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে হারিয়ে পিএসজি সমর্থকদের এনে দিল উৎসবের উপলক্ষ। তবে লিগটা পিএসজির জন্য অনেকটাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হয়ে গেছে। গত ১২ মরসুমের মধ্যে এ নিয়ে দশমবার লিগ জিতল পিএসজি। ৩১ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। সমান ম্যাচ খেলে মোনাকো ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়। ১২ পয়েন্টের ব্যবধান দুই দলের মধ্যে এবং তিনটি করে ম্যাচ বাকি আছে। পিএসজি নিজেদের বাকি ৩ ম্যাচ থেকে কোনও পয়েন্ট না পেলেও সমস্যা নেই।

মালিক ফোফানার গোলে জয় পায় লিঁও।

কারণ মোনাকো নিজেদের বাকি ৩ ম্যাচ জিতলেও পিএসজির পয়েন্ট টপকে যেতে পারবে না। বেন ইয়েদেরের গোলের পর সমতায় ফিরতে ২২ মিনিট সময় লেগেছে লিঁও-র। খেলার ২২ মিনিটের মাথায় গোলটি করেন আলেক্সান্দার লাকাজেত্তে। চার মিনিট পর সাইদ বেনরাহমার গোলে এগিয়েও যায় লিঁও। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যাওয়া মোনাকো ২৬ মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে পিছিয়ে পড়ে। ৬৬ মিনিটে বেন ইয়েদারের গোলে সমতায় ফেরে মোনাকো। কিন্তু নাটকের তখনো বাকি ছিল। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে লিঁও-কে জয়সূচক গোলটি এনে দেন মালিক ফোফানা। গত নভেম্বরের পর লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে এটাই প্রথম হার মোনাকোর। লা হাভরের বিপক্ষে ড্রয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। জানতেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন টানা তৃতীয় লিগ শিরোপা আসছে পিএসজির ঘরে। সংবাদ সম্মেলনে তাই বলে গেছেন, ''আমরা চ্যাম্পিয়ন, সেটা পার্টি হোক বা না হোক। ২৯ গোল ব্যবধানেও এগিয়ে আছি। তাই এখনই নিজেকে চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে। এমনকি আমরা যদি আর পয়েন্ট না-ও পাই, তবু চ্যাম্পিয়ন।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com